means of ... other sciences.

৩.৩. রাষ্ট্র ও তার প্রকৃতি সম্পর্কে কৌটিল্যের ধারণা

(Kautilya's concept of State and its character)

কৌটিল্য ছিলেন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের প্রধানমন্ত্রী। রাষ্ট্রশাসন ও প্রশাসন ব্যবস্থা পরিচালনা সম্পর্কিত বাস্তব ও কার্যকর বিধিব্যবস্থাসমূহ লিপিবদ্ধ করার উদ্দেশ্যেই কৌটিল্য তাঁর 'অর্থশাস্ত্র' শীর্ষক গ্রন্থটি প্রণয়ন করেন। রাষ্ট্রশাসনের যাবতীয় বিষয় তিনি যথাসম্ভব বিশদভাবে বিবৃত করেছেন। এবং এই গ্রন্থটি কেবল মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত বা তাঁর উত্তরাধিকারীদের রাজ্যশাসন সম্পর্কে প্রণীত হয় নি। সর্বকালের এবং সকল সাম্রাজ্যের জন্য অর্থশাস্ত্র হল একটি অতিমাত্রায় প্রাসঙ্গিক রাষ্ট্রনীতিক গ্রন্থ। এই কারণে অর্থশাস্ত্র একটি কালজয়ী রাষ্ট্রনীতিক গ্রন্থে পরিণত হয়েছে। অর্থশাস্ত্রে কৌটিল্য রাষ্ট্রের কোন মহিমান্বিত আদর্শ চিত্র চিত্রিত করেন নি। পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইতালীর মেকিয়াভেলি তাঁর *The Prince* গ্রন্থে রাষ্ট্রের আর্থনীতিক নিয়মকানুন এবং খ্রীষ্টান রাষ্ট্রনেতাদের সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। ভারতীয় রাষ্ট্রনীতিক কৌটিল্য খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে রাজা ও ব্রাহ্মণ মন্ত্রীদের অনৈতিক কার্যকলাপ সম্পর্কিত রূঢ় সত্যের এক অনাবৃত চিত্র অর্থশাস্ত্রে তুলে ধরেছেন। কৌটিল্যই সর্বপ্রথম একটি কেন্দ্রীভূত ও শক্তিশালী সরকারের পরিচয় প্রকাশ করেছেন। তাঁর পূর্বসূরী প্রাচীন ভারতীয় কোন শাস্ত্রকার এ বিষয়ে আলোকপাত করেন নি। রাষ্ট্রশাসন সম্পর্কে সর্ববিধ বিষয়ে কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্রে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। প্রাচীন ভারতে সর্বপ্রথম কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে রাষ্ট্রের সুস্পষ্ট সংজ্ঞা ও রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যায়। কৌটিল্যোত্তর যুগে কামন্দকীয় নীতিসারে এবং শুক্র নীতিসারে রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে এ ধরনের আলোচনা আছে।

অর্থশাস্ত্র একটি কালজয়ী রাষ্ট্রনীতিক গ্রন্থ

প্রাচীন ভারতীয় রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কিত আলোচনা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে অনেকাংশ রাজতন্ত্রের প্রকৃতি সম্পর্কিত আলোচনায় পরিণত হয়েছে। কারণ প্রাচীন ভারতে বিভিন্ন ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থা থাকলেও রাজতন্ত্রই ছিল প্রধান এবং সর্বাধিক প্রচলিত ব্যবস্থা। রাজাই ছিলেন সার্বভৌম এবং রাষ্ট্রের প্রধান অঙ্গ। সমকালীন ভারতীয় রাজা তত্ত্বগত বিচারে স্বৈরাচারী একনায়ক হিসাবে প্রতিপন্ন হতেন।

সার্বভৌম রাজা কর্তব্যবদ্ধ ছিলেন

কিন্তু রাজা দায়-দায়িত্বহীন ছিলেন না। প্রজাদের কাছে রাজা ছিলেন কর্তব্যবদ্ধ। বর্ণাশ্রম সঠিকভাবে সংরক্ষণ এবং প্রজাসাধারণের কল্যাণসাধন ছিল রাজার মূল উদ্দেশ্য।

রাষ্ট্রের আকার সম্পর্কে কৌটিল্যের ধারণা সম্যকভাবে অনুধাবন করা যায় না। তিনি বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে কোন কথা বলেন নি। তিনি তাঁর সমকালীন পাটলিপুত্র বা অন্য রাষ্ট্রের আকৃতি নিয়ে কোন আলোচনা করেন নি। তবে অনেকের অভিমত অনুসারে কৌটি বৃহদাকারের রাষ্ট্রের পক্ষপাতী ছিলেন। কারণ তিনি রাজ্য জয় ও সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ সম্প রাজাকে পরামর্শ প্রদান করেছেন। বৃহদায়তন বিশিষ্ট রাজ্যের রাজস্ব বেশি হবে এবং রাজ কোষাগার সমৃদ্ধ হবে। সম্পদে সমৃদ্ধ রাজা তাঁর সাম্রাজ্য সম্প্রসারণে সক্ষম হবেন। বিরুদ্ধবাদী এ কথা স্বীকার করেন না। তাঁদের মতানুসারে কৌটিল্য সুশাসিত, সুশৃঙ্খ ও জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। বৃহদায়তনে রাষ্ট্রের আকার রাষ্ট্রে এই সব সুবিধা পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। সুতরাং কৌটিল্য বৃহদাকারের রাষ্ট্রের পক্ষপা ছিলেন এমন কথা অনেকে অস্বীকার করেন। কাঙ্গলে (R. P. Kangle) তাঁর *The Kautilya Arthasastra* শীর্ষক গ্রন্থে এ বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন যে, কৌটিল্য আন্তঃরাষ্ট্র সম্পর্ক প্রসঙ্গে আলোচনার প্রাক্কালে দশ-বারটি রাষ্ট্র নিয়ে একটি মণ্ডল গঠন করার ক বলেছেন। এবং এই মণ্ডলের মাধ্যমে আন্তঃরাষ্ট্র সম্পর্ক পরিচালনা নিয়ন্ত্রণের কথা বলেছে সুতরাং এই ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কৌটিল্য নিশ্চয়ই বৃহদায়তনের রাষ্ট্রের কথা বলেননি। তাঁ পক্ষে স্বাভাবিক ছিল মাঝারি আকারের রাষ্ট্রের কথা চিন্তা করেই এ রকম 'মণ্ডল'-এর পরিকল্প করা। প্রকৃত প্রস্তাবে প্রজাকল্যাণ, সুশাসন, উন্নত আইন-শৃঙ্খলা, অনুকূল আন্তর্জাতিক সম্প প্রভৃতির পরিপ্রেক্ষিতে কৌটিল্য রাষ্ট্রের আকারের বিষয়টি নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করেছেন।

রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষ প্রভৃতি (Secular Nature of the State)

কৌটিল্য ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রব্যবস্থার কথা বলেছেন। কৌটিল্যের অভিমত অনুযায়ী রাষ্ট্রে প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রনীতি নির্ধারিত হবে। রাজনীতির মূল কথা হল রাষ্ট্রের প্রয়োজন রাষ্ট্রনীতিতে পুরোহিতের ধর্মোপদেশ হল গৌণ গুরুত্বযুক্ত। রাজ্যশাসনের কোন কোন বিষয়ে ধর্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যা জানা দরকার হয়ে পড়ে। বিশেষ কোন বিষয়ে ধর্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যা সম্পর্কে রাজাকে অবহিত করার দায়িত্ব পুরোহিতের। কারণ ধর্মশাস্ত্রে পুরোহিতের স্বাভাবিক ব্যুৎপত্তি বিষয়টি সর্বজন বিদিত। এই কারণে ধর্মবিষয়ে রাজার পরামর্শদাতা হলেন পুরোহিত। কিন্তু রাষ্ট্রের প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে রাজা পুরোহিতের পরামর্শ গ্রহণ করতে পুরোহিততান্ত্রিক না, ধর্মনিরপেক্ষ বা না করতে পারতেন। অর্থাৎ পুরোহিতের পরামর্শ গ্রহণ করার ব্যাপারে রাজার উপর কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না। আধ্যাত্মিক শক্তির অভিব্যক্তি হিসাবে সমাজে পুরোহিতের মর্যাদামণ্ডিত আসন ছিল শীর্ষে। এ বিষয়ে কোন রকম বিরোধ বিতর্ক ছিল না। কিন্তু ইহজগতের শক্তি স্বরূপ রাজার অবস্থান ছিল সবার উপরে। প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্রব্যবস্থায় আধ্যাত্মিক শক্তি ও পার্থিব শক্তি এই দ্বৈত শক্তির অস্তিত্বের তত্ত্বটি প্রাচ্যবিদ্ পশ্চিমী পণ্ডিতরা অনুধাবন করতে পারেন নি। তাই এঁদের অনেকে প্রাচীন ভারতের সমাজজীবনে ও রাষ্ট্রজীবনে পুরোহিতের প্রভাব-প্রতিপত্তির পরিপ্রেক্ষিতে প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্রব্যবস্থাকে পুরোহিততান্ত্রিক বলে অভিযুক্ত করেছেন। কিন্তু এই অভিযোগ যথার্থ নয়। শাস্তিযোগ্য অপরাধে অপরাধী ব্রাহ্মণ পুরোহিতের জন্য কৌটিল্য চরম দণ্ডবিধানের ব্যবস্থার কথা বলতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করে নি। সুতরাং কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্রে যে রাষ্ট্রব্যবস্থার রূপরেখা রচনা করেছেন তাকে পুরোহিততান্ত্রিক বলা যায়। কৌটিল্যের রাষ্ট্র ছিল ধর্মনিরপেক্ষ প্রকৃতির।

কৌটিল্যের রাষ্ট্রব্যবস্থার ধর্মনিরপেক্ষ প্রকৃতির পরিচায়ক আরও কিছু তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ করেছেন অধ্যাপক রামশরণ শর্মা। কৌটিল্যের অভিমত অনুযায়ী উচ্চপদস্থ রাজ কর্মচারীরা

কিন্তু রাজা দায়-দায়িত্বহীন ছিলেন না। প্রজাদের কাছে রাজা ছিলেন কর্তব্যবদ্ধ। বর্ণাশ্রম ধর্ম সঠিকভাবে সংরক্ষণ এবং প্রজাসাধারণের কল্যাণসাধন ছিল রাজার মূল উদ্দেশ্য।

রাষ্ট্রের আকার

রাষ্ট্রের আকার সম্পর্কে কৌটিল্যের ধারণা সম্যকভাবে অনুধাবন করা যায় না। তিনি এ বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে কোন কথা বলেন নি। তিনি তাঁর সমকালীন পাটলিপুত্র বা অন্য কোন রাষ্ট্রের আকৃতি নিয়ে কোন আলোচনা করেন নি। তবে অনেকের অভিমত অনুসারে কৌটিল্য বৃহদাকারের রাষ্ট্রের পক্ষপাতী ছিলেন। কারণ তিনি রাজ্য জয় ও সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ সম্পর্কে রাজাকে পরামর্শ প্রদান করেছেন। বৃহদায়তন বিশিষ্ট রাজ্যের রাজস্ব বেশি হবে এবং রাজার কোষাগার সমৃদ্ধ হবে। সম্পদে সমৃদ্ধ রাজা তাঁর সাম্রাজ্য সম্প্রসারণে সক্ষম হবেন। বিরুদ্ধবাদীরা এ কথা স্বীকার করেন না। তাঁদের মতানুসারে কৌটিল্য সুশাসিত, সুশৃঙ্খল ও জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। বৃহদায়তনের রাষ্ট্রে এই সব সুবিধা পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। সুতরাং কৌটিল্য বৃহদাকারের রাষ্ট্রের পক্ষপাতী ছিলেন এমন কথা অনেকে অস্বীকার করেন। কাঙ্গলে (R. P. Kangle) তাঁর *The Kautilya's Arthasastra* শীর্ষক গ্রন্থে এ বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন যে, কৌটিল্য আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক প্রসঙ্গে আলোচনার প্রাক্কালে দশ-বারটি রাষ্ট্র নিয়ে একটি মণ্ডল গঠন করার কথা বলেছেন। এবং এই মণ্ডলের মাধ্যমে আন্তঃরাষ্ট্র সম্পর্ক পরিচালনা নিয়ন্ত্রণের কথা বলেছেন। সুতরাং এই ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কৌটিল্য নিশ্চয়ই বৃহদায়তনের রাষ্ট্রের কথা বলেননি। তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক ছিল মাঝারি আকারের রাষ্ট্রের কথা চিন্তা করেই এ রকম 'মণ্ডল'-এর পরিকল্পনা করা। প্রকৃত প্রস্তাবে প্রজাকল্যাণ, সুশাসন, উন্নত আইন-শৃঙ্খলা, অনুকূল আন্তর্জাতিক সম্পর্ক প্রভৃতির পরিপ্রেক্ষিতে কৌটিল্য রাষ্ট্রের আকারের বিষয়টি নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করেছেন।

রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষ প্রকৃতি (Secular Nature of the State)

কৌটিল্য ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রব্যবস্থার কথা বলেছেন। কৌটিল্যের অভিমত অনুযায়ী রাষ্ট্রের প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রনীতি নির্ধারিত হবে। রাজনীতির মূল কথা হল রাষ্ট্রের প্রয়োজন। রাষ্ট্রনীতিতে পুরোহিতের ধর্মোপদেশ হল গৌণ গুরুত্বযুক্ত। রাজ্যশাসনের কোন কোন বিষয়ে ধর্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যা জানা দরকার হয়ে পড়ে। বিশেষ কোন বিষয়ে ধর্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যা সম্পর্কে রাজাকে অবহিত করার দায়িত্ব পুরোহিতের। কারণ ধর্মশাস্ত্রে পুরোহিতের স্বাভাবিক ব্যুৎপত্তির বিষয়টি সর্বজন বিদিত। এই কারণে ধর্মবিষয়ে রাজার পরামর্শদাতা হলেন পুরোহিত। কিন্তু রাষ্ট্রের প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে রাজা পুরোহিতের পরামর্শ গ্রহণ করতে বা না করতে পারতেন। অর্থাৎ পুরোহিতের পরামর্শ গ্রহণ করার ব্যাপারে রাজার উপর কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না। আধ্যাত্মিক শক্তির অভিব্যক্তি হিসাবে সমাজে পুরোহিতের মর্যাদামণ্ডিত আসন ছিল শীর্ষে। এ বিষয়ে কোন রকম বিরোধ বিতর্ক ছিল না। কিন্তু ইহজগতের শক্তি স্বরূপ রাজার অবস্থান ছিল সবার উপরে। প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্রব্যবস্থায় আধ্যাত্মিক শক্তি ও পার্থিব শক্তি এই দ্বৈত শক্তির অস্তিত্বের তত্ত্বটি প্রাচ্যবিদ্ পশ্চিমী পণ্ডিতরা অনুধাবন করতে পারেন নি। তাই এঁদের অনেকে প্রাচীন ভারতের সমাজজীবনে ও রাষ্ট্রজীবনে পুরোহিতের প্রভাব-প্রতিপত্তির পরিপ্রেক্ষিতে প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্রব্যবস্থাকে পুরোহিততান্ত্রিক বলে অভিযুক্ত করেছেন। কিন্তু এই অভিযোগ যথার্থ নয়। শাস্তিযোগ্য অপরাধে অপরাধী ব্রাহ্মণ পুরোহিতের জন্য কৌটিল্য চরম দণ্ডবিধানের ব্যবস্থার কথা বলতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করে নি। সুতরাং কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্রে যে রাষ্ট্রব্যবস্থার রূপরেখা রচনা করেছেন তাকে পুরোহিততান্ত্রিক বলা যায়। কৌটিল্যের রাষ্ট্র ছিল ধর্মনিরপেক্ষ প্রকৃতির।

পুরোহিততান্ত্রিক না, ধর্মনিরপেক্ষ

কৌটিল্যের রাষ্ট্রব্যবস্থার ধর্মনিরপেক্ষ প্রকৃতির পরিচায়ক আরও কিছু তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ করেছেন অধ্যাপক রামশরণ শর্মা। কৌটিল্যের অভিমত অনুযায়ী উচ্চপদস্থ রাজ কর্মচারীর

ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের পরিবর্তে রাজার প্রতি আনুগত্য থাকবেন। সরকারী দপ্তরসমূহে যে সমস্ত অমাত্যদের নিযুক্ত করা হয়, তাদের নিয়োগ-পূর্ব পরীক্ষা-ব্যবস্থা থেকেই এ বিষয়ে অবহিত হওয়া যায়। যে সকল অমাত্য নিজেদের অবস্থানকে ধর্মীয় আনুগত্যের ঊর্ধ্বে বলে প্রমাণ করতে পারতেন তাঁদেরই দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের বিচারকের পদ নিযুক্ত হওয়ার যোগ্য বলে বিবেচনা করা হত। এ বিষয়ে অর্থশাস্ত্রে বিস্তারিত আলোচনা আছে। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিধিব্যবস্থাকে উপেক্ষা করেও বিচারকদের মত রাজকর্মচারীদের রাজার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করতে হত। সুতরাং স্পষ্টত প্রতিপন্ন হয় যে, যে সমস্ত ব্যক্তি প্রয়োজন অনুসারে ধর্মীয় বিচার-বিবেচনাকে উপেক্ষা করতে সক্ষম এবং বিশ্বাসযোগ্যতার সঙ্গে রাজকীয় নির্দেশ অনুযায়ী ন্যায়বিচার সম্পাদন করতে সক্ষম, কেবল সেই সমস্ত ব্যক্তিকেই রাজা বিচারক পদে নিযুক্ত করতে সক্ষম। এর থেকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সর্বোচ্চ স্থান সম্পর্কে সুনিশ্চিত হওয়া যায়। স্বভাবতই অধ্যাপক শর্মা মন্তব্য করেছেন—"...evidence of the non-religious character of the state is found in Kautilya's emphasis on the unquestioned loyalty of the officials to the head of the state."

রাজকর্মচারীদের রাজানুগত্য

ব্রাহ্মণ্য প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণেরও কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে এ রকম কিছু বিষয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্রে মন্দিরসমূহের তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে একজন আধিকারিকের কথা বলেছেন। এই আধিকারিককে 'দেবতাধ্যক্ষ' নামে অভিহিত করা হত। এই দেবতাধ্যক্ষের দায়িত্ব ছিল রাজধানী সমেত রাজ্যের সমস্ত অঞ্চলের দেবস্থানের দেবতার বিভিন্ন ধরনের সম্পদ-সামগ্রী সংগ্রহ করে এক জায়গায় জড় করা এবং সংগৃহীত যাবতীয় সম্পদ রাজ কোষাগারে জমা দেওয়া। সুতরাং দেবস্থানের সম্পত্তি রাষ্ট্রের কাজে ব্যবহার করার ব্যবস্থা ছিল। তবে দেবস্থানের সম্পদ রাষ্ট্র বলপূর্বক বাজেয়াপ্ত করত, অথবা মাঠ-মন্দিরগুলিকে নিয়মিতভাবে রাজ-কোষাগারে কিছু দিতে হত, সে বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে কিছু জানা যায় না।

দেবস্থানে সম্পত্তির উপর নিয়ন্ত্রণ

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে ধর্মীয় বিষয়াদির সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্ক প্রসঙ্গে যে ধারণার সৃষ্টি হয়, তা বিরোধ-বিতর্কের ঊর্ধ্বে নয়। কৌটিল্য বলেছেন যে অনেক ক্ষেত্রেই ধর্মীয় বিচার-বিবেচনার প্রভাব-রহিত রাষ্ট্রীয় নীতির কথা ভাবা যেত না। কিন্তু ধর্ম ও রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়টি সর্বাংশে একমুখী ছিল না। স্বাভাবতই এ ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট মন্তব্য করা সম্ভব নয় এবং সমীচীনও নয়। বর্ণাশ্রমধর্মের সংরক্ষণই ছিল ব্রাহ্মণ্য জীবনধারার মূল উদ্দেশ্য। এবং এ ক্ষেত্রে কৌটিল্যের রাষ্ট্র তার সহায়-সমর্থন নিয়ে ব্রাহ্মণ্য জীবনধারার পাশে ছিল। কিন্তু রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের বিকাশ ও বিস্তারের পথে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের প্রতিবন্ধকতাকে কৌটিল্য স্বীকার বা সমর্থন করেন নি। মহাভারতের শান্তিপর্বে এ ধরনের বক্তব্য যেমন আছে, তেমনি ভিন্নতর বক্তব্যও আছে। অধ্যাপক রাম শরণ শর্মা বলেছেন : "The Kautilyan state does care for gods and temples and mostly confirms the privileges claimed by the priestly class." কৌটিল্যের অভিমত অনুসারে শুধু লেনদেনের ভিত্তিতে রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয় নি। রাষ্ট্রের সৃষ্টির পিছনে ঈশ্বরের অবদান অনস্বীকার্য। কৌটিল্যের বক্তব্য সূত্রে এমন ধারণাও জন্মায় যে, ঈশ্বরের নির্দেশক্রমে রাজা রাজ্যশাসন করেন। অর্থাৎ রাজাকে অমান্য করা যায় না। রাজাকে অমান্য করলে ঈশ্বর প্রদত্ত শাস্তি পেতে হবে। কাঙ্গলে (R. P. Kangle) তাঁর *The Kautilya Arthasastra* শীর্ষক গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন : "Kings occupy the position of Indra and Yama on earth, their favours and displeasures are manifest to all Divine punishment also falls on those who treat kings with disrespect."

ধর্মীয় সংযোগ অনস্বীকার্য

প্রাচ্যবিদ্ বিশেষজ্ঞদের অনেকের অভিমত অনুসারে কৌটিল্যীয় রাষ্ট্রকে সঠিক ও সম্পূর্ণ অর্থে ধর্মনিরপেক্ষ বলা যায় না। বরং কৌটিল্যের রাষ্ট্র হল আপেক্ষিক বিচারে অধিক সহনশীল। এই শ্রেণীর চিন্তাবিদ্দের মতানুসারে সঠিক অর্থে ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে বোঝায় রাষ্ট্রের সুসংগঠিত নীতির ক্ষেত্রে ধর্মীয় প্রভাব-প্রতিপত্তির অনুপস্থিতি। কৌটিল্যের রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রীয় নীতির ক্ষেত্রে এ রকম দাবি করা যায় না। তবে এ কথা অস্বীকার করা যাবে না যে রাষ্ট্রীয় স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্রে অনেক ক্ষেত্রেই ধর্মীয় প্রভাবকে পরিকল্পিতভাবে অতিক্রম করেছেন। ঈশ্বরবিদ্যা এবং ধর্মীয় প্রভাব থেকে প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্রচিন্তাকে মুক্ত করে কৌটিল্য সর্বপ্রথম রাষ্ট্রনীতিক বিজ্ঞানের আলোচনাকে বাস্তবানুগ, যুক্তিগ্রাহ্য ও সুবিন্যস্ত করতে আন্তরিকভাবে উদ্যোগী হয়েছেন। কিন্তু সমকালীন ভারতীয় সমাজ ছিল ধর্মীয় জটাজালে আচ্ছন্ন। এই অবস্থায় পরিস্থিতি-পরিমণ্ডলের প্রতিকূলতার পরিপ্রেক্ষিতে কৌটিল্য রাষ্ট্রকে ধর্মের দাসত্ব বন্ধন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করতে পারেন নি। তবে প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্রকে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রকৃতি প্রদানের ক্ষেত্রে কৌটিল্যের অবদান অনস্বীকার্য করতে গিয়ে অধ্যাপক রামশরণ শর্মা মন্তব্য করেছেন : "In Indian tradition the special importance of Kautilya lies in the fact that in many ways his text overrides religious considerations to serve the cause of the state. In this sense he made the first serious attempt to reconstruct the science of poiety and emancipate it from the influence of religion and theology."

উপসংহার

রাষ্ট্রের জনকল্যাণমূলক প্রকৃতি (Welfare Nature of the State)

কৌটিল্য জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থার কথা বলেছেন। জনকল্যাণব্রতী রাষ্ট্রের ধারণার সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রাচীন ভারতের এই রাষ্ট্রদার্শনিকের মৌলিক অবদান অনস্বীকার্য। যদিও আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায় জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রতত্ত্বের উদ্ভাবক হিসাবে যাবতীয় কৃতিত্ব আধুনিক পশ্চিমী পণ্ডিতদেরই দেওয়া হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার যে মনুসংহিতায় কঠিন-কঠোর শাসনব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রজাকল্যাণ ও নিরাপত্তাকে নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি প্রদানের কথা বলা হয়েছে। কৌটিল্য রাষ্ট্রের প্রজাকল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তামূলক কাজকর্মের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। অর্থাৎ প্রাচীন ভারতের এই বিচক্ষণ-বিখ্যাত রাষ্ট্রদার্শনিক যে রাষ্ট্রব্যবস্থার কথা বলেছেন, তা কোন পুলিশী-রাষ্ট্র নয়। কারণ নেতিবাচক পুলিশী কাজকর্মের সঙ্গে সঙ্গে কৌটিল্য রাষ্ট্রের সদর্থক সমাজসেবামূলক কাজকর্মের উপর বিশেষ-জোর দিয়েছেন। কৌটিল্যীয় রাষ্ট্রদর্শনের ব্যাখ্যাকারদের অনেকে একে 'যোগক্ষেম' নামে আখ্যায়িত করেছেন। এ প্রসঙ্গে কাঙ্গলে (R. P. Kangle) তাঁর *The Kautilya Arthasastra* শীর্ষক গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন : "It can justly be maintained that the Arthasastra state is no police state nor a merely tax gathering state." 'যোগক্ষেম' ধারণা অনুসারে বলা হয় যে, রাষ্ট্রের মৌলিক কাজ হল প্রজাসাধারণের কল্যাণ সাধন।

কল্যাণ রাষ্ট্র

কৌটিল্যীয় জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র দ্বিবিধ বৈশিষ্ট্যযুক্ত। বস্তুত কৌটিল্য কল্যাণকর রাষ্ট্রের দ্বিবিধ দায়-দায়িত্বের কথা বলেছেন। এই কল্যাণকর রাষ্ট্রের দ্বিবিধ দায়িত্ব হল : (১) সামাজিক নিরাপত্তামূলক কাজকর্ম সম্পাদন এবং (২) জনসেবামূলক কাজকর্ম সম্পাদন।

কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্রে রাষ্ট্রের সামাজিক নিরাপত্তামূলক কাজকর্ম সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। তাঁর অভিমত অনুসারে রাজ্যে অনাবৃষ্টি-অতিবৃষ্টি জনিত অভাব-অনটন বা দুর্ভিক্ষের মত দুর্দিনে প্রজাবর্গের ত্রাণমূলক কাজকর্মের জন্য এবং কৃষিজীবীদের কৃষিবীজ সরবরাহের জন্য রাষ্ট্র তাঁর শস্যভাণ্ডার খুলে দেবে। মহামারী মোকাবিলার ও প্রতিরোধের ব্যবস্থা রাষ্ট্রকে করতে হবে। রাষ্ট্র সহায়সম্বলহীন ব্যক্তিবর্গের এবং অনাথ-আতুর শিশুদের যাবতীয় দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করবে।

সামাজিক নিরাপত্তামূলক কার্যাবলী

অসমর্থ ও বয়স্ক ব্যক্তিদের এবং বিধবা ও স্বামীপরিত্যক্তা নারীদের রক্ষণাবেক্ষণ ও ভরণপোষণের দায়িত্ব রাষ্ট্রকে গ্রহণ করতে হবে। দুর্বল ও দুর্দশাগ্রস্তদের কর্মসংস্থানের ব্যাপারে রাষ্ট্র উদ্যোগী হবে। সামাজিক নিরাপত্তামূলক দায়-দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র বিত্তবানদের কাছ থেকে অধিক হারে রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা করবে।

কৌটিল্য রাষ্ট্রের সদর্থক সমাজসেবামূলক কাজকর্ম সম্পর্কেও অর্থশাস্ত্রে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। বলা হয়েছে যে সর্বসাধারণের স্বার্থে উন্নয়নমূলক বিভিন্ন প্রকল্পকে রাষ্ট্র উৎসাহিত করবে এবং এই সমস্ত ক্ষেত্রে সরকারী রাজস্ব রেহাই দেওয়ার ব্যবস্থা করবে। গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীরা সমাজ উন্নয়নে যদি কোন গঠনমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করে, তা হলে রাষ্ট্র কাঠ-পাথর প্রভৃতি দ্রব্যসামগ্রী সরবরাহের ক্ষেত্রে শুল্ক ছাড়ের ব্যবস্থা করবে। কৃষক ও কৃষির উন্নয়নের স্বার্থে রাষ্ট্র সেচের সুব্যবস্থা করবে। অসাধু ব্যবসায়ীদের হাত থেকে প্রজাসাধারণকে রক্ষা করার জন্য বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, রাজা অতিলোভী ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করবেন, তাদের উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করবেন। ক্রেতাসাধারণের স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রীর বাজার দর বাঞ্ছিত স্তরে বেঁধে রাখার চেষ্টা করতে হবে। জিনিষপত্র গুদামে মজুত করে কৃত্রিম আকাল সৃষ্টি করে অসাধু ব্যবসায়ীরা যাতে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করতে না পারে সে বিষয়ে রাষ্ট্রকে নজর দিতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে বণিকদের স্বার্থ রক্ষা করাও রাজার কর্তব্য। ব্যবসা-বাণিজ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের উদ্দেশ্যে রাজা রাস্তাঘাট নির্মাণ করবেন। তা ছাড়া প্রয়োজনমত পান্থশালা নির্মাণের ব্যবস্থাও করতে হবে। জনকল্যাণ সাধনের স্বার্থে রাজাকে প্রজাসাধারণের নৈতিক কল্যাণের দিকটিও দেখতে হবে। সমাজের নৈতিক মান বজায় রাখার জন্য জুয়াখেলা, মাদকদ্রব্যের ব্যবহার প্রভৃতি অনৈতিক কাজকর্মের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রকে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। আবার প্রজাসাধারণের সুশিক্ষার স্বার্থে রাষ্ট্রকে প্রয়োজনীয় যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও পরিচালনার ক্ষেত্রে রাষ্ট্র আর্থিক সাহায্য সহযোগিতার ব্যবস্থা করবে।

জনকল্যাণমূলক কার্যাবলী

জৈব মতবাদ (Organic Theory)

জৈব মতবাদ হল রাষ্ট্রের প্রকৃতি প্রসঙ্গে একটি পশ্চিমী মতবাদ। এই মতবাদের প্রধান প্রবক্তা হিসাবে উনবিংশ শতাব্দীর হার্বার্ট স্পেনসারের নাম সুবিদিত। প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসে রাষ্ট্রের স্পষ্ট সংজ্ঞা ও প্রকৃতি সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা প্রথম পাওয়া যায় কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে। এ বিষয়ে কৌটিল্যের মতবাদ 'সপ্তাঙ্গ মতবাদ' হিসাবে পরিচিত। জীবদেহের সঙ্গে তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের জৈব সম্পর্ক বর্তমান। রাষ্ট্রের সঙ্গেও তাঁর সাতটি অঙ্গের সম্পর্ক অনুরূপ প্রকৃতির। প্রাচীন ভারতের শাস্ত্রকারদের অধিকাংশের অভিমত অনুযায়ী রাষ্ট্রের উপাদানগুলি হল অঙ্গ এবং এই অঙ্গসমূহের মধ্যে দৈব সম্পর্ক বর্তমান। মনুসংহিতা, মহাভারতের শান্তিপর্ব, কামন্দকীয় নীতিসার প্রভৃতি শাস্ত্র-গ্রন্থে এ বিষয়ে সমর্থনসূচক আলোচনা পাওয়া যায়।

এই দিক থেকে বিচার-বিবেচনা করে প্রাচ্যবিদ্‌দের অধিকাংশ কৌটিল্যের সপ্তাঙ্গ তত্ত্বকে জৈব মতবাদ হিসাবে প্রতিপন্ন করার পক্ষপাতী। বিনয়কুমার সরকার তাঁর *The Political Institution and Theories of Hindus* শীর্ষক গ্রন্থে এবং ডি. আর ভাণ্ডারকার তাঁর *Some Aspects of Ancient Hindu Polity* শীর্ষক গ্রন্থে সমর্থন সূচক আলোচনা করেছেন। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে রাষ্ট্রকে একটি জীবদেহ হিসাবে প্রতিপন্ন করা হয়েছে। এই জীবদেহের সাতটি অঙ্গ হিসাবে রাজা সমেত সাতটি উপাদানের কথা বলা হয়েছে। জীবদেহের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নিজস্ব স্বতন্ত্র কাজ আছে। এবং এই কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে জীবদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমূহ পারস্পরিকভাবে নির্ভরশীল। এ কথা রাষ্ট্রের সাতটি উপাদান সম্পর্কেও প্রযোজ্য।

অসমর্থ ও বয়স্ক ব্যক্তিদের এবং বিধবা ও স্বামীপরিত্যক্তা নারীদের রক্ষণাবেক্ষণ ও ভরণপোষণের দায়িত্ব রাষ্ট্রকে গ্রহণ করতে হবে। দুর্বল ও দুর্দশাগ্রস্তদের কর্মসংস্থানের ব্যাপারে রাষ্ট্র উদ্যোগী হবে। সামাজিক নিরাপত্তামূলক দায়-দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র বিত্তবানদের কাছ থেকে অধিক হারে রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা করবে।

কৌটিল্য রাষ্ট্রের সদর্থক সমাজসেবামূলক কাজকর্ম সম্পর্কেও অর্থশাস্ত্রে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। বলা হয়েছে যে সর্বসাধারণের স্বার্থে উন্নয়নমূলক বিভিন্ন প্রকল্পকে রাষ্ট্র উৎসাহিত করবে এবং এই সমস্ত ক্ষেত্রে সরকারী রাজস্ব রেহাই দেওয়ার ব্যবস্থা করবে। গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীরা সমাজ উন্নয়নে যদি কোন গঠনমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করে, তা হলে রাষ্ট্র কাঠ-পাথর প্রভৃতি দ্রব্যসামগ্রী সরবরাহের ক্ষেত্রে শুল্ক ছাড়ের ব্যবস্থা করবে। কৃষক ও কৃষির উন্নয়নের স্বার্থে রাষ্ট্র সেচের সুব্যবস্থা করবে। অসাধু ব্যবসায়ীদের হাত থেকে প্রজাসাধারণকে রক্ষা করার জন্য বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, রাজা অতিলোভী ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করবেন, তাদের উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করবেন। ক্রেতাসাধারণের স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রীর বাজার দর বাঞ্ছিত স্তরে বেঁধে রাখার চেষ্টা করতে হবে। জিনিষপত্র গুদামে মজুত করে কৃত্রিম আকাল সৃষ্টি করে অসাধু ব্যবসায়ীরা যাতে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করতে না পারে সে বিষয়ে রাষ্ট্রকে নজর দিতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে বণিকদের স্বার্থ রক্ষা করাও রাজার কর্তব্য। ব্যবসা-বাণিজ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের উদ্দেশ্যে রাজা রাস্তাঘাট নির্মাণ করবেন। তা ছাড়া প্রয়োজনমত পান্থশালা নির্মাণের ব্যবস্থাও করতে হবে। জনকল্যাণ সাধনের স্বার্থে রাজাকে প্রজাসাধারণের নৈতিক কল্যাণের দিকটিও দেখতে হবে। সমাজের নৈতিক মান বজায় রাখার জন্য জুয়াখেলা, মাদকদ্রব্যের ব্যবহার প্রভৃতি অনৈতিক কাজকর্মের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রকে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। আবার প্রজাসাধারণের সুশিক্ষার স্বার্থে রাষ্ট্রকে প্রয়োজনীয় যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও পরিচালনার ক্ষেত্রে রাষ্ট্র আর্থিক সাহায্য সহযোগিতার ব্যবস্থা করবে।

জনকল্যাণমূলক কার্যাবলী

জৈব মতবাদ (Organic Theory)

জৈব মতবাদ হল রাষ্ট্রের প্রকৃতি প্রসঙ্গে একটি পশ্চিমী মতবাদ। এই মতবাদের প্রধান প্রবক্তা হিসাবে উনবিংশ শতাব্দীর হার্বার্ট স্পেনসারের নাম সুবিদিত। প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসে রাষ্ট্রের স্পষ্ট সংজ্ঞা ও প্রকৃতি সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা প্রথম পাওয়া যায় কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে। এ বিষয়ে কৌটিল্যের মতবাদ 'সপ্তাঙ্গ মতবাদ' হিসাবে পরিচিত। জীবদেহের সঙ্গে তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের জৈব সম্পর্ক বর্তমান। রাষ্ট্রের সঙ্গেও তাঁর সাতটি অঙ্গের সম্পর্ক অনুরূপ প্রকৃতির। প্রাচীন ভারতের শাস্ত্রকারদের অধিকাংশের অভিমত অনুযায়ী রাষ্ট্রের উপাদানগুলি হল অঙ্গ এবং এই অঙ্গসমূহের মধ্যে দৈব সম্পর্ক বর্তমান। মনুসংহিতা, মহাভারতের শান্তিপর্ব, কামন্দকীয় নীতিসার প্রভৃতি শাস্ত্র-গ্রন্থে এ বিষয়ে সমর্থনসূচক আলোচনা পাওয়া যায়।

এই দিক থেকে বিচার-বিবেচনা করে প্রাচ্যবিদ্‌দের অধিকাংশ কৌটিল্যের সপ্তাঙ্গ তত্ত্বকে জৈব মতবাদ হিসাবে প্রতিপন্ন করার পক্ষপাতী। বিনয়কুমার সরকার তাঁর *The Political Institution and Theories of Hindus* শীর্ষক গ্রন্থে এবং ডি. আর ভাণ্ডারকার তাঁর *Some Aspects of Ancient Hindu Polity* শীর্ষক গ্রন্থে সমর্থন সূচক আলোচনা করেছেন। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে রাষ্ট্রকে একটি জীবদেহ হিসাবে প্রতিপন্ন করা হয়েছে। এই জীবদেহের সাতটি অঙ্গ হিসাবে রাজা সমেত সাতটি উপাদানের কথা বলা হয়েছে। জীবদেহের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নিজস্ব স্বতন্ত্র কাজ আছে। এবং এই কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে জীবদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমূহ পারস্পরিকভাবে নির্ভরশীল। এ কথা রাষ্ট্রের সাতটি উপাদান সম্পর্কেও প্রযোজ্য।

৩.৪. রাজা সম্পর্কে কৌটিল্যের ধারণা

(Kautilya's Concept of King)

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে প্রধানত রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল। তবে সীমিতভাবে হলেও কোথাও কোথাও প্রজাতন্ত্রের প্রচলন পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু এগুলিকে আধুনিক অর্থে এবং প্রকৃতপক্ষে প্রজাতন্ত্র বলা যায় কিনা সে বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে। যাইহোক্ প্রাচীন ভারতে প্রধানত রাষ্ট্রতন্ত্রের উপর রাষ্ট্রশাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ছিল। স্বভাবতই কৌটিল্য সমকালীন রাজতন্ত্র সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। কৌটিল্যের আমলে রাষ্ট্রব্যবস্থায় রাজার স্থান ছিল অতি উচ্চে। পার্থিব বিষয়ে যাবতীয় বৈধ ক্ষমতার অনন্য আধার ছিলেন রাজা। তিনিই ছিলেন শাসনব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের ব্যাখ্যা অনুযায়ী রাজা ছিলেন বহু, বিভিন্ন ও ব্যাপক ক্ষমতার এবং মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানের অধিকারী। রাজার কর্তৃত্বকে উপেক্ষা বা অস্বীকার করার ক্ষমতা কারও ছিল না। প্রকৃত প্রস্তাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে রাজা ছিলেন অপ্রতিরোধ্য। অর্থশাস্ত্রে রাজার এ রকম সুবিপুল ক্ষমতা এবং সুউচ্চ মর্যাদার বর্ণনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রাচ্যবিদ্ পশ্চিমী পণ্ডিতদের অনেকে মনে করেন যে প্রাচীন ভারতীয় রাজা ছিলেন অপরিসীম ও অবাধ ক্ষমতার অধিকারী এবং স্বভাবতই রাজতন্ত্র ছিল স্বৈরতান্ত্রিক ও পীড়নমূলক। কিন্তু এ ধারণা সঠিক নয়। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে রাজার অবাধ ও শর্তহীন ক্ষমতাকে স্বীকার করা হয় নি। রাজক্ষমতার উপর বিভিন্ন ধরনের অনুশাসন ও নিয়ন্ত্রণের কথা বলা হয়েছে। রাজার ক্ষমতা ছিল বিপুল ও ব্যাপক, কিন্তু সেই ক্ষমতা ছিল বিভিন্নভাবে সীমাবদ্ধ। অধ্যাপক সালেটোর (B. A. Saletore) তাঁর *Ancient Indian Political Thought and Institutions* শীর্ষক গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন : "There is nothing in Arthasastra to suggest that Kautilya ever considered the king as a god on earth. On the other hand, all the regulations which he has mentioned in connection with the education, duties, work etc. of the king point to a member of the Hindu society, who was only one amongst the many that could hope to become a king." অর্থশাস্ত্রে কৌটিল্যের অভিমত অনুসারে সমকালীন ভারতের রাষ্ট্রশাসনে আইনের অনুশাসন ছিল। রাজা অমিত ক্ষমতার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও স্বৈরাচারী বা প্রজাপীড়ক ছিলেন না। এ বিষয়ে অধ্যাপক গাঙ্গুলি (Dr. D. K. Ganguly) তাঁর *Aspects of Indian Administration* শীর্ষক গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন : "Under the Kautilya's system the king could seldom turn out to be an unbridled autocrat." কৌটিল্যের মতানুসারে রাজার স্বৈরাচারী হওয়ার সুযোগ ছিল সীমাবদ্ধ।

বিপুল ক্ষমতার অধিকারী রাজা স্বৈরাচারী ছিলেন না

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে রাজতন্ত্রের প্রকারভেদের পরিচয়ও পাওয়া যায়। অর্থশাস্ত্রে 'দ্বৈরাজ্য' এবং 'বৈরাজ্য' সম্পর্কে আলোচনা আছে। অর্থশাস্ত্রের অষ্টম অধ্যায়ে 'দ্বৈরাজ্য' ধরনের রাজতন্ত্রের কথা বলা হয়েছে। দ্বৈরাজ্য বলতে একই রাজ্যে দু'জনের শাসনকে বোঝায়। কোন রাজ্যকে দু'জন রাজার মধ্যে ভাগ করে দেওয়াকে দ্বৈরাজ্য বলে না। দ্বৈরাজ্য ব্যবস্থায় একই রাজ্যে দু'জন রাজ্যশাসন, স্বরাষ্ট্র, প্রতিরক্ষা ও প্রজাকল্যাণ সম্পর্কিত বিষয়াদি ভাগাভাগি করে দেখতেন। মন্ত্রী বা অমাত্যরা সংশ্লিষ্ট দু'জন রাজারই অধীনে দায়-দায়িত্ব সম্পাদন করতেন। এই দুই রাজা দুভাই হতে পারতেন, আবার পিতা-পুত্রও হতে পারতেন। সংশ্লিষ্ট দু'জন রাজার মধ্যে সদ্ভাব-সম্প্রীতির নিশ্চয়তা ছিল না। এই কারণে কৌটিল্য দ্বৈতরাজশাসনকে সমর্থন করেন নি। দ্বৈতরাজ শাসিত রাজ্যের উদারহরণ হিসাবে আলেক্জাণ্ডারের ভারত অভিযানের সময়কার সিন্ধুপ্রদেশের পাটল রাজ্যের কথা বলা হয়।

দ্বৈরাজ্য

কোন রাজ্যের শাসনক্ষমতা কোন বিদেশী বা অন্য রাজ্যের রাজা ছলে-বলে-কৌশলে অধিকার করে নিলে তাকে 'বৈরাজ্য' বলে। অনেক সময় বিদেশী কোন শক্তি বা অন্য কোন রাজ্যের রাজা আলোচ্য রাজ্যের বৈধ রাজাকে ক্ষমতাচ্যুত ও বিতাড়িত করে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের শাসনক্ষমতা করায়ত্ত করেন। তখনই বৈরাজ্যের সৃষ্টি হয়। বৈরাজ্যের রাজা প্রকৃত শাসক হলেও তাকে বৈধ রাজা হিসাবে স্বীকার করা হয় না। এই কারণে বৈরাজ্যকে নৃপতিহীন শাসন হিসাবে বিবেচনা করা যায়। অধ্যাপক রাম শরণ শর্মা (R. S. Sharma) তাঁর *Aspects of Political Ideas and Institution in Ancient India* শীর্ষক গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন : "According to Kautilya in certain lands called vairajya there was no kingly office, and the people there of had no sense of thine and mine."

বৈরাজ্য

অর্থশাস্ত্রে কৌটিল্য রাজতন্ত্রকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করেছেন। কৌটিল্য বংশানুক্রমিক এবং উচ্চবংশজাত রাজতন্ত্রের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর মতানুসারে ক্ষমতাশীল উচ্চরাজবংশজাত রাজা শারীরিকভাবে যথেষ্ট সক্ষম না হলেও অধিষ্ঠিত রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যের অনুগামী হন। এবং এই কারণে অতি সহজেই প্রজাসাধারণের স্বাভাবিক আনুগত্য ও শ্রদ্ধা-ভক্তি অর্জন করেন। এই কারণে কৌটিল্য উচ্চবংশজাত বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের দৃঢ় সমর্থক ছিলেন। কৌটিল্য শক্তিশালী রাজতন্ত্রের পক্ষপাতী ছিলেন। সমকালীন ভারতের বৈচিত্র্য, বৈসাদৃশ্য এবং বারে বারে বৈদেশিক আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে রাজনীতিক ক্ষেত্রে সমন্বয়, সংহতি ও সংস্থিতি ছিল একান্তভাবে অপরিহার্য। এবং তারজন্য দরকার হয়ে পড়েছিল শক্তিশালী রাজনীতিক নেতৃত্বের। কৌটিল্যের মতানুসারে সমগ্র রাষ্ট্রব্যবস্থার শীর্ষদেশে রাজা অধিষ্ঠিত। রাজাই হলেন সমস্ত কর্তৃত্বের একমাত্র উৎস এবং সমগ্র শাসনব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু।

বংশানুক্রমিক শক্তিশালী রাজতন্ত্র

রাজার অপরিহার্য গুণাবলী

কৌটিল্যের মতানুসারে রাজপদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাজপদের গুরুদায়িত্বসমূহ যথাযথভাবে সম্পাদিত হওয়া দরকার। এবং তা সুনিশ্চিত করার জন্য রাজা অবশ্যই কতকগুলি অপরিহার্য গুণের অধিকারী হবেন। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে।

(ক) অর্থশাস্ত্রের আলোচনা অনুযায়ী রাজা অবশ্যই চতুর্বিধ গুণের অধিকারী হবেন। এই চতুর্বিধ গুণ হল : (১) উত্থান গুণ, (২) অভিগামিক গুণ, (৩) ব্যক্তিগত গুণ এবং (৪) প্রজ্ঞা গুণ।

কৌটিল্যের অভিমত অনুযায়ী রাজাকে উত্থান গুণের অধিকারী হতে হবে। সব সময় সব জায়গায় কাজে নিযুক্ত থাকার গুণকে বলা হয় উত্থান গুণ। অর্থাৎ রাজার মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা থাকতে হবে। সর্ব কার্য সম্পাদনের সক্ষমতা, সত্বর কার্য সম্পাদনের তৎপরতা, শৌর্য প্রভৃতি গুণরাজির মাধ্যমে উৎসাহ গুণের অভিব্যক্তি ঘটে। রাজার মধ্যে এই সমস্ত গুণাবলী থাকা দরকার। তা হলে রাজকর্মচারীদের মধ্যেও এই সমস্ত গুণাবলী সঞ্চারিত হবে। রাজকর্মচারীরাও উত্থান গুণসমূহ অর্জন করতে উৎসাহিত হবেন। বিপরীতক্রমে রাজা উদ্যমহীনতা দোষে দুষ্ট হলে রাজ্যের মধ্যে সমূহ অনর্থ সূচীত হবে। রাজার মধ্যে অনুত্থান দোষ দেখা দিলে কর্তব্যকর্মে অবহেলা আটকান যাবে না। রাজকর্মচারীরাও নির্লিপ্ততার শিকার হবেন। রাজ্য ও রাজ্যবাসীর স্বার্থ বিপন্ন হয়ে পড়বে।

উত্থান গুণ

অভিগামিক গুণ বলতে ন্যায়পরায়ণতা, ধর্মপরায়ণতা, শত্রু দমনে দক্ষতা, বুদ্ধি-বিবেচনার দৃঢ়তা, বিনয়াবনতা প্রভৃতিকে বোঝায়। উচ্চবংশদ্ভূত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে এই সমস্ত গুণাবলীর অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। রাজার মধ্যে এই সমস্ত গুণাবলী থাকা দরকার। তাহলে প্রজাসাধারণ স্বভাবতই রাজার প্রতি আনুগত্য স্বীকার করবে

অভিগামিক গুণ

এবং রাজার প্রতি আকৃষ্ট হবে। এই সমস্ত গুণাবলীর অধিকারী হতে পারলে রাজা সহজেই অপরকে বশীভূত করার যোগ্যতা লাভ করবেন।

রাজার ব্যক্তিগত গুণাবলী জনপ্রিয়তা অর্জনের ক্ষেত্রে রাজাকে বিশেষভাবে সাহায্য করে। ব্যক্তিগত গুণাবলী ক্ষমতাসীন রাজার অমূল্য সম্পদ হিসাবে বিবেচিত হয়। এই সমস্ত গুণাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বিপদে-আপদে সংযম ও স্থিরতা, জীতেন্দ্রিয়তা, পরিহাসপ্রিয়তা, বাক্‌পটুতা, প্রসন্ন বদনে মনোভাব গোপন করার ক্ষমতা, প্রখর ধীশক্তি প্রভৃতি।

ব্যক্তিগত গুণ

রাজার মধ্যে প্রজ্ঞাগুণের প্রয়োজনীয়তাও অনস্বীকার্য। সঠিকভাবে রাজকার্য সম্পাদনে প্রজ্ঞাগুণ রাজাকে সাহায্য করে। এই সমস্ত গুণাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল : নির্ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার ক্ষমতা, প্রখর স্মৃতিশক্তি, অনায়াসে যে কোন সমস্যা সঠিকভাবে বিচার-বিশ্লেষণের ক্ষমতা প্রভৃতি।

প্রজ্ঞা গুণ

(খ) কৌটিল্যের অভিমত অনুসারে একজন আদর্শ রাজা রাজর্ষি হিসাবে প্রতিপন্ন হবেন। আদর্শ রাজা ইন্দ্রিয় সংযমী হবেন। ষড় রিপু তাঁর বশীভূত হবে। ষড় রিপু হল : কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য। আবার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু বলতে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুকে বোঝায়। এই ভাবে ইন্দ্রিয় সংযম করায়ত্ত হলে রাজা অমিত শক্তির অধিকারী হবেন। রাজাকে কর্মতৎপর হতে হবে। এবং এই কারণে ইন্দ্রিয়সমূহকে সংযত রাখতে হবে। রাজা মিথ্যাবচন ও উদ্ধত আচরণ পরিহার করবেন। তিনি নিদ্রা ও চাঞ্চল্যকে জয় করবেন। অবিনীত পোষাক তিনি পরিধান করবেন না। পরস্ত্রী ও পরদ্রব্যের আকর্ষণকে তিনি জয় করবেন।

রাজর্ষির গুণাবলী

(গ) কৌটিল্য রাজা ও রাজপুত্রদের সম্যক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও প্রণালী প্রসঙ্গে অর্থশাস্ত্রে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। রাজপদের গুরুদায়িত্ব সঠিকভাবে সম্পাদনের জন্য রাজার যথাযথ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। অর্থশাস্ত্রের প্রথম অধ্যায়েই কৌটিল্য রাজপুত্রের উপযুক্ত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। কৌটিল্যের মতানুসারে রাজপদের উপযুক্ত শিক্ষায় রাজপুত্রদের শিক্ষিত করে তোলা দরকার। অন্যথায় রাজা প্রতিকূল পরিস্থিতিতে পর্যুদস্ত হয়ে পড়বেন। অপরদিকে উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত রাজা আত্মনিয়ন্ত্রণকারী হয়ে উঠবেন। এবং এ রকম রাজা শক্তিশালী ও প্রজানুরঞ্জক হবেন; কখনই প্রজাপীড়ক হবেন না। রাজা ও রাজপুত্রদের প্রতিটি দিন, ঘণ্টা ও মুহূর্ত নির্দিষ্টভাবে নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে পাওয়া যায়। রাজপুত্রদের যথাযথ শিক্ষার ব্যাপারে কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্রে বলেছেন যে, শৈশবে রাজপুত্রদের গুরুগৃহে যেতে হবে। সেখানে তারা ব্রহ্মচর্য পালন করবে ও কঠোর জীবনযাত্রা নির্বাহ করবে। গুরুগৃহে গুরুর তত্ত্বাবধানে তারা শাস্ত্র অধ্যয়ন করবে এবং শাস্ত্রবিদ্যা আয়ত্ত করবে। গুরুগৃহের শিক্ষা শেষে রাজপুত্ররা প্রাসাদে প্রত্যাবর্তন করবে। অতঃপর তাদের সুনিয়ন্ত্রিত গার্হস্থ্য জীবন শুরু হবে। গার্হস্থ্য জীবন যাপনের প্রাক্কালেও আদর্শ রাজার গুণাবলী অর্জনের ব্যাপারে আন্তরিক হতে হবে। আদর্শ রাজাকে রাজর্ষি হতে হবে। তিনি বিদ্বান ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে সতত মিলিত হবেন এবং বিদ্যালোচনায় নিজেকে নিয়মিত নিযুক্ত রাখবেন। এইভাবে রাজার জ্ঞান ও প্রজ্ঞা বিকশিত হবে।

উপযুক্ত শিক্ষা

রাজার কার্যাবলী

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে রাজার কার্যাবলী সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আছে। মনুস্মৃতিতে রাজার অষ্টবিধ কার্যাবলীর কথা বলা হয়েছে। অর্থশাস্ত্রেও এই সমস্ত কার্যাবলীর উল্লেখ আছে। বরং কৌটিল্য রাজার কার্যাবলী অধিকতর বিস্তারিতভাবে অর্থশাস্ত্রে আলোচনা করেছেন। অর্থশাস্ত্রের আলোচনা অনুসরণ করে রাজার কার্যাবলীকে নিম্নলিখিতভাবে বিন্যস্ত করা যায়।

(১) **শাসন বিষয়ক কার্যাবলী :** কৌটিল্যের আমলে রাজার শাসন বিষয়ক কার্যাবলীর মধ্যে নিরাপত্তামূলক কার্যাবলী ছিল বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। প্রজাসাধারণের সুশাসন এবং সর্বসাধারণের সামগ্রিক কল্যাণ সাধনের দায়িত্ব রাজার উপর ন্যস্ত ছিল। অনাথ-আতুর, বৃদ্ধ-অসমর্থ ও অসহায় ব্যক্তিবর্গের ভরণপোষণ ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্ব রাজাকে পালন করতে হত। অসহায় সন্তানসম্ভবা নারী, প্রসূতী ও সহায়সম্বলহীন নবজাতকের রক্ষণাবেক্ষণের দায়-দায়িত্ব রাজাকে গ্রহণ করতে হত। জাতীয় দৈবদুর্বিপাকের প্রাক্কালে রাজাকে প্রয়োজনীয় সহায়-সম্বল সমেত রাজ্যবাসীর পাশে দাঁড়াতে হত। আট রকম জাতীয় দুর্দশার মোকাবিলা করে রাজ্যের নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্ব রাজাকে দেওয়া হয়েছে। এই আট রকম জাতীয় দুর্যোগ হল : অগ্নিকাণ্ড, বন্যা, সংক্রামক মহামারী ব্যাধি, খরা, ইঁদুর-বাঘ-সাপ ও শয়তানের উৎপাত। মনুস্মৃতিতে কিন্তু এ সমস্ত বিষয়ে আলোচনা নেই। তা ছাড়া কৌটিল্য রাজার কর্তব্য-কর্মের মধ্যে আর একটি দায়িত্বের কথা বলেছেন। সামাজিক শান্তি বিঘ্নকারী দুষ্কৃতিদের দমন করার দায়িত্ব কৌটিল্য রাজার উপর ন্যস্ত করেছেন। অর্থশাস্ত্রে কৌটিল্য এ রকম তের ধরনের দুষ্কৃতির উল্লেখ করেছেন। অধ্যাপক সালেটোর (B. A. Saletore) তাঁর *Ancient Indian Political Thought and Institutions* শীর্ষক গ্রন্থে এ বিষয়ে বলেছেন : "Kautilya laid stress on a new subject of protection— the need to remove the disturbing elements of peace. This was entrusted to the Collector-General...."

(২) **মন্ত্রী-অমাত্য নিয়োগ সম্পর্কিত কার্যাবলী :** রাজকার্য সম্পাদনে সাহায্য ও পরামর্শ লাভের জন্য রাজাকে মন্ত্রী, অমাত্য ও অন্যান্য পদস্থ কর্মচারীদের নিযুক্ত করতে হয়। রাজা রাজনীতি এবং গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কিন্তু এই সমস্ত ক্ষেত্রে তাঁকে মন্ত্রীদের সঙ্গে শলাপরামর্শ করতে হয়। কৌটিল্যের মতানুসারে রাজা তাঁর মন্ত্রীর সংখ্যা তিন বা চারের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখবেন। মন্ত্রী, অমাত্য ও অন্যান্য পদস্থ রাজকর্মচারীদের নিয়োগের উপায়-পদ্ধতি পর্যালোচনার প্রাক্কালে কৌটিল্য পূর্বসূরী আচার্যদের অভিমতসমূহ বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। এ বিষয়ে তিনি পরাশর, পিশুণ (নারদ), বহুদন্তীপুত্র (ইন্দ্র), ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য, বিশালাক্ষ প্রমুখ পূর্বসূরীদের বক্তব্যকে বিশেষভাবে বিচার-বিবেচনা করেছেন। অতঃপর কৌটিল্য বলেছেন যে, প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে গুণাগুণ বিচার-বিবেচনা করে রাজা মন্ত্রী, অমাত্য ও উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের বাছাই ও নিযুক্ত করবেন। কৌটিল্য এ ক্ষেত্রে উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের প্রয়োজনীয় কতকগুলি গুণাবলীর কথা বলেছেন। এগুলি হল : বাগ্মীতা, স্মৃতিশক্তি, দক্ষতা, আভিজাত্য, শক্তিমত্তা, সদাচার, বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, অর্থশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি, কষ্টসহিষ্ণুতা, ধৈর্যশীলতা, রাজার সঙ্গে অভিন্ন জন্মভূমী, প্রগলভতা, প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রভৃতি। বস্তুত আগের মত কৌটিল্যের আমলেও অমাত্য, মন্ত্রী ও উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের নিয়োগ করা এবং তাদের নিয়ন্ত্রণ করা রাজার একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ছিল। প্রকৃত প্রস্তাবে সরকারী কাজকর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে রাজার প্রাত্যহিক প্রশাসনিক কার্যতালিকা ছিল বিশেষভাবে বিস্তৃত। দৈনন্দিন কাজের চাপে রাজা ছিলেন অতিমাত্রায় ভারাক্রান্ত। এ বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে অধ্যাপক সালেটোর বলেছেন : "In two respects Kautilya definitely had advanced on Manu—that in regard to the conduct of the government servants, and that in regard to the protection of all government departments."

(৩) **জ্ঞানদানমূলক কার্যাবলী :** রাজার জ্ঞানদানমূলক কাজকর্মও গুরুত্বপূর্ণ। উদ্যোগী রাজা তৎপরতার সঙ্গে প্রজাসাধারণের গুণগত যোগ্যতা ও বুদ্ধিবৃত্তি বৃদ্ধির ব্যাপারে আন্তরিকভাবে যত্নবান হবেন। প্রজাসাধারণকে নিয়ে তিনি বিদ্যালোচনায় যোগ দেবেন। এইভাবে প্রজাদের সঙ্গে রাজাও সুশিক্ষিত হবেন। শাসক ও শাসিত উভয়েই দায়িত্বশীলতা ও বিনয়ের শিক্ষা

লাভ করবেন। প্রয়োজন মত রাজা বিভিন্ন সময়ে প্রজাদের আদেশ, নির্দেশ ও উপদেশ প্রদান করবেন। এইভাবে প্রজাবর্গের স্বধর্মে স্থিত রাখার ব্যাপারে রাজা উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করবেন। বাস্তববাদী কৌটিল্য ধর্ম, অর্থ ও কাম—এই তিন বর্গের মধ্যে অর্থের উপরই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর মতানুসারে অর্থের উপর ধর্ম ও কাম নির্ভরশীল। কৌটিল্য বলেছেন যে, রাজা অর্থ ব্যয় করে গুরত্বপূর্ণ কাজকর্ম সম্পাদন করবেন, প্রজাসাধারণের উপকার করবেন ও রাজধর্ম রক্ষা করবেন। রাজধানী শহরে রাজা চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করবেন। এবং এইভাবে রাজা তাঁর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করবেন। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক সালেটোর মন্তব্য করেছেন : "Patronage of learned men, of those who were experts in Yoga, and even of those who were experts in witchcraft, and providing them with rentfree villages, continued to be the policy of the king in the days of Kautilya."

(৪) **প্রজাপালনমূলক কার্যাবলী :** অর্থশাস্ত্রে কৌটিল্য প্রজাপালনকারী রাজার কথা বলেছেন। বর্ণাশ্রম ধর্ম রক্ষা করা রাজার কর্তব্য। কৌটিল্যের অভিমত অনুসারে দেবরাজ ইন্দ্রের মত রাজা প্রজাবর্গের রক্ষণাবেক্ষণ করবেন এবং তাদের অনুগ্রহ করবেন। আবার সঙ্গে সঙ্গে যমরাজার মত তিনি দুষ্কৃতির দণ্ডবিধান করতে দ্বিধা করবেন না। এ প্রসঙ্গে কৌটিল্য আরও বলেছেন যে, রাজা-প্রজার পারস্পরিক সম্পর্ক পিতা-পুত্রের পারস্পরিক সম্পর্কের মত। রাজা পিতার মত প্রজাসাধারণের কল্যাণ সাধনে আন্তরিক হবেন। আবার পিতার মতই তিনি বিপথগামী প্রজার কল্যাণেই তার দণ্ড বিধানের ব্যবস্থা করবেন। রাজ্যের প্রজারা কোন কারণে ভয়ে ভীত হয়ে পড়লে পিতার মত রাজার আতঙ্কিত প্রজাদের আশ্বস্ত করবেন এবং তাদের সুরক্ষার ব্যাপারে আন্তরিকভাবে উদ্যোগী হবেন। কৌটিল্য বলেছেন যে, রাজাকে তাঁর প্রতিটি মূহূর্ত প্রজাসাধারণের কল্যাণে ব্যয় করতে হবে। রাজার নিজস্ব ব্যক্তিগত ভালমন্দ বা সুখ দুঃখ বলে কিছু থাকতে পারে না। প্রজার হিতেই রাজার হিত এবং প্রজার সুখেই রাজার সুখ। ব্যক্তিগতভাবে রাজার নিজের যা প্রিয়, তাতে তাঁর হিত নেই; প্রজাদের যা প্রিয় তাতেই তাঁর মঙ্গল ("প্রজাসুখে সুখং রাজ্ঞঃ, প্রজানাংচ হিতে হিতম্)। নাত্মপ্রিয়ং হিতং রাজ্ঞঃ, প্রজানাম্ তু প্রিয়ং হিতম্।।")।

(৫) **সামরিক কার্যাবলী :** কৌটিল্য রাজার সামরিক দায়-দায়িত্বের উপরও গুরুত্ব আরোপ করেছেন। শত্রুরাষ্ট্রের সামরিক অভিযান প্রতিহত করে রাজ্যের প্রতিরক্ষাকে নিরাপদ করার বা শত্রুরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান পরিচালনার দায়িত্ব রাজার উপর ন্যস্ত ছিল। এই উদ্দেশ্যে রাজাকে সুসজ্জিত ও সমৃদ্ধ সৈন্যবাহিনী সংগঠন ও সংরক্ষণ করতে হত। হাতি ঘোড়া, রথ ও পদাতিক বাহিনীকে নিয়ে তখনকার দিনে সামরিক শক্তি সংগঠিত হত। অশ্বারোহী, পদাতিক প্রভৃতি বাহিনী গঠন, সেনাধ্যক্ষ নিয়োগ প্রভৃতি বিষয়ে রাজাকে নজর দিতে হত। প্রতিদিন রাজাকে সৈন্যবাহিনীর সকল অংশের তদারকি করতে হত। স্বাভাবতই রাজা দৈনন্দিন কার্যব্যস্ততার উপর এটি ছিল একটি গুরুভার দায়িত্ব। অধ্যাপক সালেটোর এ বিষয়ে বলেছেন : "As supreme commander of the army, the king in the Arthasastra had the duty of inspecting the elephants, the horses, the chariots, and the infantry during the seventh one-eight part of the day."

(৬) **গুপ্তচর বাহিনী সম্পর্কিত কার্যাবলী :** কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে গুপ্তচর বাহিনীর ব্যাপারে রাজার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা আছে। রাজ্যের ভিতরের ও বাইরের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন বিষয়ের খবরাখবর সংগ্রহ করে রাজাকে সরবরাহ করার জন্য বহু গুপ্তচর নিয়োগ করা ছিল নিতান্তই জরুরী। এই উদ্দেশ্যে রাজাকে উপযুক্ত ব্যক্তিদের গুপ্তচর হিসাবে নিযুক্ত করতে হত। রাজার আশ্রিত ব্যক্তিবর্গ, অনুগ্রহভাজন ব্যক্তিবর্গ এবং প্রজাসাধারণ রাজা ও রাজার কাজকর্ম সম্পর্কে কি ধরনের মনোভাব পোষণ করে এবং তাদের কার্যকলাপ প্রভৃতি

বিষয়ে গুপ্তচররা সংবাদ সংগ্রহ করত এবং রাজাকে সরবরাহ করত। রাজা গুপ্তচর সূত্রে প্রাপ্ত সংবাদসমূহ বিচার-বিবেচনা করে নিজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারতেন। আবার পার্শ্ববর্তী রাজ্যের বা শত্রুরাষ্ট্রের খবরাখবর সংগ্রহ করার জন্যও বহু গুপ্তচর নিয়োগ করা হত। এই সমস্ত গুপ্তচরদের দায়িত্ব ছিল ভিন্ রাজ্যের সামরিক শক্তি ও ধনসম্পত্তি সম্পর্কিত তথ্যাদি রাজাকে সরবরাহ করা। তা ছাড়া রাজদূতরাও গুপ্তচরের দায়িত্ব পালন করতেন। কৌটিল্যও বলেছেন যে দূত অবধ্য। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে গুপ্তচর নিয়োগের যে ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে, সে বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে অধ্যাপক রাম শরণ শর্মা বলেছেন : "One of his measures for winning the allegiance of the people is to depute spies for the propagation of the Kings divinity among them."

(৭) **নিজের নিরাপত্তা বিধান সম্পর্কিত কার্যাবলী :** রাজার বিপদ বিদূরিত করতে এবং রাজার জীবনের নিরাপত্তাকে নিশ্চিত করতে কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্রে উপযুক্ত উপায়-পদ্ধতি নির্দেশ করেছেন। তাঁর মতানুসারে রাজার বিপদ রাজপরিবারের ব্যক্তিবর্গের দিক থেকে আসার আশংকা থাকে। এই কারণে রাজপরিবারের কোন নারী বা পুরুষকে বিশ্বাস করা রাজার দিক থেকে উচিত হবে না। রাজার উচিত রাজপুত্র ও রাজমহিষীদের উপর গুপ্তচর নিয়োগ করা। কৌটিল্য রাজপুত্রদের কাঁকড়াবিছের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তাঁর অভিমত অনুসারে সিংহাসন লোভী রাজপুত্র কাঁকড়াবিছের মত নিজের পিতাকে বিনষ্ট করতে পারে। এই কারণে রাজপুত্রদের মতিগতির উপর গুপ্তচরের মাধ্যমে কড়া নজর রাখা দরকার। অবিনীত ও অশিক্ষিত রাজপুত্রদের ক্ষমতা প্রদান করা অনুচিত। এ রকম রাজপুত্র রাজার সর্বাধিক প্রিয় বা একমাত্র পুত্র হলেও তাকে ক্ষমতা থেকে দূরে রাখা দরকার। তাকে আবদ্ধ করে রাখা বা রাজপ্রতিনিধি হিসাবে দূরে কোথাও পাঠিয়ে দেওয়া দরকার। কৌটিল্য রাজার আত্মরক্ষার জন্য রাজমহিষীদের উপরও গুপ্তচর নিয়োগের কথা বলেছেন। মহিষীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার আগে প্রাচীন পরিচারিকার মাধ্যমে নিরাপত্তার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার পরামর্শ কৌটিল্য দিয়েছেন। রাজার নিরাপত্তাকে নিরাপদ করার উদ্দেশ্যে অর্থশাস্ত্রে আরও পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, দূতদের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় রাজাকে মন্ত্রীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকতে হবে এবং সাধু-সন্ন্যাসীদের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় সশস্ত্র প্রহরীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকতে হবে। খাদ্য, পানীয় ও ঔষধ রাজা সরাসরি গ্রহণ করবেন না। আগেভাগে তা অন্য কোন ব্যক্তির দ্বারা আস্বাদনের ব্যবস্থা করতে হবে এবং নিরাপত্তার ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে। তা ছাড়া কৌটিল্য রাজাকে জনবহুল স্থানে যাওয়া থেকে বিরত থাকতে বলেছেন।

(৮) **রাজস্ব সম্পর্কিত কার্যাবলী :** রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়ে রাজার গুরুদায়িত্ব সম্পর্কে অর্থশাস্ত্রে আলোচনা করা হয়েছে। রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়ে রাজার ক্ষমতা ছিল ব্যাপক ও চূড়ান্ত। কৌটিল্য আমলাতান্ত্রিক পরিকাঠামোর এক বিস্তারিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছেন। এই আমলাতান্ত্রিক পরিকাঠামো পরিপোষণের জন্য কৌটিল্য সুদৃঢ় রাজস্ব-ভিত্তির ব্যবস্থা করেছেন। রাজকোষকে সমৃদ্ধ করার ব্যাপারে কৌটিল্য রাজাকে পরামর্শ দিয়েছেন। রাজকোষ যাতে খালি না হয়ে যায় সে দিকে রাজাকে বিশেষ নজর দিতে বলা হয়েছে। কারণ শূন্য বা দুর্বল রাজকোষ রাজা ও রাজ্যবাসীর দুর্গতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই কারণে রাজাকে রাজস্ব সংগ্রহ ও রাজস্ব বৃদ্ধির ব্যাপারে যত্নবান হতে বলা হয়েছে। তা ছাড়া রাজাকে সংগৃহীত রাজস্বের অপচয় আটকাতে আন্তরিকভাবে উদ্যোগী হতে হবে। রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য কৃষি-শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়নের ব্যাপারে রাজা উদ্যোগী হবেন। রাজস্বের রাজার দায়-দায়িত্ব প্রসঙ্গে অধ্যাপক সালেটোর মন্তব্য করেছেন : "In the programme of the king, the first item during the day.....was

looking into the accounts of receipts and expenditure, and the fourth item receiving the revenue in gold.''

(৯) **বিচার বিষয়ক কার্যাবলী** : কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে রাজার বিচার বিভাগীয় কার্যাবলীর উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কৌটিল্যের অভিমত অনুযায়ী রাজা হলেন রাজ্যের বিচার বিভাগীয় প্রধান। কিন্তু রাজাকে যাবতীয় আইনের একমাত্র উৎস হিসাবে গণ্য করা হয় নি। তবে রাজা আইন প্রণয়ন করতে পারতেন। কিন্তু রাজা যে সমস্ত আইন প্রণয়ন করতেন সেগুলি রাজ্যের সকল আইনের একটি অংশ বিশেষ। অধ্যাপক সালেটোর এ বিষয়ে বলেছেন : ''The king was the head of the judiciary but not the fountain of law. Kautilya had a difinite concept of law-making bodies in which the laws passed by the king formed only one gorup of laws.'' দেওয়ানী আইন ও ফৌজদারী আইন কৌটিল্য যথেষ্ট স্পষ্ট ও বিস্তারিতভাবে প্রণয়ন করেছিলেন। শুধু তাই নয়, এই দু'ধরনের আইনের স্বাতন্ত্র্যের পরিপ্রেক্ষিতে কৌটিল্য স্বতন্ত্র ও নির্দিষ্ট বিচার পদ্ধতির কথা বলেছেন। এবং বিভিন্ন অপরাধের ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রবিধি নির্দেশ করেছেন। যাইহোক অর্থশাস্ত্রের আলোচনায় আইন প্রয়োগের চূড়ান্ত ক্ষমতা রাজাকে দেওয়া হয়েছে। অর্থশাস্ত্রে কন্টকশোধন নামক আদালতের গঠন ও কার্যাবলী সম্পর্কে আলোচনা আছে। দেওয়ানী মামলার বিচারের দায়িত্ব ও ক্ষমতা ন্যস্ত ছিল 'ধর্মস্থ' নামে পরিচিত তিনজন মহামাত্রের উপর। অনুরূপভাবে ফৌজদারী মামলার বিচারের দায়িত্ব ও ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল 'প্রদেষ্ট' নামে পরিচিত সমসংখ্যক মহামাত্রের উপর। কৌটিল্য পরিচ্ছন্ন, বিশ্বাসভাজন এবং নির্ভীক ও নিরপেক্ষ বিচারকার্য নিশ্চিত করার কথা বলেছেন। এ বিষয়ে রাজার দায়িত্ব সর্বাধিক। কন্টকশোধন আদালতে চুরি-ডাকাতি, প্রতারণা ও আনুষঙ্গিক অপরাধসমূহের বিচার হত। এই বিচারের রায় পুনর্বিবেচনার জন্য রাজার কাছে আবেদন করা যেত। রাজা চূড়ান্ত আপীল আদালত হিসাবে দায়িত্ব পালন করতেন। রাজা নিজেই বহু মামলা-মোকদ্দমায় বিচার কার্য সম্পাদন করতেন। অর্থশাস্ত্রের আলোচনায় রাজাকে আইন, প্রচলিত প্রথা ও অনুশাসন অনুযায়ী বিচার কার্য সম্পাদন করতে বলা হয়েছে। কৌটিল্যের মতানুসারে রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রাজকর্মচারীদের গোপনে হত্যা বা উপাংশু দণ্ড দেওয়া দরকার। মিথ্যাচারী সন্ন্যাসীও শাস্তিযোগ্য। তবে ব্রাহ্মণের অপরাধের ব্যাপারে কৌটিল্য পৃথক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছেন। তাঁর মতানুসারে ফৌজদারী অপরাধে অপরাধী ব্রাহ্মণের উপর নির্যাতন নিষিদ্ধ হওয়া উচিত। মৃত্যুদণ্ড থেকেও ব্রাহ্মণকে রেহাই দেওয়া উচিত। রাজাকে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে হবে। নিরপরাধীকে শাস্তি দেওয়া অপরাধ। বিচার কার্য সম্পাদনে বা দণ্ডবিধানে ত্রুটি বিচ্যুতি রাজার অপরাধ হিসাবে বিবেচিত হবে। এই অপরাধের বিচারের জন্য রাজা দেবতা বরুণের উদ্দেশ্যে দণ্ড উৎসর্গ করবেন। এ ক্ষেত্রে অপরাধী রাজার বিচার বরুণদেবই করতে পারেন। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক রাম শরণ শর্মা বলেছেন : ''.....if the king punishes an innocent, he shall throw into water, dedicating to Varuna, a fine equal to thirty times the unjust imposition, and afterwards this amount shall be distributed amnog the brahmanas.....this is because Varuna is the ruler of sinners among men.'' অন্যায় বিচার বা বিচার কার্যে শৈথিল্যের জন্য বিচারকদের দায়বদ্ধ হতে হত। রাজা অপরাধী বিচারকদের শাস্তির ব্যবস্থা করতে পারতেন। বস্তুত সমগ্র বিচার ব্যবস্থার উপর রাজার সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণ বর্তমান ছিল। এ বিষয়ে অধ্যাপক সালেটোর মন্তব্য করেছেন : ''The picture of the law courts and of the judges as given in the Arthasastra only proves that the ultimate power of controlling the judges lay entirely in the hands of the king.''

(১০) **পুরোহিত সংক্রান্ত কার্যাবলী :** অর্থশাস্ত্রে রাজাকে পুরোহিত সম্পর্কিত কিছু দায়িত্ব ও ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। রাজা সর্বোচ্চ পুরোহিতকে নিযুক্ত করতেন। কিন্তু রাজা খেয়ালখুশী মত পুরোহিত বা সর্বোচ্চ পুরোহিতকে নিযুক্ত করতে পারতেন না। পুরোহিত পদে বা সর্বোচ্চ পুরোহিতের পদে নিযুক্ত হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতার বিষয়ে অর্থশাস্ত্রে বিস্তারিত আলোচনা আছে।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে রাজার কার্যাবলী সম্পর্কে যে আলোচনা আছে তা কার্যত কালজয়ী। এ বিষয়ে কৌটিল্যের বক্তব্যসমূহ বহুলাংশেই প্রাচীন হয়ে অপ্রচলিত হয়ে যায় নি। বিশেষত বিচার ব্যবস্থা ও গুপ্তচর ব্যবস্থা সম্পর্কিত অর্থশাস্ত্রের আলোচনা আধুনিককালেও অতিমাত্রায় প্রাসঙ্গিক। এই কারণে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র প্রসঙ্গে আধুনিককালের গবেষকদের মধ্যেও আগ্রহ ও অনুসন্ধিৎসার আধিক্য পরিলক্ষিত হয়।

উপসংহার

৩.৫. দণ্ডনীতি (Dandaniti)

'রাষ্ট্রকে মান্য করে চলার বাধ্যবাধকতা নির্ভর করে বলপ্রয়োগের ক্ষমতা বা শক্তির উপর।' আধুনিককালের অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এই ধারণার অনুগামী। মনুর মত প্রাচীনকালের অনেক ভারতীয় রাষ্ট্রদার্শনিকও অনুরূপ অভিমত পোষণ করতেন। মনুর মতানুসারে রাষ্ট্রের বৈধতা বলপ্রয়োগের উপর নির্ভরশীল। রাষ্ট্র বলপ্রয়োগ বা দণ্ডবিধান করে। এই কারণে মানুষ দণ্ডভয়ে ভীত থাকে। মানুষ অন্যায়-অপরাধ করে না। তারফলে সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা ও সুস্থিতি সুনিশ্চিত হয়। এবং মানবসমাজের উন্নয়ন নিরাপদ হয়। অন্যদিকে রাষ্ট্র দণ্ডবিধান বা বলপ্রয়োগ না করলে সমাজে জঙ্গলের রাজত্ব বা মাৎস্যন্যায় কায়েম হয়। দণ্ড বা বলপ্রয়োগ সকলের উপর শাসন কায়েম করে এবং সকলকে রক্ষা করে। ধর্মীয় অনুশাসন বলতে দণ্ডকেই বোঝায়। মনুর অভিমত অনুযায়ী দণ্ডই হল ধর্ম এবং ধর্মই হল আইন। দণ্ড প্রয়োগের জন্য রাষ্ট্রের দিক থেকে বলপ্রয়োগ দরকার। দণ্ড প্রয়োগ ব্যতিরেকে রাজ্যে অরাজকতা বা মাৎস্যন্যায়ের সৃষ্টি হয়। দণ্ডের প্রয়োগ সঠিক হওয়া আবশ্যক। দণ্ডের অতিপ্রয়োগ প্রজাসাধারণকে পীড়িত করে। বিপরীতক্রমে দণ্ডের লঘু প্রয়োগের কারণে নৃপতির প্রতি প্রজাসাধারণের আনুগত্যের অভাব দেখা দেয়। মনুর অভিমত অনুযায়ী প্রকৃত রাজা, প্রকৃত নেতা এবং প্রকৃত রক্ষাকর্তা হিসাবে দণ্ডকেই বোঝায়। সকলে যখন নিদ্রিত অবস্থায় থাকে, তখন জাগ্রত অবস্থায় থাকে একমাত্র দণ্ড। মনুসংহিতায় বলা হয়েছে : "দণ্ডঃ শাস্তি প্রজাঃ সর্বা দণ্ড এবাভিরক্ষতি। দণ্ডঃ সুপ্তেষু জাগর্তি দণ্ডং ধর্ম বিদুর্বুধাঃ। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক আলটেকর (A.S. Altekar) তাঁর *State and Government in Ancient India* শীর্ষক গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন : "Manu goes to the extent of declaring that it is Danda who is the real King, the real leader and the real protector."

মনুর মত

'দণ্ড' অর্থাৎ শাস্তিবিধানের নিয়মনীতিই 'দণ্ডনীতি' হিসাবে বিবেচিত হয়। এ হল দণ্ডনীতির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ। সুতরাং বৈধ দমনশক্তিই হল দণ্ডনীতি। রাষ্ট্রের শাসনকার্য পরিচালিত হয় দণ্ড বা শাস্তি বিধানের মাধ্যমে। দণ্ড প্রদান বা শাস্তিবিধানের বৈধ অধিকার আছে একমাত্র রাষ্ট্রের হাতে। রাষ্ট্রই হল বৈধ দমন শক্তির অধিকারী। অতএব রাষ্ট্রই হল দণ্ডনীতির অধিকারী। অর্থাৎ রাষ্ট্রের নীতিসমূহ হল দণ্ডনীতি। সুতরাং রাষ্ট্রনীতি বা রাজ্যের শাসনকার্য পরিচালনার নীতিসমূহই হল দণ্ডনীতি। রাষ্ট্রনীতির অন্যতম পরিভাষা হিসাবে দণ্ডনীতি শব্দটি ব্যবহার করা হত। সংহিতা ও ব্রাহ্মণ্য যুগে এবং পরবর্তীকালে রাষ্ট্রনীতি অর্থে দণ্ডনীতি শব্দটির প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়। এ. কে. সেন (A. K. Sen) তাঁর *Studies in Hindu Political Thought* শীর্ষক গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। তাঁর অভিমত অনুসারে সঠিকভাবে রাজ্যের শাসনকার্য পরিচালনার নীতিসমূহই হল দণ্ডনীতি। প্রাচীন ভারতে প্রকৃত অর্থে রাজাই ছিলেন দণ্ডাধিকারী। দণ্ডবিধানের একমাত্র অধিকারী

রাষ্ট্রনীতি অর্থে দণ্ডনীতি

ছিলেন রাজা। রাজার সঙ্গে দণ্ড ছিল দৃঢ় সংবদ্ধ। সুতরাং রাজার দণ্ডপ্রয়োগের নীতিসমূহই হল দণ্ডনীতি। প্রাচীনকালে ভারতে রাজতন্ত্রই ছিল মুখ্য শাসনব্যবস্থা। রাজাই ছিলেন শাসক। এক শাসক বা রাজা এবং রাষ্ট্র অভিন্ন প্রতিপন্ন হত। সমকালীন ভারতে রাজবিদ্যা, রাজধর্ম, রাজনীতি প্রভৃতি রাষ্ট্রনীতি হিসাবে পরিগণিত হত। এবং রাষ্ট্রনীতিরই অন্যতম পরিভাষা হিসাবে 'দণ্ডনীতি' কথাটি ব্যবহার করা হত। প্রজাপতি ও উশনসের রাজনীতি বিষয়ক শাস্ত্রগ্রন্থ আছে। এই শাস্ত্রগ্রন্থগুলি দণ্ডনীতি নামে পরিচিত। কামন্দকীয় নীতিসারের ভাষ্য অনুসারে রাজার কর্তব্য সম্যকভাবে সম্পাদনের স্বার্থে দণ্ডনীতি আবশ্যক। এই গ্রন্থে রাজার চতুর্বিধ কর্তব্য হিসাবে সম্পদ সংগ্রহ, সম্পদ সংরক্ষণ, সম্পদ সম্প্রসারণ ও সম্পদ বণ্টনের কথা বলা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক আলটেকর বলেছেন : "The rules about the function and duties of the king and the welfare of the state were therefore naturally called Dandaniti."

কৌটিল্য তাঁর 'অর্থশাস্ত্র' শীর্ষক রচনাটিকে প্রথমে 'দণ্ডনীতি' নামে পরিচিত করার পক্ষপাতী ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি তাঁর মত পরিবর্তন করে থাকবেন এবং রচনাটিকে 'অর্থশাস্ত্র' নামে আখ্যায়িত করেন। গ্রন্থটির শেষ অধ্যায়ে অর্থশাস্ত্র নামকরণের সার্থকতার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। গ্রন্থটির প্রকাশনা সম্পর্কিত তথ্যাদি সম্বলিত শেষ পৃষ্ঠায় একে শুধুই 'শাস্ত্র' বলা হয়েছে। অধ্যাপক আলটেকরের অভিমত অনুসারে 'শাস্ত্র' শব্দটি 'অর্থশাস্ত্র' বা 'দণ্ডনীতি' শাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত রূপ হতে পারে। অমরকোষে দণ্ডনীতিকে অর্থশাস্ত্রের সমার্থক প্রতিপন্ন করা হয়েছে।

সংকীর্ণ অর্থে গ্রহণ করেন নি

কৌটিল্য সংকীর্ণ বা নেতিবাচক অর্থে 'দণ্ডনীতি' কথাটি গ্রহণ করেন নি। কৌটিল্যের অভিমত অনুসারে দণ্ড বা শাস্তি এবং শাস্তির ভীতিকে কেবলমাত্র দমনমূলক বা প্রতিরোধমূলক দিক থেকে বিচার-বিবেচনা করা উচিত নয়। দণ্ড সমাজে আইন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করে। ব্যক্তিজীবনে ও সমাজজীবনে দণ্ড শান্তি-শৃঙ্খলা ও সুস্থিতি সৃষ্টি করে। তার ফলে জনসাধারণের মধ্যে দেশের প্রচলিত আইন মেনে চলার ব্যাপারে এক স্বাভাবিক প্রবণতার সৃষ্টি হয়। সমাজের সাধারণ মানুষ আইনের অনুশাসনের অনুগামী হওয়ার প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়। এই অবস্থায় স্বভাবতই ঘন ঘন দণ্ড প্রয়োগ অপ্রয়োজনীয় প্রতিপন্ন হয়। তখন ধর্ম, দর্শন ও আর্থনীতিক ক্ষেত্রে উন্নয়ন নিশ্চিত ও নিরাপদ হয়। সমাজে সুস্থিতিকে সুনিশ্চিত করার জন্য এর গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের প্রথম অধিকরণে 'দণ্ডনীতি' সম্পর্কে আলোচনা আছে। কৌটিল্যের মতানুসারে দণ্ডনীতির সাহায্যে রাজা আন্বীক্ষিকী (দর্শন ও অধ্যাত্মবিদ্যা), ত্রয়ী (তিন বেদপাঠ বিদ্যা বা ঈশ্বরীয় বিদ্যা) এবং বার্তা (বাণিজ্যবিদ্যা বা অর্থনীতি)— এই ত্রিবিধ বিদ্যার সমন্বয় সাধন করতে পারেন। দণ্ডনীতির মাধ্যমে এই ত্রিবিধ বিদ্যার সমন্বয়, অগ্রগতি ও মঙ্গল সাধন সম্ভব। অর্থশাস্ত্রে বলা হয়েছে : "আন্বীক্ষিকীত্রয়ীবার্তানাং যোগক্ষেমসাধনো দণ্ডঃ।" সুতরাং কৌটিল্যের অভিমত অনুযায়ী দণ্ডনীতিই অন্য ত্রিবিধ বিদ্যা অর্থাৎ দর্শন, বেদবিদ্যা বা ঈশ্বরীয় বিদ্যা ও অর্থনীতির মধ্যে সমন্বয় সাধন করে ও শৃঙ্খলা আনয়ন করে। দণ্ডের প্রয়োগ ধর্মীয়, দার্শনিক ও আর্থনীতিক ক্ষেত্রে অগ্রগতিকে সম্ভব করে তোলে। সামাজিক, রাজনীতিক ও আর্থনীতিক জীবন এবং এদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক দণ্ডনীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। দণ্ডনীতির উপর সমাজ-ব্যবহার বা 'লোকযাত্রা' নির্ভরশীল। অলব্ধ বস্তু অর্জনের ক্ষেত্রে; লব্ধ বস্তু সংরক্ষণের ক্ষেত্রে, সংরক্ষিত বস্তুর সমৃদ্ধি সাধনের ক্ষেত্রে এবং সমৃদ্ধ বস্তুকে সঠিক পাত্রে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে দণ্ডনীতির সদর্থক ভূমিকার উপর কৌটিল্য বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর অভিমত অনুযায়ী দণ্ডের সঠিক ও সম্যক প্রয়োগ সূত্রে প্রজাসাধারণের সুখ-সমৃদ্ধি এবং রাজ্যের উন্নতি সাধিত হয়। এ দিক থেকে বিচার করলে দর্শন, ঈশ্বরীয় বিদ্যা বা ধর্ম এবং অর্থনীতি— এই সমস্ত বিদ্যাকে স্ব স্ব উৎকর্ষ সাধনের স্বার্থে দণ্ডনীতির উপর নির্ভর করতে হয়। সুতরাং দর্শন, ধর্ম ও অর্থনীতি এই ত্রিবিধ বিদ্যার থেকে দণ্ডনীতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। অর্থাৎ দণ্ডনীতি হল একটি পৃথক বিদ্যা। দণ্ডনীতি রাষ্ট্রনীতির সমার্থক। তাই দণ্ডনীতিকে নিছক একটি তত্ত্ব হিসাবে

অন্য তিন বিদ্যা দণ্ডনীতির উপর নির্ভরশীল

বিবেচনা করা যায় না। দণ্ডনীতির মাধ্যমেই রাজা সামাজিক ক্ষেত্রে সুস্থিতি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন। প্রকৃত প্রস্তাবে দণ্ডনীতি রাজনীতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উপযোগের প্রকৃতি যুক্ত। এই কারণে দণ্ডনীতির গুরুত্ব বিরোধ-বিতর্কের উর্ধ্বে। দণ্ডনীতি ব্যতিরেকে অন্য তিনটি বিদ্যা স্ব স্ব উদ্দেশ্য সাধনে সমর্থ হবে না। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক ঘোষাল (U.N. Ghoshal) তাঁর *A History of Indian Political Ideas* শীর্ষক গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন : "Punishment (danda), which is the basic principle of politics (dandaniti) is the means of acquiring and preserving three other sciences." দণ্ডনীতি অন্য তিন বিদ্যাকে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। তার ফলে মানবজীবনে শ্রী ও সমৃদ্ধি সুনিশ্চিত হয়। দণ্ডনীতি ব্যতিরেকে অন্য সকল বিদ্যা সফল হতে পারে না।

মানবসমাজের স্বরূপ ও নীতি অনুধাবনের ক্ষেত্রে দণ্ডনীতি বা রাজনীতি বিদ্যা সাহায্য করে। রাজনীতিক, সামাজিক, আর্থনীতিক, ধর্মীয় প্রভৃতি সবরকম সম্পর্কই দণ্ডনীতির এক্তিয়ারের অন্তর্ভুক্ত। দণ্ডনীতির মাধ্যমেই বিভিন্ন ধরনের সম্পর্কসমূহের সংহতি সাধনের ব্যবস্থা হয়। এবং এই দণ্ডনীতির মাধ্যমেই সমাজজীবনে পরিপূর্ণতা সৃষ্টির নীতি নির্ধারিত হয়। উশনসের মতানুসারে সকল সম্পর্কের মূল দণ্ডনীতির মধ্যেই নিহিত আছে। অধ্যাপক আলটেকর (A.S. Altekar) তাঁর *State and Government in Ancient India* শীর্ষক গ্রন্থে এ বিষয়ে বলেছেন : "Dandaniti thus deals with the totality of social, political and economic relationships and indicates how they are to be properly organised and integrated with one another. All relationship, says Usanas, is rooted in the dandaniti."

দণ্ডনীতির মধ্যে সকল সম্পর্ক নিহিত

কৌটিল্য দণ্ডনীতির উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর অভিমত অনুসারে যে বস্তু অর্জন করা হয় নি দণ্ডনীতির সাহায্যে তা অর্জন করা সম্ভব হয়; অর্জিত বস্তু সংরক্ষণ করা সম্ভব হয় এবং অর্জিত বস্তুর সমৃদ্ধি সাধন সম্ভব হয়। এই ত্রিবিধ উদ্দেশ্য সাধনের ক্ষেত্রে দণ্ডনীতির গুরুত্ব বিরোধ-বিতর্কের উর্ধ্বে। রাজার উদ্দেশ্যসমূহকে বাস্তবে রূপায়িত করার ক্ষেত্রে দণ্ডনীতি প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা প্রশ্নাতীত। কামন্দকীয় নীতিসারে রাজার চতুর্বিধ দায়িত্বের উল্লেখ আছে। এগুলি হল (১) সম্পদ সংগ্রহ, (২) সম্পদ সংরক্ষণ, (৩) সম্পদ সম্প্রসারণ এবং (৪) সম্পদ বণ্টন। রাজার এই চতুর্বিধ দায়িত্ব সম্পাদনের ক্ষেত্রে কামন্দক দণ্ডনীতির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এ বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে অধ্যাপক আলটেকর বলেছেন : "Danda enables the individual and the state to have new achievements to their credit, to protect and increase what has been acquired and to distribute the gains properly as between the state and the individuals, as also among the individuals themselves."

দণ্ডনীতির উদ্দেশ্য

আরও বলা হয়েছে যে দণ্ডনীতি অন্য ত্রিবিধ বিদ্যার মধ্যে সমন্বয় সাধনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের চতুর্বর্ণের ব্যক্তিবর্গকে নিজ নিজ কাজে নিযুক্ত থাকতে সম্যকভাবে সাহায্য করে। এইভাবে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে দণ্ডনীতি সাহায্য করে। কৌটিল্যের অভিমত অনুযায়ী রাজার অন্যতম মুখ্য দায়িত্ব হল মানুষকে স্বধর্মে সুস্থিত করা বা অবিচলিত রাখা। এই কর্তব্য পালনের জন্য রাজার উচিত বর্ণসংকর ও কর্মসংকর প্রতিহত করা। চতুর্বর্ণ বা চতুরাশ্রমের ব্যত্যয় বা বিপর্যয়ই হল বর্ণসংকর ও কর্মসংকর। অর্থাৎ বর্ণানুসারে বৃত্তির বিন্যাসকে অগ্রাহ্য করলে বর্ণসংকর ও কর্মসংকরের সৃষ্টি হয়। তখন বর্ণগত বৃত্তি বাদ দিয়ে ব্যক্তি অন্য বর্ণের বৃত্তি গ্রহণ করে। এ রকম ঘটলে সমাজব্যবস্থায় বিপর্যয় দেখা দেবে। সুপ্রযুক্ত দণ্ডনীতি এ রকম বিপর্যয়ের আশংকা থেকে সমাজকে রক্ষা করে। দণ্ডনীতির সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমে মানবসমাজে সামগ্রিকভাবে স্বধর্মকে প্রতিষ্ঠিত রাখা যায়। কৌটিল্যের মতানুসারে সুষ্ঠু দণ্ডনীতি সুপ্রযুক্ত হলে সমাজের চার বর্ণের ও চার আশ্রমের মানুষ স্ব স্ব ধর্মে-কর্মে নিযুক্ত থাকে। সমাজের সকলে স্বপথে ও স্বগৃহে সুখে-শান্তিতে

দণ্ডনীতি স্বধর্ম প্রতিষ্ঠার সহায়ক

বসবাস করতে পারে। সুপ্রযুক্ত দণ্ডনীতি সমাজে ও ব্যক্তিকে ত্রিবর্গ লাভে সাহায্য করে। এই ত্রিবর্গ হল ধর্ম, অর্থ ও কাম। আবার এই ত্রিবর্গ লাভ চতুর্বর্গ লাভের পথকে প্রশস্ত করে। চতুর্বর্গ লাভ বলতে মোক্ষ লাভকে বোঝায়।

তবে দণ্ডনীতির প্রয়োগের ব্যাপারে কৌটিল্য সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। দণ্ডনীতির যে কোন রকম প্রয়োগ সফল বা সার্থক হতে পারে না। দণ্ডনীতি যথাযথভাবে প্রণীত ও প্রযুক্ত হওয়া দরকার। দণ্ডনীতি অজ্ঞানতা ও কাম-ক্রোধের ভিত্তিতে প্রণীত হওয়া অনুচিত। যদি তা হয়, তা হলে সংসারীদের মত পরিব্রাজক ও বাণপ্রস্থের মানুষও অসুবিধার মধ্যে পড়বে এবং ক্ষুব্ধ হবে। রাজা যদি তীক্ষ্ণ দণ্ড বা লঘু পাপে গুরু দণ্ড দেন, তাহলে সর্বসাধারণের মধ্যে উদ্বেগ ও ত্রাসের সৃষ্টি হবে। আবার অপরাধের গুরুত্বের তুলনায় দণ্ড যদি লঘু হয় তা হলে রাজার শাসন দুর্বল হয়ে পড়বে। রাজ্যে অরাজকতা ও অব্যবস্থার সৃষ্টি হবে। অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী দণ্ডনীতি প্রণীত ও প্রযুক্ত হওয়া প্রয়োজন। যে রাজা যথার্থ দণ্ডনীতি প্রণয়ন ও প্রয়োগ করেন, তিনি সুশাসক হিসাবে মর্যাদা লাভ করেন। এবং রাজা-প্রজা সকলে সুখী হন। রাজা ও রাজ্যের সমৃদ্ধি সুনিশ্চিত হয়। এ বিষয়ে অধ্যাপক আলটেকর মন্তব্য করেছেন : "Danda, however, must be wielded with discretion, If it is used too harshly, the subjects are distressed, if it is used too lightly, the king will not be held in awe, if it is used in the proper manner, the subjects are happy and the realm progresses." অর্থশাস্ত্রে বলা হয়েছে : "তীক্ষ্ণদণ্ডো হি ভূতানামুদ্বেজনীয়ঃ। মৃদুদণ্ডঃ পরিভূয়তে। যথার্হদণ্ডঃ পূজ্যঃ।"

দণ্ডনীতির ক্ষেত্রে সতর্কতা

৩.৬. রাষ্ট্রের সপ্তাঙ্গ মতবাদ (The Saptanga Theory of the State)

বৈদিক শাস্ত্রসমূহে বা ধর্মশাস্ত্রসমূহে রাষ্ট্র সম্পর্কে কোন পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায় না। এর কারণ হিসাবে বলা হয় যে, সমকালীন জনজীবনে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা হিসাবে রাষ্ট্র সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নি। সুসংগঠিত রাজনীতিক ব্যবস্থা হিসাবে রাষ্ট্রের অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় বৌদ্ধ যুগে। কোশল ও মগধ এই দুটি রাষ্ট্র প্রথম সুসংগঠিত রাষ্ট্র হিসাবে বিবেচিত হয়। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে এ রকম সুসংগঠিত রাষ্ট্র সম্পর্কে আলোচনা আছে। এই আলোচনায় রাষ্ট্রের সাতটি উপাদানের কথা বলা হয়েছে। একেই বলা হয় রাষ্ট্রের সপ্তাঙ্গ মতবাদ। পরবর্তীকালের শাস্ত্র-গ্রন্থাদিতে রাষ্ট্রের সপ্তাঙ্গ মতবাদ ব্যাপকভাবে স্বীকৃতি লাভ করে।

প্রকৃত প্রস্তাবে প্রাচীন ভারতের বহু পণ্ডিতই রাষ্ট্রের সপ্তাঙ্গ মতবাদকে স্বীকার ও সমর্থন করেছেন। অনেকের মতানুসারে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের আগে স্মৃতিযুগেও রাষ্ট্রের সপ্তাঙ্গ মতবাদের ধারণা বর্তমান ছিল। এ বিষয়ে কানে (P.V. Kane) তাঁর ***History of Dharmasastras*** শীর্ষক গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। অধ্যাপক শর্মা (R.S. Sharma)-র মতানুসারে আগের আমলের কিছু ধর্মসূত্রে 'রাজা', 'অমাত্য', 'বিষয়' প্রভৃতি উপাদানের উল্লেখ পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেই প্রথম রাষ্ট্রের সুস্পষ্ট সংজ্ঞা পাওয়া যায়। কৌটিল্যের যুগে 'কামনডকনীতিসার', 'শুক্রনীতিসার' প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থাদিতেও সপ্তাঙ্গ মতবাদের পরিচয় পাওয়া যায়। আনুমানিক পঞ্চম শতকে প্রণীত 'বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণ' শীর্ষক গ্রন্থেও রাষ্ট্রের সপ্তাঙ্গের কথা আছে। কিন্তু সপ্তাঙ্গ মতবাদের 'স্বামী'-র জায়গায় 'সাম' এবং 'অমাত্যের' জায়গায় 'দান' শব্দটির প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক শর্মা মন্তব্য করেছেন : "Apparently the two elements fit ill with the other, and there is no doubt that the seven element definition of the State as given by Kautilya was almost universally accepted as the standard connotation of the state." আবার শান্তিপর্বের কোন কোন পাঠান্তরে 'অষ্টাঙ্গিক রাজা'

অন্যান্য শাস্ত্রে সপ্তাঙ্গ মতবাদের স্বীকৃতি

(astangika rajya) বা রাষ্ট্রের আটটি অঙ্গের আলোচনা আছে। কিন্তু অষ্টম অঙ্গটির উল্লেখ কোথাও নেই।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে রাষ্ট্রের সাতটি উপাদানের উল্লেখ আছে। এই সাতটি উপাদান হল : (১) 'স্বামী' (রাজা), (২) 'অমাত্য' (মন্ত্রী), (৩) 'জনপদ' (রাষ্ট্র), (৪) 'দুর্গ' (পুর), (৫) 'কোষ', (৬) 'দণ্ড' (বল) ও (৭) 'মিত্র' (সুহৃদ)। বিভিন্ন শাস্ত্র-গ্রন্থ ও পুরাণে রাজনীতিক সংগঠন সম্পর্কিত আলোচনায় রাষ্ট্রের এই সাতটি উপাদানের উল্লেখ পরিলক্ষিত হয়। মনুস্মৃতি, বিষ্ণুস্মৃতি, যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি এবং অগ্নি পুরাণ, কালিকা পুরাণ, মারকণ্ড পুরাণ প্রভৃতি পুরাণ শাস্ত্রে রাষ্ট্রের উপরিউক্ত সাতটি উপাদান সম্পর্কে আলোচনা আছে। তবে অনেক ক্ষেত্রে প্রতিশব্দ হিসাবে পৃথক শব্দের প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়।

রাষ্ট্রের সাতটি উপাদান

রাষ্ট্র বা রাজ্যের উপরিউক্ত সাতটি উপাদানকে সাতটি অঙ্গ বা প্রকৃতি বলা হয়ে থাকে। কোন কোন পুরাণে এবং ধর্মশাস্ত্রসমূহে রাষ্ট্রের সাতটি অঙ্গকে তুলনা করা হয়েছে মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গের সঙ্গে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে, রাজাকে বলা হয়েছে মস্তিষ্ক এবং চক্ষু হল অমাত্য। মিত্রকে বলা হয়েছে কর্ণ, কোষকে মুখ এবং দণ্ডকে মন। দুর্গকে বলা হয়েছে হাত এবং জনপদকে পদ। মনুর মতানুসারে রাষ্ট্রের প্রতিটি উপাদানই সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিপন্ন হয়। কামন্দকীয় নীতিসারেও রাষ্ট্রের সপ্তাঙ্গ বা সপ্ত প্রকৃতির সমান গুরুত্বের কথা বলা হয়েছে। এই সাতটি অঙ্গের একটিও যদি হীনবল হয়ে পড়ে, তা হলে রাজ্যপাঠে অব্যবস্থা দেখা দেওয়ার আশংকা থাকে।

যাইহোক, কৌটিল্য রাষ্ট্রের যে সাতটি উপাদানের কথা বলেছেন তা ব্যাপকভাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে রাষ্ট্রের এই সাতটি উপাদান সম্পর্কে সুসম্বদ্ধ ও বিস্তারিত আলোচনা বর্তমান।

(১) স্বামী (Swami)

'স্বামী' শব্দটি প্রধান বা প্রভু অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থশাস্ত্রের মত মনুস্মৃতি, বিষ্ণুস্মৃতি, যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্র গ্রন্থাদিতেও প্রভু বা প্রধান অর্থে 'স্বামী' শব্দটির প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়। মনে করা হয় যে রাজতন্ত্র, প্রজাতন্ত্র নির্বিশেষে সকল রাজনীতিক সংগঠনের প্রধান প্রসঙ্গে 'স্বামী' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। লক্ষ্য করার বিষয় হল যে, রাষ্ট্রের প্রধান অর্থে 'রাজা' শব্দটির পরিবর্তে 'স্বামী' শব্দটি গ্রহণ করা হয়েছে। 'রাজা' বলতে শাসককে বোঝায়, কিন্তু 'স্বামী' বলতে প্রভুকে বোঝায়। কৌটিল্যের আলোচনায় প্রভুর মহিমান্বিত অবস্থানের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এবং প্রভু বা প্রধানের অধিকৃত সত্তার উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

প্রভু বা প্রধান

কৌটিল্য স্বামীর কতকগুলি অপরিহার্য গুণাবলীর কথা বলেছেন। স্বামীর বংশের আভিজাত্য থাকবে এবং থাকবে প্রজ্ঞা, উদ্যম ও ব্যক্তিগত সামর্থ্য। বংশের আভিজাত্যকে স্বামীর অন্যতম অপরিহার্য গুণ হিসাবে উল্লেখ করার অর্থ হল সাধারণ বংশোদ্ভূত কারুর পক্ষে রাজপদে আসীন হওয়া অসম্ভব। রাজাকে ষড়রিপুর প্রভাব থেকে মুক্ত থাকার ব্যাপারে সতর্ক থাকতে বলেছেন কৌটিল্য। কৌটিল্যকে অনুসরণ করে দশকুমারচরিতের লেখক দণ্ডী রাজার শিক্ষা প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন। তাঁর অভিমত অনুযায়ী রাজাকে বেদ, মীমাংসা ও স্মৃতি (ত্রয়ী), রাজধর্ম (দণ্ডনীতি), দর্শন (আন্বীক্ষিকী) এবং ব্যবহারিক বিদ্যা (বার্তা) সম্পর্কে শিক্ষাগ্রহণ করতে হবে। অন্যান্য শাস্ত্রকাররা রাজার দণ্ডনীতি শিক্ষার উপরই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তবে রাজশাস্ত্রগুলিতে মানুষের যাবতীয় সৎগুণ রাজার মধ্যে আশা করা হয়েছে।

রাজা বা রাজন শব্দটি সাধারণভাবে ক্ষত্রিয়ত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত। কিন্তু মনুসংহিতার উপর মেধাতিথির ভাষ্য অনুযায়ী যে কোন জাতি বা বর্ণের মানুষের রাজা হওয়ার সুযোগ ছিল। আবার মহাভারত, রাজতরঙ্গিনী ও রঘুবংশের ভাষ্য অনুসারে রাজপদ গ্রহণের ক্ষেত্রে নারীর পক্ষেও বাধা ছিল না। রাজতন্ত্র ছিল বংশানুক্রমিক। রাজ সিংহাসনে সাধারণভাবে জ্যেষ্ঠের অধিকার স্বীকৃত ছিল।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের ভাষ্য অনুসারে অমাত্যরা হল স্থায়ী ও নিয়মানুগ কৃত্যকের কর্মচারী। এদের ভিতর থেকেই সরকারের সকল উচ্চপদস্থ আধিকারিকেরা নিযুক্ত হত। এই সমস্ত পদস্থ আধিকারিকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল : দেওয়ানী ও ফৌজদারী প্রশাসনের আধিকারিকগণ, মন্ত্রিগণ, আদায়কারিগণ, কোষাধ্যক্ষগণ, প্রধান পুরোহিত, রাষ্ট্রদূতগণ, হারেমের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকগণ প্রভৃতি। আবার বিভিন্ন দপ্তরের তত্ত্বাবধায়ক বা অধীক্ষকদেরও নিযুক্ত করা হত অমাত্যদের ভিতর থেকে। জাতকগুলিতে বলা হয়েছে যে শত শত অমাত্য নিযুক্ত করা হত। অমাত্যরাই বিচারক, বিক্রয় সম্পর্কিত লেনদেনের অধীক্ষক, পার্থিব ও অপার্থিব বিষয়াদির পথপ্রদর্শক, সমীক্ষক, গ্রামের মোড়ল প্রভৃতি ভূমিকা পালন করতেন। অমাত্য সম্পর্কিত কৌটিল্যের ধারণার সঙ্গে জাতকের ব্যাখ্যার সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে অমাত্যদের নিয়ে সরকারের প্রশাসনযন্ত্র গড়ে উঠত। বস্তুত কামন্দক নীতিসারেও 'অমাত্য' শব্দটি একটি বর্গনাম হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। 'অমাত্য' হল সুসংগঠিত রাষ্ট্রকৃত্যক বা আমলাতন্ত্র।

অমাত্য একটি বর্গনাম : রাষ্ট্রকৃত্যক

অর্থশাস্ত্রের 'অধ্যক্ষপ্রচার' শীর্ষক স্বতন্ত্র একটি অধ্যায়ে রাষ্ট্রকৃত্যকদের সম্পর্কে আলোচনা আছে। অর্থশাস্ত্রে আধিকারিকদের **ঊর্ধ্বতন** ও **অধস্তন**—এই দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। অর্থশাস্ত্রে উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সম্পর্কে আলোচনা আছে। কিন্তু অধস্তন আধিকারিকদের সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা নেই। মন্ত্রী, পুরোহিত, সেনাপতি, যুবরাজ—এইভাবে উনিশটি পদাধিকারীদের নাম করা হয়েছে। এই সমস্ত আধিকারিকদের মধ্যে মন্ত্রী ও পুরোহিত উচ্চপদস্থ বলে বিবেচিত হতেন। অবশিষ্ট সতেরটি পদের আধিকারিকরা অধস্তন প্রশাসক হিসাবে প্রতিপন্ন হতেন।

ঊর্ধ্বতন ও অধস্তন আধিকারিক

রাজাকে মন্ত্রণা বা পরামর্শ প্রদানের কাজে যুবরাজ, পুরোহিত, সেনাপতি ও দূতদের ভূমিকাও ছিল গুরুত্বপূর্ণ। যাজ্ঞবল্ক্যের উপর বিজ্ঞানেশ্বরের টীকায় পুরোহিতকে অমাত্যবর্গের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আবার যুবরাজের বেতন এবং পদমর্যাদা ছিল অমাত্যের বেতন ও পদমর্যাদার সমান। মহাভারতে মন্ত্রীদের যোগ্যতা সম্পর্কে আলোচনা আছে। তাঁদের সাধারণ গুণাবলীর সঙ্গে সঙ্গে পৌর এবং জনপদের অধিবাসীদের বিশ্বাস অর্জন করতে হবে। মনুর অভিমত অনুযায়ী সৈন্যবাহিনী, কোষ, সম্পদ ও দেশ রক্ষায় মন্ত্রীরা রাজাকে মন্ত্রণা দেবেন।

(৩) জনপদ (Janapada)

'জনপদ' বলতে সাধারণভাবে উপজাতীয় বসতিকে বোঝায়। গুপ্ত আমলের যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিতে জনপদের পরিবর্তে শুধু 'জন' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। 'জন' বলতে জনসমষ্টিকে বোঝায়। আবার মনুস্মৃতি ও বিষ্ণুস্মৃতি-তে 'জনপদ' অর্থে 'রাষ্ট্র' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। রাষ্ট্র শব্দটি বহুলাংশে নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের দ্যোতক। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে 'জনপদ' শব্দটির মধ্যে জনসমষ্টি ও নির্দিষ্ট ভূখণ্ড উভয় অর্থকেই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কারণ অর্থশাস্ত্রে জনপদের ধারণা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নির্দিষ্ট ভূখণ্ড ও জনসমষ্টির বাঞ্ছিত বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে যে রাষ্ট্রের ভূখণ্ডের জলবায়ু হবে অনুকূল, অল্প আয়াসে পর্যাপ্ত শস্য উৎপাদনের সুযোগ থাকবে এবং গৃহপালিত পশুদের জন্য বিস্তৃত চারণভূমি থাকবে। অর্থশাস্ত্রের ষষ্ঠ অধিকরণের আলোচনা অনুসারে রাষ্ট্রের ভূখণ্ড অনুর্বর ঊষর মরুযুক্ত বা পর্বতসঙ্কুল হবে না। রাষ্ট্রের ভূখণ্ডের মধ্যে পর্যাপ্ত উর্বর ভূমি থাকবে, থাকবে গোচারণক্ষেত্র, অঢেল অরণ্য সম্পদ ও খনিজ সম্পদ। রাষ্ট্রের শস্যোৎপাদনের পরিমাণ এমন হবে যা নিজের অধিবাসীদের প্রয়োজন পূরণ করে দুর্ভিক্ষ-দুঃসময়ে অন্য দেশের অধিবাসীদের অভাব মেটান যাবে।

জনসমষ্টির ও ভূখণ্ডের ধারণাযুক্ত

জনসমষ্টির অভিপ্রেত গুণাবলীর কথাও বলা হয়েছে। জনসমষ্টির মধ্যে প্রচুর পরিশ্রমী কৃষক থাকবে এবং কৃষকদের মধ্যে কর প্রদানের চাপ ও শাস্তি সহ্য করার ক্ষমতা থাকবে। তা ছাড়া জনসমষ্টির মধ্যে বিচক্ষণ প্রভুরা থাকবে, থাকবে বিপুল সংখ্যক নিম্নবর্ণের মানুষ।

জনসাধারণের মধ্যে আনুগত্য থাকবে এবং তারা ধর্মপ্রাণ হবে। কামন্দক নীতিসার ও অগ্নিপুরাণ অনুসারে ভূখণ্ডের অধিবাসীদের মধ্যে শূদ্র, কারিগর, ব্যবসায়ী এবং উদ্যোগী ও পরিশ্রমী কৃষকের সংখ্যা অধিক হওয়া আবশ্যক। মৎস্য পুরাণ, বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণ প্রভৃতি অন্যান্য পুরাণশাস্ত্রেও জনপদের অধিবাসীদের সম্পর্কে অনুরূপ আলোচনা আছে। বস্তুত এ ক্ষেত্রে উৎপাদক শ্রেণীর মানুষের আধিক্যের অপরিহার্যতার কথা বলা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক আলটেকর (A. S. Altekar)- এর একটি মন্তব্য উল্লেখযোগ্য। *State and Government in Ancient India* শীর্ষক গ্রন্থে অধ্যাপক আলটেকর বলেছেন : "As far as the territory is concerned, our authorities point out that the prosperity of a state will to a great extent depend upon the natural resources of its territory and the case with which it can be defended. It must of course be populated by an energetic and industrious population, for the character of its people determines the destiny of a state more than any other fact or consideration."

প্রাচীন ভারতে রাষ্ট্র বা জনপদে পরিকল্পিতভাবে বসতি বিন্যাসের কথা বলা হয়েছে। ধর্মশাস্ত্রসমূহের ভাষ্য অনুসারে রাষ্ট্রের অধিবাসীদের মধ্যে শূদ্রের সংখ্যা সর্বাধিক হওয়া দরকার। বৈশ্যের সংখ্যা হবে শূদ্রের অর্ধেক। অনুরূপভাবে ক্ষত্রিয়রা হবে বৈশ্যদের অর্ধেক। ব্রাহ্মণের সংখ্য হবে সব থেকে কম; ক্ষত্রিয়দের অর্ধেক। বিষ্ণুধর্মসূত্রের ভাষ্য অনুযায়ী বৃত্তিজীবী মানুষের সংখ্যা অধিক হওয়া আবশ্যক। অর্থাৎ জনপদের অধিব্যসীদের মধ্যে শূদ্র ও বৈশ্যদের সংখ্যাই হবে অধিক।

সমকালীন ভারতে জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের ধারণাও অল্পবিস্তর বর্তমান ছিল। মনুসংহিতার ভাষ্য অনুযায়ী অভিভাবকহীন নাবালকের দায়িত্ব রাজাকে গ্রহণ করতে হত। কৃষি ও পশুপালনের ক্ষেত্রে সরকারী সাহায্য ও উৎসাহ প্রদানের ব্যাপারে শাস্ত্র-গ্রন্থাদিতে আলোচনা আছে। এ প্রসঙ্গে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, মনুসংহিতা, যাজ্ঞবল্ক্য, মৎস্যপুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্র-গ্রন্থাদি উল্লেখযোগ্য। প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলার ব্যাপারে সরকারী দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে এই সমস্ত গ্রন্থে আলোচনা আছে।

বিভিন্ন জনপদের কর্তাব্যক্তির অধিকারের সীমা সম্পর্কেও আলোচনা আছে। গ্রামের প্রধানের বেতন হবে গ্রামের অধিবাসীদের দেওয়া দ্রব্য-সামগ্রী। একটি পরিবারের প্রতিপালনের উপযোগী বা দুটি লাঙ্গলে কর্ষণযোগ্য জমির অধিকারী হবেন দশটি গ্রামের কর্তা। একটি গ্রামের রাজস্ব পাবেন একশ' গ্রামের কর্তা। একটি নগরের রাজস্বের অধিকারী হবেন সহস্র গ্রামের কর্তা।

উপরিউক্ত শাস্ত্রগ্রন্থাদিতে সাধারণভাবে জনপদের জনসংখ্যা ও ভূখণ্ডের আয়তন সম্পর্কে কিছু বলা হয় নি। তবে নতুন জনপদ প্রতিষ্ঠার প্রসঙ্গে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, একটি গ্রামের মধ্যে বসবাসকারী পরিবারের সংখ্যা এক'শ থেকে পাচ'শর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। অর্থশাস্ত্রে 'স্থানীয়' (Sthaniya)-কে জনপদের অন্তর্ভুক্ত বৃহত্তম একক হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে আটশ' গ্রামকে নিয়ে এ রকম একটি একক গঠিত হবে।

জনপদের আয়তন

(৪) দুর্গ (Durga)

'দুর্গ' শব্দটি দুর্গসংরক্ষিত নগর বা গড় অর্থে ব্যবহার করা হত। মনু দুর্গ অর্থে 'পুর' (Pura) শব্দটি প্রয়োগ করেছেন। শান্তিপর্বেও 'পুর' শব্দটির প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়। দুর্গ শব্দটির প্রতিশব্দ হিসাবে পুর শব্দের অর্থ হল দুর্গের দ্বারা সুরক্ষিত রাজধানী। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে দুর্গ প্রসঙ্গে রাজধানীর পরিকল্পনার কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, রাজ্যের কেন্দ্রীয় অঞ্চলে রাজধানী নির্মিত হবে। আরও বলা হয়েছে রাজধানী অঞ্চলে বিভিন্ন বর্ণের মানুষ কারিগর ও দেবতাদের জন্য স্বতন্ত্র এলাকা সুনির্দিষ্ট থাকবে। রাজ্যের নিরাপত্তা ও রাজস্বের স্বার্থে কারিগর শ্রেণীর উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। অর্থশাস্ত্রে 'দুর্গনিবেশ' শীর্ষক অধ্যায়ে দুর্গ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে চার ধরনের দুর্গের কথা

বলা হয়েছে। এই চার ধরনের দুর্গ হল পার্বত্য দুর্গ, অরণ্যদুর্গ, জলদুর্গ ও মরুদুর্গ। দুর্গের গঠন, পরিখা, প্রাকার, প্রাচীর প্রভৃতি প্রসঙ্গে অর্থশাস্ত্রে বিশদ বিবরণ বর্তমান। কৌটিল্যের অভিমত অনুসারে রাজ্যের কেন্দ্রস্থলে এবং চারদিকে দুর্গ থাকা দরকার।

বিষ্ণু ধর্মোত্তর পুরাণের আলোচনা অনুযায়ী প্রতিটি দুর্গে থাকবে পর্যাপ্ত পরিমাণে অর্থ, অস্ত্রশস্ত্র, খাদ্যশস্য, ঔষধপত্র এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় বিবিধ দ্রব্য-সামগ্রী ও যন্ত্রপাতি। তা ছাড়া দুর্গের মধ্যে সৈন্য-সামন্ত, অশ্ব-গজ, ভারবাহী পশু থাকবে। আর দুর্গের মধ্যে অবস্থান করবে ব্রাহ্মণ, কারিগর ও অন্যান্য পেশাজীবীরা। রাজধানী হিসাবে দুর্গ ব্যবহার করার প্রয়োজনীয়তার কথা মহাভারত, মনুসংহিতা ও কামন্দক নীতিসারে আছে। মনুসংহিতায় দুর্গের প্রয়োজনীয়তার কথা বলতে গিয়ে মনুসংহিতায় বলা হয়েছে যে, দুর্গপ্রাকারের আড়ালে থেকে একজন ধনুর্ধর শতশত্রুর মোকাবিলা করতে পারেন। রাজা, রাজকোষ ও জনসাধারণের নিরাপত্তার নিমিত্ত দুর্গ দরকার।

(৫) কোষ (Kosa)

'কোষ' বলতে কোষাগারকে বোঝান হয়েছে। কৌটিল্যের অভিমত অনুসারে ন্যায়সঙ্গত ও আইনসঙ্গতভাবে সংগৃহীত ধনদৌলত রাজার কাছেই থাকবে। রাজার কোষাগার সোনা, রুপো, মহার্ঘ মণি-রত্ন প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ থাকবে। রাজা এই সমস্ত ধনসম্পদ ন্যায়সঙ্গত ও আইনসঙ্গতভাবে সঞ্চয় করবেন এবং রাজ্যের প্রয়োজনে ব্যয় করবেন। দুর্ভিক্ষের মত দৈবদুর্বিপাকের প্রাক্কালে ব্যয় নির্বাহের সামর্থ্য কোষাগারের থাকা দরকার। বস্তুত বিত্ত ব্যতিরেকে রাজকীয় কোন কাজকর্ম সম্পাদন করা সম্ভব হয় না। অর্থশাস্ত্রে আরও বলা হয়েছে যে, সৈন্যবাহিনীর আনুগত্য ও সংগঠন সংরক্ষণের স্বার্থে সমৃদ্ধ কোষাগার অপরিহার্য। কোষাগারের সমৃদ্ধির জন্য আর্থনীতিক উন্নয়নমূলক উদ্যোগ-আয়োজন আবশ্যক। কারণ রাজ্যের আর্থিক অবস্থা অনুযায়ী কোষাগারের সমৃদ্ধি নির্ধারিত হয়। অনুকূল আর্থিক অবস্থার জন্য শস্যোৎপাদন বৃদ্ধি, ব্যবসা-বাণিজ্যের বিস্তার, বিদেশী শত্রুর অনাক্রমণ প্রভৃতি অপরিহার্য বিবেচিত হয়। বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থে কোষাগারের গুরুত্বের আলোচনা আছে। বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণে রাষ্ট্রবৃক্ষের ধারণকারী শিকড় হিসাবে কোষাগারের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। শান্তিপর্বের ভাষ্য অনুসারে শত্রু-রাষ্ট্রের কোষাগারের ক্ষয় সাধনের মাধ্যমে শত্রুকে দুর্বল ও দমন করা যায়।

কৌটিল্যের অভিমত অনুযায়ী রাজকোষ বৃদ্ধির ব্যাপারে রাজার যত্নবান হওয়া উচিত। কারণ অর্থসম্পদের উপর রাজার সর্ববিধ পরিকল্পনা নির্ভরশীল। মনুসংহিতার ভাষ্য অনুযায়ী রাজকর হল রাজকোষের মূল উৎস। সাধারণভাবে উৎপাদনের ষষ্ঠাংশ রাজকর হিসাবে সংগৃহীত হত। মহাভারতে বলা হয়েছে যে, প্রজার কোন রকম ক্ষতি না করে যাতে রাজস্ব সংগৃহীত হয়, সে বিষয়ে রাজা সতর্ক থাকবেন। তবে সংকটের সময় এক-চতুর্থাংশ বা এক-তৃতীয়াংশও রাজস্ব হিসাবে আদায় করা যেতে পারে বলে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে এবং মনুসংহিতায় উল্লেখ আছে।

রাজকোষের সম্পদের উৎস হিসাবে কামন্দক নীতিসারে আটটি উৎসের কথা বলা হয়েছে। এই উৎসগুলি হল : কৃষি, বাণিজ্য, খনি, নগর, গ্রাম, পশু, জলাধার এবং ধনবান ব্যক্তিবর্গের উপর কর। রাজা যাবতীয় খনিজ সম্পদের অধিকারী ছিলেন। তা ছাড়া মালিকানাহীন যাবতীয় সম্পত্তি এবং গুপ্তধনের উপর অধিকারও রাজার উপর ন্যস্ত ছিল। কিছু একচেটিয়া রাজকীয় ব্যবসা ছিল। উদাহরণ হিসাবে লবণের কারবারের কথা বলা যায়। এ সূত্রেও রাজকোষে আয় হত। আবার প্রচলিত কর ছাড়াও দণ্ড সূত্রে রাজকোষে অর্থাগম হত।

(৬) দণ্ড (Danda)

'দণ্ড' বলতে দমনমূলক ক্ষমতাকে বোঝায়। সাধারণত সৈন্যবাহিনীর পরিপ্রেক্ষিতে এই ক্ষমতার কথা বলা হয়। সৈন্যবাহিনীর মধ্যে পদাতিক, অশ্বারোহী, গজারোহী ও রথারোহী থাকে। সৈন্যদের মধ্যে আবার বংশানুক্রমিক, বনভূমির ভাড়াটে ও যৌথ সংস্থার সৈন্য থাকে। আবার শান্তিপর্বেও 'দণ্ড' সম্পর্কিত আলোচনায় সামরিক বাহিনীর কথা বলা হয়েছে। এই

বলা হয়েছে। এই চার ধরনের দুর্গ হল পার্বত্য দুর্গ, অরণ্যদুর্গ, জলদুর্গ ও মরুদুর্গ। দুর্গের গঠন, পরিখা, প্রাকার, প্রাচীর প্রভৃতি প্রসঙ্গে অর্থশাস্ত্রে বিশদ বিবরণ বর্তমান। কৌটিল্যের অভিমত অনুসারে রাজ্যের কেন্দ্রস্থলে এবং চারদিকে দুর্গ থাকা দরকার।

বিষ্ণু ধর্মোত্তর পুরাণের আলোচনা অনুযায়ী প্রতিটি দুর্গে থাকবে পর্যাপ্ত পরিমাণে অর্থ, অস্ত্রশস্ত্র, খাদ্যশস্য, ঔষধপত্র এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় বিবিধ দ্রব্য-সামগ্রী ও যন্ত্রপাতি। তা ছাড়া দুর্গের মধ্যে সৈন্য-সামন্ত, অশ্ব-গজ, ভারবাহী পশু থাকবে। আর দুর্গের মধ্যে অবস্থান করবে ব্রাহ্মণ, কারিগর ও অন্যান্য পেশাজীবীরা। রাজধানী হিসাবে দুর্গ ব্যবহার করার প্রয়োজনীয়তার কথা মহাভারত, মনুসংহিতা ও কামন্দক নীতিসারে আছে। মনুসংহিতায় দুর্গের প্রয়োজনীয়তার কথা বলতে গিয়ে মনুসংহিতায় বলা হয়েছে যে, দুর্গপ্রাকারের আড়ালে থেকে একজন ধনুর্ধর শতশত্রুর মোকাবিলা করতে পারেন। রাজা, রাজকোষ ও জনসাধারণের নিরাপত্তার নিমিত্ত দুর্গ দরকার।

(৫) কোষ (Kosa)

'কোষ' বলতে কোষাগারকে বোঝান হয়েছে। কৌটিল্যের অভিমত অনুসারে ন্যায়সঙ্গত ও আইনসঙ্গতভাবে সংগৃহীত ধনদৌলত রাজার কাছেই থাকবে। রাজার কোষাগার সোনা, রুপো, মহার্ঘ মণি-রত্ন প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ থাকবে। রাজা এই সমস্ত ধনসম্পদ ন্যায়সঙ্গত ও আইনসঙ্গতভাবে সঞ্চয় করবেন এবং রাজ্যের প্রয়োজনে ব্যয় করবেন। দুর্ভিক্ষের মত দৈবদুর্বিপাকের প্রাক্কালে ব্যয় নির্বাহের সামর্থ্য কোষাগারের থাকা দরকার। বস্তুত বিত্ত ব্যতিরেকে রাজকীয় কোন কাজকর্ম সম্পাদন করা সম্ভব হয় না। অর্থশাস্ত্রে আরও বলা হয়েছে যে, সৈন্যবাহিনীর আনুগত্য ও সংগঠন সংরক্ষণের স্বার্থে সমৃদ্ধ কোষাগার অপরিহার্য। কোষাগারের সমৃদ্ধির জন্য আর্থনীতিক উন্নয়নমূলক উদ্যোগ-আয়োজন আবশ্যক। কারণ রাজ্যের আর্থিক অবস্থা অনুযায়ী কোষাগারের সমৃদ্ধি নির্ধারিত হয়। অনুকূল আর্থিক অবস্থার জন্য শস্যোৎপাদন বৃদ্ধি, ব্যবসা-বাণিজ্যের বিস্তার, বিদেশী শত্রুর অনাক্রমণ প্রভৃতি অপরিহার্য বিবেচিত হয়। বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থে কোষাগারের গুরুত্বের আলোচনা আছে। বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণে রাষ্ট্রবৃক্ষের ধারণকারী শিকড় হিসাবে কোষাগারের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। শান্তিপর্বের ভাষ্য অনুসারে শত্রু-রাষ্ট্রের কোষাগারের ক্ষয় সাধনের মাধ্যমে শত্রুকে দুর্বল ও দমন করা যায়।

কৌটিল্যের অভিমত অনুযায়ী রাজকোষ বৃদ্ধির ব্যাপারে রাজার যত্নবান হওয়া উচিত। কারণ অর্থসম্পদের উপর রাজার সর্ববিধ পরিকল্পনা নির্ভরশীল। মনুসংহিতার ভাষ্য অনুযায়ী রাজকর হল রাজকোষের মূল উৎস। সাধারণভাবে উৎপাদনের ষষ্ঠাংশ রাজকর হিসাবে সংগৃহীত হত। মহাভারতে বলা হয়েছে যে, প্রজার কোন রকম ক্ষতি না করে যাতে রাজস্ব সংগৃহীত হয়, সে বিষয়ে রাজা সতর্ক থাকবেন। তবে সংকটের সময় এক-চতুর্থাংশ বা এক-তৃতীয়াংশও রাজস্ব হিসাবে আদায় করা যেতে পারে বলে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে এবং মনুসংহিতায় উল্লেখ আছে।

রাজকোষের সম্পদের উৎস হিসাবে কামন্দক নীতিসারে আটটি উৎসের কথা বলা হয়েছে। এই উৎসগুলি হল : কৃষি, বাণিজ্য, খনি, নগর, গ্রাম, পশু, জলাধার এবং ধনবান ব্যক্তিবর্গের উপর কর। রাজা যাবতীয় খনিজ সম্পদের অধিকারী ছিলেন। তা ছাড়া মালিকানাহীন যাবতীয় সম্পত্তি এবং গুপ্তধনের উপর অধিকারও রাজার উপর ন্যস্ত ছিল। কিছু একচেটিয়া রাজকীয় ব্যবসা ছিল। উদাহরণ হিসাবে লবণের কারবারের কথা বলা যায়। এ সূত্রেও রাজকোষে আয় হত। আবার প্রচলিত কর ছাড়াও দণ্ড সূত্রে রাজকোষে অর্থাগম হত।

(৬) দণ্ড (Danda)

'দণ্ড' বলতে দমনমূলক ক্ষমতাকে বোঝায়। সাধারণত সৈন্যবাহিনীর পরিপ্রেক্ষিতে এই ক্ষমতার কথা বলা হয়। সৈন্যবাহিনীর মধ্যে পদাতিক, অশ্বারোহী, গজারোহী ও রথারোহী থাকে। সৈন্যদের মধ্যে আবার বংশানুক্রমিক, বনভূমির ভাড়াটে ও যৌথ সংস্থার সৈন্য থাকে। আবার শান্তিপর্বেও 'দণ্ড' সম্পর্কিত আলোচনায় সামরিক বাহিনীর কথা বলা হয়েছে। এই

বলা হয়েছে। এই চার ধরনের দুর্গ হল পার্বত্য দুর্গ, অরণ্যদুর্গ, জলদুর্গ ও মরুদুর্গ। দুর্গের গঠন, পরিখা, প্রাকার, প্রাচীর প্রভৃতি প্রসঙ্গে অর্থশাস্ত্রে বিশদ বিবরণ বর্তমান। কৌটিল্যের অভিমত অনুসারে রাজ্যের কেন্দ্রস্থলে এবং চারদিকে দুর্গ থাকা দরকার।

বিষ্ণু ধর্মোত্তর পুরাণের আলোচনা অনুযায়ী প্রতিটি দুর্গে থাকবে পর্যাপ্ত পরিমাণে অর্থ, অস্ত্রশস্ত্র, খাদ্যশস্য, ঔষধপত্র এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় বিবিধ দ্রব্য-সামগ্রী ও যন্ত্রপাতি। তা ছাড়া দুর্গের মধ্যে সৈন্য-সামন্ত, অশ্ব-গজ, ভারবাহী পশু থাকবে। আর দুর্গের মধ্যে অবস্থান করবে ব্রাহ্মণ, কারিগর ও অন্যান্য পেশাজীবীরা। রাজধানী হিসাবে দুর্গ ব্যবহার করার প্রয়োজনীয়তার কথা মহাভারত, মনুসংহিতা ও কামন্দক নীতিসারে আছে। মনুসংহিতায় দুর্গের প্রয়োজনীয়তার কথা বলতে গিয়ে মনুসংহিতায় বলা হয়েছে যে, দুর্গপ্রাকারের আড়ালে থেকে একজন ধনুর্ধর শতশত্রুর মোকাবিলা করতে পারেন। রাজা, রাজকোষ ও জনসাধারণের নিরাপত্তার নিমিত্ত দুর্গ দরকার।

(৫) কোষ (Kosa)

'কোষ' বলতে কোষাগারকে বোঝান হয়েছে। কৌটিল্যের অভিমত অনুসারে ন্যায়সঙ্গত ও আইনসঙ্গতভাবে সংগৃহীত ধনদৌলত রাজার কাছেই থাকবে। রাজার কোষাগার সোনা, রুপো, মহার্ঘ মণি-রত্ন প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ থাকবে। রাজা এই সমস্ত ধনসম্পদ ন্যায়সঙ্গত ও আইনসঙ্গতভাবে সঞ্চয় করবেন এবং রাজ্যের প্রয়োজনে ব্যয় করবেন। দুর্ভিক্ষের মত দৈবদুর্বিপাকের প্রাক্কালে ব্যয় নির্বাহের সামর্থ্য কোষাগারের থাকা দরকার। বস্তুত বিত্ত ব্যতিরেকে রাজকীয় কোন কাজকর্ম সম্পাদন করা সম্ভব হয় না। অর্থশাস্ত্রে আরও বলা হয়েছে যে, সৈন্যবাহিনীর আনুগত্য ও সংগঠন সংরক্ষণের স্বার্থে সমৃদ্ধ কোষাগার অপরিহার্য। কোষাগারের সমৃদ্ধির জন্য আর্থনীতিক উন্নয়নমূলক উদ্যোগ-আয়োজন আবশ্যক। কারণ রাজ্যের আর্থিক অবস্থা অনুযায়ী কোষাগারের সমৃদ্ধি নির্ধারিত হয়। অনুকূল আর্থিক অবস্থার জন্য শস্যোৎপাদন বৃদ্ধি, ব্যবসা-বাণিজ্যের বিস্তার, বিদেশী শত্রুর অনাক্রমণ প্রভৃতি অপরিহার্য বিবেচিত হয়। বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থে কোষাগারের গুরুত্বের আলোচনা আছে। বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণে রাষ্ট্রবৃক্ষের ধারণকারী শিকড় হিসাবে কোষাগারের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। শান্তিপর্বের ভাষ্য অনুসারে শত্রু-রাষ্ট্রের কোষাগারের ক্ষয় সাধনের মাধ্যমে শত্রুকে দুর্বল ও দমন করা যায়।

কৌটিল্যের অভিমত অনুযায়ী রাজকোষ বৃদ্ধির ব্যাপারে রাজার যত্নবান হওয়া উচিত। কারণ অর্থসম্পদের উপর রাজার সর্ববিধ পরিকল্পনা নির্ভরশীল। মনুসংহিতার ভাষ্য অনুযায়ী রাজকর হল রাজকোষের মূল উৎস। সাধারণভাবে উৎপাদনের ষষ্ঠাংশ রাজকর হিসাবে সংগৃহীত হত। মহাভারতে বলা হয়েছে যে, প্রজার কোন রকম ক্ষতি না করে যাতে রাজস্ব সংগৃহীত হয়, সে বিষয়ে রাজা সতর্ক থাকবেন। তবে সংকটের সময় এক-চতুর্থাংশ বা এক-তৃতীয়াংশও রাজস্ব হিসাবে আদায় করা যেতে পারে বলে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে এবং মনুসংহিতায় উল্লেখ আছে।

রাজকোষের সম্পদের উৎস হিসাবে কামন্দক নীতিসারে আটটি উৎসের কথা বলা হয়েছে। এই উৎসগুলি হল : কৃষি, বাণিজ্য, খনি, নগর, গ্রাম, পশু, জলাধার এবং ধনবান ব্যক্তিবর্গের উপর কর। রাজা যাবতীয় খনিজ সম্পদের অধিকারী ছিলেন। তা ছাড়া মালিকানাহীন যাবতীয় সম্পত্তি এবং গুপ্তধনের উপর অধিকারও রাজার উপর ন্যস্ত ছিল। কিছু একচেটিয়া রাজকীয় ব্যবসা ছিল। উদাহরণ হিসাবে লবণের কারবারের কথা বলা যায়। এ সূত্রেও রাজকোষে আয় হত। আবার প্রচলিত কর ছাড়াও দণ্ড সূত্রে রাজকোষে অর্থাগম হত।

(৬) দণ্ড (Danda)

'দণ্ড' বলতে দমনমূলক ক্ষমতাকে বোঝায়। সাধারণত সৈন্যবাহিনীর পরিপ্রেক্ষিতে এই ক্ষমতার কথা বলা হয়। সৈন্যবাহিনীর মধ্যে পদাতিক, অশ্বারোহী, গজারোহী ও রথারোহী থাকে। সৈন্যদের মধ্যে আবার বংশানুক্রমিক, বনভূমির ভাড়াটে ও যৌথ সংস্থার সৈন্য থাকে। আবার শান্তিপর্বেও 'দণ্ড' সম্পর্কিত আলোচনায় সামরিক বাহিনীর কথা বলা হয়েছে। এই

সামরিক বাহিনী গঠিত হয় (১) পদাতিক বাহিনী, (২) দেশীয় সৈন্য, (৩) ভাড়াটে সৈন্য, (৪) বাধ্যকৃত শ্রমিক, (৫) হাতি, (৬) ঘোড়া, (৭) রথ ও (৮) নৌকাকে নিয়ে। এই শান্তিপর্বে এই সৈন্যবাহিনীকে বলা হয় 'অষ্টাঙ্গ বল'।

মহাভারতে পাঁচ ধরনের বলের কথা বলা হয়েছে। এই পাঁচ ধরনের বল হল : (১) বাহুবল (সৈন্যবাহিনী), (২) ধনবল, (৩) প্রজাবল, (৪) অমাত্যবল এবং (৫) অভিজাতবল। প্রথম বল হিসাবে সৈন্যবাহিনীর কথা বলতে গিয়ে ছ' ধরনের বাহিনীর কথা বলা হয়েছে। এই ছ'ধরনের বাহিনী হল : (ক) বংশানুক্রমিক বাহিনী (মৌল), (খ) ভাড়াকরা বাহিনী (ভৃত বা ভৃত্য), (গ) পেশাদার সৈনিক সংঘ থেকে গৃহীত বাহিনী, (ঘ) মিত্র বা বশীভূত রাজার সৈন্য বাহিনী, (ঙ) আগে অমিত্র রাজার অনুগত ছিল এমন বাহিনী এবং (চ) বন্য উপজাতিদের নিয়ে গঠিত বাহিনী (অটবী)।

অর্থশাস্ত্রের আলোচনা অনুসারে সৈন্যরা হবে বংশানুক্রমিক ও অনুগত। যুদ্ধের সময় সব রকম দ্রব্যসামগ্রী সরবরাহ করে সৈন্যবাহিনীকে সুসজ্জিত করতে হবে। সামরিক বাহিনী রাজার ইচ্ছার অনুবর্তী হবে, অর্থাৎ রাজার ইচ্ছানুসারে কাজ করবে। রাজার সৈন্যবাহিনী হবে অজেয়। সৈন্যরা হবে কাজকর্মে দক্ষ, ধৈর্যশীল এবং লাভ-ক্ষতির ব্যাপারে নির্লিপ্ত। সৈন্যদের স্ত্রী-পুত্রের ভরণ-পোষণের ভার রাষ্ট্র বহন করবে।

অর্থশাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, সৈন্যবাহিনীর জন্য ক্ষত্রিয়রাই হল সর্বাধিক উপযোগী। যুদ্ধ সম্পর্কিত কাজকর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে ক্ষত্রিয়দের বিশেষ সামর্থ্যের সমর্থনে বিভিন্ন ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধগ্রন্থে আলোচনা আছে। তবে আপৎকালীন অবস্থায় জরুরী প্রয়োজনে মনু ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যদেরও অস্ত্রধারণের অনুমতি দিয়েছেন। মনু শূদ্রদের অস্ত্রধারণের অনুমতি দেন নি। কিন্তু কৌটিল্য সংখ্যাধিক্যের কথা বিবেচনা করে, বৈশ্য ও শূদ্রদের সৈন্যবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করেছেন।

(৭) মিত্র (Mitra)

'মিত্র' বলতে সাধারণভাবে সুহৃদের কথাই বলা হয়েছে। প্রাচীন ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তায় 'মিত্র'-কে রাষ্ট্রের অন্যতম অপরিহার্য উপাদান হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে মিত্রের লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অর্থশাস্ত্রের আলোচনা অনুসারে মিত্র হবে বংশানুক্রমিক ও অকৃত্রিম। প্রয়োজনের সময় সাহায্য-সহযোগিতার জন্য যে প্রস্তুত থাকে এবং যার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার কোন আশংকা থাকে না, সে হল মিত্র। বিপরীতক্রমে যারা লোভী, অন্যায়ী, লম্পট ও দুষ্কৃতী, তারা হল শত্রু।

কামন্দক নীতিসারের ভাষ্য অনুযায়ী মিত্র চার ভাবে হতে পারে : (১) জন্মসূত্রে, (২) বংশসূত্রে, (৩) আত্মীয়তাসূত্রে এবং (৪) দায়ে পড়ে। মহাভারতে চার ধরনের মিত্রের উল্লেখ আছে। এই চার ধরনের মিত্র হল : (ক) স্বাভাবিক মিত্র, (খ) অর্জিত মিত্র, (গ) অভিন্ন লক্ষ্যযুক্ত মিত্র এবং (ঘ) নিরাপত্তা লাভের আশায় আসা মিত্র। মহাভারতের আর এক জায়গায় অন্য চার প্রকার মিত্রের কথা বলা হয়েছে। এই চার প্রকার মিত্র হল : (১) সহজ-মিত্র, (২) ধনবলে বশীভূত মিত্র, (৩) বাহুবলে অধিকৃত মিত্র এবং (৪) আলোচনা সূত্রে পক্ষভুক্ত মিত্র। তবে মিত্র সম্পর্কিত আলোচনায় মহাভারতের একটি বক্তব্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মহাভারতের ভাষ্য অনুযায়ী রাজার শত্রু-মিত্র হয় না। শত্রু-মিত্রের বিষয়টি স্থান-কালের উপর নির্ভরশীল এবং সামগ্রিক বিচারে আপেক্ষিক।

রাষ্ট্রের সপ্তাঙ্গ মতবাদের মূল্যায়ন (Evaluation of the Saptanga Theory of the State)

(১) অর্থশাস্ত্রে রাষ্ট্রের সংজ্ঞা সম্পর্কিত আলোচনায় কৌটিল্য রাষ্ট্রের উপরিউক্ত সাতটি উপাদানের কথা বলেছেন। তবে এ বিষয়ে কিছু পৃথক কথাও আছে। শান্তিপর্বের কোন কোন পাঠান্তরে 'অষ্টাঙ্গিকা রাজ্য' কথাগুলি ব্যবহার করা হয়েছে। এর দ্বারা রাষ্ট্রের আটটি উপাদানের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু অষ্টম উপাদানটির উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায় না। অধ্যাপক শর্মা (R. S. Sharma) এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন : "A difference, however, is found in some

manuscripts of the *Santi Parva*, which uses the term *astangika rajya* ... but the eighth element is not mentioned anywhere."

(২) সপ্তাঙ্গ মতবাদ ও আঙ্গিক মতবাদ (The Saptanga Theory and the Organic Theory)

আঙ্গিক মতবাদ বা জৈব মতবাদ হল রাষ্ট্রের প্রকৃতি বিষয়ক একটি প্রাচীন ও গুরুত্বপূর্ণ মতবাদ। এই মতবাদ অনুসারে রাষ্ট্র মানুষের তৈরী একটি কৃত্রিম সংস্থা নয়। জীববিজ্ঞানমূলক একটি ব্যাখ্যার ভিত্তিতে রাষ্ট্রকে একটি প্রাণবন্ত সামাজিক জীব হিসাবে প্রতিপন্ন করা হয়। রাষ্ট্র একটি নিষ্প্রাণ যন্ত্রমাত্র নয়; সচেতন জীবন্ত দেহবিশেষ। সুতরাং রাষ্ট্রের প্রকৃতি জীবদেহের প্রকৃতির অনুরূপ। এই হল এই মতবাদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। রাষ্ট্রকে একটি জীবদেহের সঙ্গে তুলনা করে জৈব মতবাদ উভয়ের মধ্যে কতকগুলি প্রকৃতিগত ও গঠনগত সাদৃশ্য প্রমাণ করার চেষ্টা করে। আঙ্গিক মতবাদ বা জৈব মতবাদ অনুযায়ী জীবজন্তু বা বৃক্ষাদির মত রাষ্ট্র হল একটি জীবন্ত প্রাণী। জীবদেহের মত রাষ্ট্রও বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সমন্বয়ে গঠিত। আবার জীবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলির মত রাষ্ট্রের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি পরস্পরের পরিপূরক ও পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। জীবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলির প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র কার্য সম্পাদন করে। অনুরূপভাবে রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গ নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদন করে। এবং কার্য সম্পাদনের উপর রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব ও সাফল্য নির্ভরশীল। আবার জীবদেহের মতই রাষ্ট্রের উৎপত্তি, বিকাশ ও বিনাশ ঘটে। অধ্যাপক সালেটোর (B. A. Saletore) তাঁর *Ancient Indian Political Thought and Institutions* শীর্ষক গ্রন্থে রাষ্ট্রের আঙ্গিক মতবাদ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন: "According to it the State is a living organism, like animals and plants, possessing organs each of which performs a specialized function, and is subject to development and decay. The organs are dependent on each other and on the whole for their continued existence."

আঙ্গিক মতবাদ

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র এবং মনুস্মৃতির ভাষ্য অনুসারে রাষ্ট্রকে কতকগুলি অংশের একটি আলগা একত্রীকরণ হিসাবে প্রতিপন্ন করা যায় না। রাষ্ট্রের অংশ বা অঙ্গগুলির স্বতন্ত্র স্বার্থ বা স্বাধীন গতিবিধি থাকে না। রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য হিসাবে আঙ্গিক ঐক্যের কথা বলা হয়। কৌটিল্য ও মনুর মতানুসারে রাজা, অমাত্য-মন্ত্রী, জনপদ, কোষাগার, দুর্গ, সৈন্যবাহিনী ও মিত্রবর্গ—এই সাতটি উপাদানকে নিয়ে রাষ্ট্র গঠিত হয়। জীবদেহ ও তার অঙ্গসমূহের মধ্যে জৈব সম্পর্ক বর্তমান। রাষ্ট্র এবং তার সাতটি অঙ্গের মধ্যে অনুরূপ সম্পর্ক বর্তমান। সুতরাং রাষ্ট্রের সপ্তাঙ্গ মতবাদও হল জৈব মতবাদ। সপ্তাঙ্গ মতবাদ অনুসারে রাষ্ট্র হল একটি জীবদেহ সদৃশ। রাষ্ট্রের সাতটি উপাদান হল রাষ্ট্রদেহের সাতটি অঙ্গের ন্যায়। জীবদেহের প্রতিটি অঙ্গের মত রাষ্ট্রদেহের প্রতিটি অঙ্গের নিজস্ব কর্তব্য আছে। এই কর্তব্য সম্পাদনের জন্য জীবদেহের অঙ্গসমূহের মত রাষ্ট্রদেহের অঙ্গগুলি পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। পরবর্তীকালের লেখক কামন্দক এবং শুক্রও অনুরূপ অভিমত পোষণ করেন। এবং এঁদের অভিমত অনুসারে রাষ্ট্রের সপ্তাঙ্গ মতবাদ হল স্বতঃসিদ্ধ সত্য। এ বিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ নেই। 'শুক্রনীতি' শীর্ষক গ্রন্থে বি. কে. সরকারের আলোচনা অনুসারে রাজা রাষ্ট্রদেহের মস্তিষ্ক স্বরূপ, অমাত্যবর্গ চক্ষু স্বরূপ, জনপদ পদ স্বরূপ, দুর্গ বাহু স্বরূপ, কোষ মুখগহ্বর স্বরূপ, দণ্ড বা বল মন স্বরূপ এবং মিত্র কর্ণ স্বরূপ। তবে জীবদেহের কোন্ অঙ্গটির সঙ্গে সপ্তাঙ্গ মতবাদের কোন উপাদানটি তুলনীয় এবং সাতটি অঙ্গের আপেক্ষিক গুরুত্ব প্রসঙ্গে শাস্ত্রকারদের মধ্যে মতের অনৈক্য অনস্বীকার্য। যাইহোক ভান্ডারকর এবং বিনয়কুমার সরকার রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কিত সপ্তাঙ্গ মতবাদকে জৈব বা আঙ্গিক মতবাদ হিসাবে স্বীকার করার পক্ষপাতী।

সপ্তাঙ্গ মতবাদ জৈব মতবাদ

প্রাচীন ভারতের চিন্তাবিদ্‌দের মতানুসারে রাষ্ট্রের সাতটি উপাদান হল রাষ্ট্র-দেহের সাতটি অঙ্গ। রাষ্ট্র-দেহের এই সাতটি অঙ্গের মধ্যে রাজা ও অমাত্যের মত কিছু অঙ্গ অধিকতর অভিক্ষিপ্ত

প্রতিপন্ন হয় এবং দুর্গ ও মিত্রের মত কিছু অঙ্গ অপেক্ষাকৃত কম বিশিষ্ট হয়। রাষ্ট্রের সপ্তাঙ্গ মতবাদ সম্পর্কিত এই মন্তব্য রাষ্ট্রের আঙ্গিক মতবাদ বা জৈব মতবাদের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কারণ জীবদেহের ক্ষেত্রেও মস্তিষ্ক ও চক্ষুর মত কিছু অঙ্গ নাক-কানের মত কিছু অঙ্গের তুলনায় অধিক গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্র-দেহের প্রতিটি অঙ্গ রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ও বিকাশের পক্ষে অপরিহার্য। কারণ কোন একটি অঙ্গের কার্য অন্য কোন অঙ্গের দ্বারা সম্পাদিত হতে পারে না। কামন্ডক নীতিসার অনুসারে রাষ্ট্রের অঙ্গসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ-সংহতি ও নির্ভরশীলতার সম্পর্ক বজায় থাকলে রাষ্ট্র তার অস্তিত্বকে অব্যাহত রাখতে পারে এবং রাষ্ট্রীয় কাজকর্ম সম্যকভাবে সম্পাদিত হতে পারে। একটি অঙ্গের অনুপস্থিতিতে রাষ্ট্র টিকে থাকতে পারে না। মনুর মতানুসারে তিনটি লাঠিকে পরস্পরের সঙ্গে হেলান দিয়ে রাখা অবস্থায় একটি লাঠিকে সরিয়ে নিলে পুরো কাঠামোটি পড়ে যাবে। অনুরূপভাবে রাষ্ট্রদেহের একটি অঙ্গের অবর্তমানে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে। এই কারণে অর্থশাস্ত্রের ভাষ্য অনুযায়ী রাষ্ট্রদেহের কোন অঙ্গই চূড়ান্ত বিচারে অন্য কোন অঙ্গের থেকে অধিক বা কম গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে না।

রাষ্ট্রের সপ্তাঙ্গ মতবাদ ও আঙ্গিক মতবাদ

রাষ্ট্রের উপাদানসমূহের মধ্যে সংহতির কথা বলতে গিয়ে কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রে বলেছেন যে, অতীব দুর্বিপাকে রাষ্ট্রের একটি উপাদান বিপদাপন্ন হয়ে পড়লে তার প্রতিকূল প্রভাব থেকে অন্যান্য উপাদান পরিত্রাণ পায় না। মনু রাষ্ট্রের উপাদানসমূহের মধ্যে পারস্পরিক গভীর সংযোগ-সম্পর্কের কথা সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন। মনুস্মৃতি এবং শান্তিপর্বে 'অঙ্গ' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ রাষ্ট্রের উপাদানসমূহ জীবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঙ্গে তুলনীয়। আবার কামন্ডক নীতিসারের ভাষ্য অনুযায়ী রাষ্ট্রের সাতটি অঙ্গের একটি যদি ক্ষতিগ্রস্ত ও বিপন্ন হয়ে পড়ে, তা হলে সমগ্র রাষ্ট্রের স্বাভাবিক কাজকর্ম বিপন্ন হয়ে পড়বে। এই কারণে রাষ্ট্রের ক্ষতিগ্রস্ত অঙ্গটির নিরাময়ের ব্যবস্থা করা দরকার। তবে শুক্রনীতিসারেতে আঙ্গিক মতবাদের অধিকতর বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ বর্তমান। শুক্রনীতিসারেতে রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গকে মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

মনুস্মৃতি, শান্তিপর্ব, কামন্ডক নীতিসার ও শুক্রনীতিসার

গ্রীক দার্শনিক প্লেটো-অ্যারিস্টটলও আঙ্গিক মতবাদের কথা বলেছেন। এই দুই গ্রীক পণ্ডিত মোটামুটি কৌটিল্যের সমসাময়িক ছিলেন। প্লেটো স্বাভাবিক মানবদেহের সঙ্গে রাষ্ট্রের তুলনা করেছেন। তাঁর অভিমত অনুসারে যখন হাতের একটি আঙ্গুলে আঘাত লাগে, তখন সমগ্র দেহই যন্ত্রণা অনুভব করে। অনুরূপভাবে যখন রাষ্ট্রের কোন এক সদস্য আহত হয়, তখন সকলকেই যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। প্লেটোর 'দার্শনিক অভিভাবক', 'যোদ্ধা' ও 'কারিগর-কৃষকের' সঙ্গে যথাক্রমে কৌটিল্যের 'স্বামী', 'দণ্ড' ও 'জনপদ' তুলনীয়। প্লেটোর মতানুসারে স্বাভাবিক মানবদেহের অঙ্গ-প্রতঙ্গের মধ্যে যে সংহতি বর্তমান, অনুরূপ ঐক্য ও সংহতি যে রাষ্ট্রের মধ্যে আছে, সেই রাষ্ট্রই হল সর্বশ্রেষ্ঠ। প্লেটো ব্যক্তির কার্যকলাপ ও রাষ্ট্রীয় কার্যাবলীর মধ্যে সাদৃশ্যের কথা বলেছেন। তিনি প্রজ্ঞা, সাহস ও ক্ষুধা মানুষের এই তিনটি প্রবৃত্তির ভিত্তিতে সমাজকে যথাক্রমে শাসক, যোদ্ধা ও শ্রমিক এই তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। অ্যারিস্টটলের কাছে সমগ্র রাষ্ট্র সম্পর্কে ধারণা ব্যতিরেকে রাষ্ট্রের কোন অংশ সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায় না। কারণ অংশ হল সমগ্রেরই অংশ। দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় হাত যেমন হাত নয়, তেমনি রাষ্ট্রের সদস্যপদ ব্যতিরেকে ব্যক্তি মানুষ হিসাবে বিবেচিত হতে পারে না। দেহের সঙ্গে রাষ্ট্রের তুলনা প্রসঙ্গে অ্যারিস্টটল আরও বলেছেন যে, রাষ্ট্রের একটি অংশ নিয়ে বাড়াবাড়ি করা দেহের একটি অংশ নিয়ে বাড়াবাড়ি করার সামিল। গ্রীক রাষ্ট্র-দার্শনিকদের আঙ্গিক মতবাদ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে অধ্যাপক শর্মা বলেছেন : "The idea is...to emphasise the unity of the state, which was jeopardised by the perpetual struggle between the democratic and oligarchical elements in the Greek cities."

প্লেটো-অ্যারিস্টটলের আঙ্গিক মতবাদ

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে স্পষ্টত প্রতিপন্ন হয় যে, প্রাচীন ভারতের রাজনীতিক চিন্তাবিদ্‌দের অভিমত অনুসারে রাষ্ট্র হল জীবদেহের মত একটি আঙ্গিক একক; বিভিন্ন অঙ্গের একত্রীকরণের ফলে এর সৃষ্টি। প্রাচীন ভারতীয় চিন্তাবিদ্‌রা নৃপতি এবং সরকারকে রাষ্ট্রদেহের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসাবে বিবেচনা করতেন। একথা অস্বীকার করা যাবে না। কিন্তু এ কথাও ঠিক যে, অন্যান্য অঙ্গ অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ হলেও রাষ্ট্রদেহের সফল ও সক্রিয় অস্তিত্বের জন্য একান্তভাবে অপরিহার্য। তবে রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কিত আঙ্গিক মতবাদের বক্তব্য পুরোপুরি মেনে নেওয়া যায় না। রাষ্ট্র ও জীবদেহের মধ্যে সাদৃশ্যমূলক আলোচনা সর্বাংশে স্বীকার্য নয়। রাষ্ট্র ও জীবদেহ এক রকম নয়। অধ্যাপক বার্কার বলেছেন : "The State is not an organism but it is like an organism." জীবদেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও কোষসমূহের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বা ইচ্ছা থাকতে পারে না; এগুলি স্বতন্ত্র ও স্বাধীনভাবে কার্য সম্পাদন করতে পারে না। কিন্তু রাষ্ট্রের সকল উপাদান সম্পর্কে এ কথা একেবারেই খাটে না। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক আলটেকর (A.S.Altekar) তাঁর *State and Government in Ancient India* শীর্ষক গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন : "Forts and resources can exist independently and may be wielded into a new state by some groups of the subjects, who may not be able to see eye to eye with the old government."

সমালোচনা

আঙ্গিক মতবাদের আধুনিক প্রবক্তা হিসাবে হারবার্ট স্পেন্‌সার (Herbert Spencer)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। স্পেনসার ডারউইনের বিবর্তনবাদের ভিত্তিতে জৈব মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। তিনি জীবদেহ ও সমাজদেহের গঠনগত ও কার্যাবলীর সাদৃশ্য ব্যাখ্যা করেছেন। জীবদেহের শিরা-উপশিরার ন্যায় রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে আছে পরিবহন ব্যবস্থা। স্নায়ু যেমন জীবদেহকে নিয়ন্ত্রণ করে, তেমনি রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সরকারের উপর ন্যস্ত থাকে। রাষ্ট্র ও জীবদেহের মধ্যে মৌলিক সাদৃশ্যের কথা বললেও স্পেন্‌সার সমাজদেহ ও জীবদেহের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করেছেন। তাঁর মতানুসারে জীবদেহের কোষসমূহ দেহের ভিতরে সুদৃঢ়ভাবে সংবদ্ধ থাকে; কিন্তু সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গ পরস্পরের সঙ্গে তেমনভাবে সম্পর্কযুক্ত নয়। মানুষের সমগ্র চেতনা একটি ক্ষুদ্র অংশে কেন্দ্রীভূত থাকে, কিন্তু রাষ্ট্রের কোন বিশেষ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে রাজনীতিক চেতনা গড়ে উঠে না। স্পেনসার এইভাবে রাষ্ট্রের উপর ব্যক্তির নির্ভরশীলতার পরিবর্তে ব্যক্তির পৃথক সত্তা ও স্বাতন্ত্র্যের কথা বলেছেন। অধ্যাপক শর্মা (R.S. Sharma) স্পেনসার-এর আঙ্গিক মতবাদ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন : "His (Spencer's) object seems to have been to underline the unity of the industrial state, for he compares the industrial organisation to the elementary organ, commercial (distributive) organisation to the circulatory organ, political organisation to the nervo-motor organs, and the legislature to the cerebrum in man." অপরদিকে প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্রচিন্তায় রাষ্ট্র সম্পর্কিত আঙ্গিক মতবাদে রাষ্ট্রপ্রধানের সঙ্গে সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন উপাদানের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বংশানুক্রমিক অমাত্যদের ও দণ্ডনায়কদের ক্রমবর্ধমান স্বাধীনতার পরিপ্রেক্ষিতে অন্যান্য উপাদানের গুরুত্বের উপর জোর দেওয়া হয়। তবে মৌর্য আমলে এই প্রবণতা তেমন প্রবলভাবে প্রতিপন্ন হয়নি। এই কারণে কৌটিল্য খোলাখুলিভাবে রাষ্ট্রের আঙ্গিক মতবাদের সমর্থনে সোচ্চার হন নি।

আধুনিক আঙ্গিক মতবাদ ও প্রাচীন ভারতের আঙ্গিক মতবাদ

(৩) রাষ্ট্রের উপাদান—প্রাচীন ধারণা ও আধুনিক ধারণা (Constituents of the State—Ancient and Modern Concept)

রাষ্ট্রের গঠনমূলক উপাদানসমূহ সম্পর্কিত প্রাচীন ভারতীয় চিন্তাবিদ্‌দের ধ্যান-ধারণার সঙ্গে আধুনিক কালের রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের ধ্যান-ধারণার সাদৃশ্যমূলক আলোচনা করা যেতে পারে।

অধ্যাপক গার্নার (Garner) প্রদত্ত সংজ্ঞার পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রের চারটি মূল উপাদানের কথা বলা হয়। এগুলি হল : জনসমষ্টি, নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, সরকার ও সার্বভৌমত্ব। রাষ্ট্রের সপ্তাঙ্গ মতবাদেও এই উপাদানগুলি আছে বলে দাবী করা হয়। অধ্যাপক রামশরণ শর্মার মতানুসারে সার্বভৌমত্ব, সরকার, ভূখণ্ড ও জনসমষ্টি সম্পর্কে জানা যায় যথাক্রমে সপ্তাঙ্গ মতবাদের 'স্বামী', 'অমাত্য' ও 'জনপদ'-এর ধারণা থেকে। অর্থাৎ রাষ্ট্রের সপ্তাঙ্গ মতবাদে অন্য আধুনিক রাষ্ট্রের উপাদানসমূহের আলোচনা আছে। অধ্যাপক শর্মা (R. S. Sharma) তাঁর *Aspects of Political Ideas and Institutions in Ancient India* শীর্ষক গ্রন্থে বলেছেন : ".....the modern constituents of the state such as sovereignty, government, territory and population are covered respectively by the elements of *swami*, *amatya* and *janapada* in the saptanga theory of the state." তবে অধ্যাপক শর্মার মতানুসারে 'স্বামী' বা রাজার সঙ্গে সার্বভৌমত্বের ধারণাকে সমার্থক প্রতিপন্ন করার কিছু অসুবিধা হয়ত আছে। কারণ রাজাকে ধর্মীয় বিধান অনুসারে রাজ্যের শাসনকার্য পরিচালনা করতে হয়। সুতরাং এ দিক থেকে রাজার সঙ্গে সরকারের সাদৃশ্যের কথা বলা যায়। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক আলটেকর (A. S. Altekar) মন্তব্য করেছেন : "Of the seven constituents, swamin (King) and amatyas (ministers) constituted the central government which exercised the sovereign powers and imparted the central unity."

সপ্তাঙ্গ মতবাদের আধুনিক রাষ্ট্রের উপাদান আছে

তবে আধুনিক রাষ্ট্রের অন্যান্য উপাদানসমূহের ধারণা সপ্তাঙ্গ মতবাদে পাওয়া যায়। এ বিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ নেই। আবার কারও কারও মতানুসারে সপ্তাঙ্গ মতবাদে রাষ্ট্রের উপাদান হিসাবে জনসমষ্টি সম্পর্কে কোন উল্লেখ নেই। অধ্যাপক আলটেকর বলেছেন : "It is a little surprising to note that population as such is not mentioned as one of the constituents of the state, that was probably because it was realised that is was too evident a truth to be specifically mentioned." কিন্তু অধ্যাপক আলটেকরের এই অভিমত সর্বাংশে স্বীকার্য নয়। কারণ যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিতে রাষ্ট্রের কাঠামোগত উপাদান হিসাবে জনসমষ্টির কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিতে জনসমষ্টি অর্থে 'জন' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাচীন ভারতের অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থে জনবসতিসমন্বিত অঞ্চল অর্থে 'জনপদ' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

'জন' 'জনপদ' ও জনসমষ্টি

আধুনিককালের রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য বা অন্যতম উপাদান হিসাবে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির কথা বলেন। অর্থাৎ অন্যান্য রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত না হলে কোন দেশ রাষ্ট্র হিসাবে মর্যাদা পায় না এবং আইনানুসারে রাষ্ট্র হিসাবে বিবেচিত হয় না। অনেকের অভিমত অনুসারে সপ্তাঙ্গ মতবাদের 'মিত্র' উপাদানটির সঙ্গে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির লক্ষণীয় সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। তবে 'মিত্র' শব্দটির দ্বারা সরাসরি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির কথা বলা হয়নি। 'মিত্র' শব্দটির মাধ্যমে রাষ্ট্রের সুহৃদ সংগ্রহের কথা বলা হয়েছে।

'মিত্র' ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি

রাষ্ট্রের সপ্তাঙ্গ মতবাদে সৈন্যবাহিনী, রাজধানী ও রাজস্ব সম্পর্কে আলোচনা আছে। কিন্তু রাষ্ট্র সম্পর্কিত আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায় এ বিষয়ে কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। অধ্যাপক শর্মা এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন : "Since these ingredients are not clearly mentioned in the modern definition, it sounds to be abstract in contrast to the ancient definition, which was concrete and eminently practical." তবে এ কথাও বলা হয় যে, সম্ভবত

সৈন্যবাহিনী ও রাজস্ব এবং সার্বভৌমত্ব

সার্বভৌমত্বের ধারণার মধ্যেই সৈন্যবাহিনী ও রাজস্বের ধারণা নিহিত আছে। সার্বভৌমই দমনমূলক ক্ষমতা প্রয়োগ করে এবং রাজস্ব সংগ্রহ করে।

(৪) প্লেটো-অ্যারিস্টটল এবং কৌটিল্য (Plato-Aristotle and Kautilya)

প্রাচীন ভারতীয় চিন্তাবিদ্‌রা রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। কৌটিল্য রাষ্ট্রের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি প্রসঙ্গে যথাসম্ভব বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন। প্রাচীনকালের পরিস্থিতির ও পরিপ্রেক্ষিতে অধিকতর বিস্তারিত আলোচনা ছিল এক রকম অসম্ভব। গ্রীক রাষ্ট্রদার্শনিকদের আলোচনায় রাষ্ট্রের গঠনগত উপাদান সম্পর্কে তেমন কোন আলোচনা পাওয়া যায় না। রাষ্ট্রের সংজ্ঞা সম্পর্কিত যেমন সব দিক থেকে সম্পূর্ণ আলোচনা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে পাওয়া যায়, গ্রীক পণ্ডিতদের আলোচনায় তা পাওয়া যায় না। রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে প্লেটো-অ্যারিস্টটলও চিন্তা-ভাবনা করেছেন। এ বিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ নেই। কিন্তু এই দুই বিশ্ববন্দিত গ্রীক রাষ্ট্রদার্শনিকের আলোচনা বিস্তারিত বা সুসম্পূর্ণ নয়।

প্লেটো তাঁর 'রিপাবলিক' শীর্ষক গ্রন্থে রাষ্ট্রের গঠনগত উপাদান সম্পর্কে অল্পবিস্তর আলোচনা করেছেন। প্লেটোর দার্শনিকের (Philosopher) সঙ্গে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের সপ্তাঙ্গ মতবাদের 'স্বামী' (Swami)-র তুলনা করা যেতে পারে। অনুরূপভাবে আবার রিপাবলিকের 'যোদ্ধার' (warriors) সঙ্গে সপ্তাঙ্গ মতবাদের 'দণ্ড' (danda)-র তুলনা চলে। তেমনি রিপাবলিকের কারিগর ও কৃষকের (artisans and husbandmen) সঙ্গে সপ্তাঙ্গ মতবাদের 'জনপদ' (janapada)-এর তুলনা কতকাংশে করা যায়। অ্যারিস্টটল তাঁর 'পলিটিকস' শীর্ষক গ্রন্থে নগরের আয়তন এবং জনসমষ্টির সীমা নির্ধারণের চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতানুসারে কয়েকটি পরিবার ও গ্রামের সমন্বিত রূপই হল রাষ্ট্র ("The state is 'union of families and villages having for its end perfect and self-sufficing life, by which we mean a happy and honourable life.")। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হল আদর্শ ও স্বাবলম্বী জীবন, অর্থাৎ সুখী ও সম্মানজনক জীবন যাপন করা। তবে সমালোচকদের অভিমত অনুসারে রাষ্ট্রের সংজ্ঞা ও আনুষঙ্গিক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে প্লেটোর 'রিপাবলিক' (Republic) এবং অ্যারিস্টটলের 'পলিটিক্‌স' (Politics)-এর থেকে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র অধিক সমৃদ্ধ। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক শর্মা (R.S. Sharma) তাঁর *Aspects of Political Ideas and Institutions in Ancient India* শীর্ষক গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন : "Keith complains that it would be melancholy if the Arthasastra were the best that India could show as against the Republic of Plato or the Politics of Aristotle, but in respect of the definition of the state there is no basis for such a criticism, on the contrary Kautilya surpasses the Greek philosopers in this field."

রাষ্ট্রের সংজ্ঞা সম্পর্কিত কৌটিল্যের আলোচনা বিস্তৃত ও সম্পূর্ণ

কৌটিল্য তাঁর সপ্তাঙ্গ মতবাদে রাষ্ট্রের উপাদানসমূহের দুর্দশা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন এবং তার প্রতিকারের কথাও বলেছেন। অ্যারিস্টটলও রাষ্ট্রের অস্থিরতা ও অস্থায়িত্বের কারণসমূহ উল্লেখ করেছেন। এই গ্রীক দার্শনিক কতকগুলি সাধারণ কারণের কথা বলেছেন যা সমগ্র রাষ্ট্রের ক্ষতি সাধন করে। এ ছাড়াও তিনি কতকগুলি বিশেষ কারণের কথা বলেছেন যা বিশেষ ধরনের সরকারের ক্ষতি করে। তবে ধনী-দরিদ্রের মধ্যে সংঘাতকেই তিনি এ ক্ষেত্রে মুখ্য কারণ হিসাবে নির্দেশ করেছেন। কিন্তু কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে রাষ্ট্রের দুর্দশা সংক্রান্ত এ রকম কোন কারণের কথা বলা হয় নি। সপ্তাঙ্গ মতবাদে কৌটিল্য রাষ্ট্রের উপাদানসমূহের দুর্দশার কারণ ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিকারের উপায় সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন। এই ভারতীয় রাষ্ট্র-দার্শনিক রাজার পদকে মহিমান্বিত করেছেন এবং বলেছেন যে, রাজা সদা সতর্ক থাকলে

রাষ্ট্রের দুঃখ-দুর্দশা এড়ান যাবে। অপরদিকে অ্যারিস্টটল প্রতিকারের কথা বলতে গিয়ে গণতান্ত্রিক ও ধনিকতান্ত্রিক শক্তিসমূহের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

(৫) উপাদানসমূহের দুর্বলতা (Weakness of the Elements)

সপ্তাঙ্গ মতবাদে উল্লিখিত রাষ্ট্রের সাতটি উপাদান হল স্বামী, অমাত্য, জনপদ, দুর্গ, কোষ, দণ্ড এবং মিত্র। সপ্তাঙ্গ মতবাদে রাষ্ট্রের উপাদান সাতটিকে আপেক্ষিক গুরুত্ব অনুযায়ী পর পর সাজান হয়েছে। এই সাতটি উপাদানের সম্ভাব্য দুর্বলতা ও তার প্রকৃতি প্রসঙ্গে কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রে আলোচনা করেছেন। তাঁর অভিমত অনুসারে রাষ্ট্রের উপাদানসমূহের মধ্যে অগ্রবর্তী উপাদানের দুর্বলতা অনুবর্তী উপাদানের দুর্বলতা থেকে অধিক ক্ষতিকারক ও গুরুত্বপূর্ণ। যে দুর্বলতা রাজার ক্ষতি সাধন করে তা অমাত্যের ক্ষতিকারক দুর্বলতার থেকে অধিক চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অনুরূপভাবে আবার অমাত্যের ক্ষতিকারক দুর্বলতা জনপদের ক্ষতিকারক দুর্দশার থেকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিপন্ন হয়। এর থেকে রাষ্ট্রের উপাদানসমূহের আপেক্ষিক গুরুত্ব সম্পর্কে কৌটিল্যের ধারণার পরিচয় পাওয়া যায়। রাষ্ট্রের উপাদানসমূহের দুর্বলতা বা দুর্দশা সম্পর্কিত কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের আলোচনা ভারতের রাষ্ট্র চিন্তার ইতিহাসে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়। অধ্যাপক শর্মা এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন : "An important theoretical contribution made by Kautilya in connection with the discussion of the seven elements of the state is his exposition of the nature of calamities affecting the various *prakrtis*."

কৌটিল্য উপাদানগুলির ক্ষতিকারক দুর্বলতার প্রকৃতি প্রসঙ্গেও আলোচনা করেছেন। 'স্বামী' বা রাজা মদ, জুয়া ও নারীতে আসক্ত হয়ে পড়তে পারেন এবং এইভাবে নৈতিক ও মানসিক ব্যাধির শিকার হতে পারেন। কৌটিল্য 'অমাত্যে'র দুর্বলতা সম্পর্কে আলোচনা করেন নি। কিন্তু অগ্নিপুরাণে এ বিষয়ে আলোচনা আছে। অগ্নিপুরাণ অনুসারে সচিবদের মধ্যে আলস্য, মাদকাসক্তি, ভারসাম্যহীনতা, দ্বিচারিতা, সিদ্ধান্তহীনতা, ঔদ্ধত্য প্রভৃতি দেখা দিতে পারে। 'জনপদে'র দুর্দশার কারণ হিসাবে অর্থশাস্ত্রে ভূখণ্ডের মধ্যে সশস্ত্র অধিবাসীর আধিক্য, রাজধানীতে কৃষিজীবীদের আধিক্য, জনসমষ্টির মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদ প্রভৃতির কথা বলা হয়েছে। কৌটিল্য 'দুর্গে'র দুর্বলতার বিষয়েও কিছু বলেন নি। অগ্নিপুরাণে কিন্তু সুরক্ষিত দুর্গের দুর্দশার কতকগুলি কারণের কথা বলা হয়েছে। এই কারণগুলি হল : দুর্গ-প্রাচীরের ধ্বংসাবস্থা, খানা-খন্দে ভরা দুর্গ-চত্বর, সৈন্যবাহিনীর স্বল্পতা, প্রতিরক্ষার দুর্বলতা প্রভৃতি। খরা, বন্যা, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ-দুর্বিপাকের কারণে রাষ্ট্রের 'কোষাগার' দুর্বল হয়ে পড়তে পারে। আবার অর্থশাস্ত্রের ভাষ্য অনুসারে এ ক্ষেত্রে মনুষ্যসৃষ্ট কারণও থাকতে পারে। যেমন, প্রতারণাপূর্ণ হিসাবপত্র, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের স্বার্থে রাজস্ব রেহাই, আদায়কারীদের অমানবিক আচরণ প্রভৃতি কারণের জন্য কোষাগার দুর্বল হয়ে পড়তে পারে। 'দণ্ড' বা সৈন্যবাহিনীর দুর্বলতার কথা বলতে গিয়ে অর্থশাস্ত্রে বাহিনীর মধ্যে দুর্বিনীত, প্রতারক ও নির্লিপ্ত ব্যক্তির আধিক্যের কথা বলা হয়েছে। সৈন্যবাহিনীর সদস্যদের মধ্যে যারা বেতন পায় না এবং স্ত্রী-বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হয় তাদের মধ্যেই এই সমস্ত দুর্বলতা দেখা দেয়। অর্থশাস্ত্রে 'মিত্রে'র ক্ষতিকারক দুর্বলতার কথাও বলা হয়েছে। মিত্র-রাষ্ট্র অন্যান্য রাষ্ট্রসমূহের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়তে পারে বা বন্ধু-রাষ্ট্রের স্বার্থের ব্যাপারে নির্লিপ্ত হয়ে পড়তে পারে।

রাষ্ট্রের উপাদানসমূহের দুর্দশা বা দুর্বলতা

রাষ্ট্রের উপাদানসমূহের দুর্দশার ব্যাপারে কতকগুলি ক্ষেত্রে কৌটিল্য প্রতিকারের উপায়-পদ্ধতি নির্দেশ করেছেন। প্রতিকারের সাধারণ উপায় হিসাবে তিনি অর্থশাস্ত্রে বলেছেন যে, উপরিউক্ত দুর্বলতাসমূহের বিরুদ্ধে রাজাকে দৃঢ়তার সঙ্গে দাঁড়াতে হবে। একটি বা দুটি উপাদানের অংশবিশেষের ক্ষতিকারক দুর্বলতার প্রকৃতি সম্পর্কে রাজাকে অবহিত হতে হবে। কৌটিল্যের

অভিমত অনুসারে রাষ্ট্রের একটি বা দুটি উপাদান দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়লেও রাষ্ট্র পরিচালনায় অসুবিধা হবে না, যদি অন্যান্য উপাদানসমূহ সম্যকভাবে সক্রিয় থাকে। কিন্তু একটি উপাদানের দুর্দশা বা দুর্বলতার প্রকৃতি যদি এমন হয় যে, তা অন্যান্য উপাদানকে গ্রাস করে ফেলবে তা হলে তা রাষ্ট্রের পক্ষে দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। রাষ্ট্রের সাতটি উপাদানের প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে কৌটিল্যের অভিমত হল পরবর্তী উপাদানের থেকে পূর্ববর্তী উপাদানমাত্রেই অধিক গুরুত্বপূর্ণ। যেমন, জনপদের থেকে অমাত্য অধিক গুরুত্বপূর্ণ। অনুরূপভাবে আবার দুর্গ, কোষ ও দণ্ডের থেকে জনপদ অধিক গুরুত্বপূর্ণ। তবে উপাদান সাতটির মধ্যে 'স্বামী' বা রাজাই হলেন প্রাণশক্তিস্বরূপ অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

রাজা প্রাণশক্তি স্বরূপ

(৬) রাজাই রাষ্ট্র, সপ্তাঙ্গ-রাষ্ট্রের ভিত্তি (The King is the State, the basis of the Saptanga-State)

রাষ্ট্রের সপ্তাঙ্গ মতবাদ প্রসঙ্গে কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রে উপাদানসমূহের ক্ষতিকারক দুর্বলতা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন এবং উপাদানসমূহের পারস্পরিক সম্পর্কের উপরও আলোকপাত করেছেন। প্রাচীনকালের অন্য কোন চিন্তাবিদ্ এই বিষয়টি নিয়ে এত বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন নি। অর্থশাস্ত্রের আলোচনা অনুসারে রাষ্ট্রের উপাদানসমূহের মধ্যে নৃপতিই হলেন সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। রাজা যদি সর্বগুণান্বিত হন, তা হলে রাজার গুণগত যোগ্যতা রাষ্ট্রের অন্যান্য উপাদানের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। রাজা মন্ত্রী ও অধীক্ষকদের নিযুক্ত করেন। এই পদাধিকারীরাই অন্যান্য উপাদানের ক্ষতিকারক দুর্বলতা ও দুর্দশার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় প্রতিকারমূলক ব্যবস্থাদি গ্রহণ করেন। রাজা হলেন রাষ্ট্রের প্রতীক। কৌটিল্য রাজাকেই রাষ্ট্র হিসাবে অভিহিত করেছেন। অর্থশাস্ত্রে বলা হয়েছে রাজা হলেন সার্বভৌমিকতার নিশান। এই সুবাদে তিনি আনুগত্য লাভ করেন এবং রাজ্যের অখণ্ডতাকে অটুট রাখেন। এইভাবে অর্থশাস্ত্রে রাজার প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে প্রাচীন ভারতের তথা কৌটিল্যের রাজতান্ত্রিক চিন্তা-ভাবনার অভিব্যক্তি ঘটেছে। গুপ্ত আমলের পুরাণগুলিতে মহিমান্বিত রাজার ধারণা বার বার ব্যক্ত হয়েছে। মারকণ্ডপুরাণ ও বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণের ভাষ্য অনুসারে সপ্তাঙ্গরাষ্ট্রের ভিত্তিই হলেন রাজা। সুতরাং সকল উপাদানের মধ্যে রাজাকে রক্ষা করতে হবে এবং তা হলে রাজা রাষ্ট্রের অন্য ছ'টি উপাদানকে সংরক্ষণ করতে সক্ষম হবেন।

রাজাই রাষ্ট্র, সপ্তাঙ্গ-রাষ্ট্রের ভিত্তি

রাষ্ট্রের সপ্তাঙ্গ মতবাদের আলোচনায় কৌটিল্যের বাস্তববাদী ধ্যান-ধারণার পরিচয় পাওয়া যায়। এ বিষয়ে আধুনিককালের চিন্তাবিদ্দের মধ্যেও মতৈক্য বর্তমান। কিন্তু রাষ্ট্রের উপাদান উল্লেখের ক্ষেত্রে কৌটিল্য পুরোহিতদের বাদ দিয়েছেন। এই বিষয়টি কৌটিল্যের বাস্তববাদিতা থেকে বিচ্যুত বলে বিবেচিত হয়। বৈদিক যুগের রাজনীতিক ব্যবস্থার পরের দিকে পুরোহিতদের ভূমিকা ছিল বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ নেই। সমকালীন আইন-সংহিতাসমূহেও পুরোহিতের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত প্রভাবসম্পন্ন। কৌটিল্যও তাঁর অর্থশাস্ত্রে পুরোহিতদের ভূমিকার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কিন্তু রাষ্ট্রের উপাদান সম্পর্কিত সপ্তাঙ্গ মতবাদে কৌটিল্য পুরোহিতকে অন্তর্ভুক্ত করেন নি। কিন্তু অধ্যাপক ঘোষাল তাঁর *Hindu Political Theories* শীর্ষক গ্রন্থের বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন যে, রাজনীতিক তত্ত্বের ক্ষেত্রে এ হল কৌটিল্যের এক অনবদ্য অবদান।

কৌটিল্য রাষ্ট্রের উপাদান হিসাবে পুরোহিতের কথা বলেন নি

সপ্তাঙ্গ মতবাদে রাষ্ট্রের সাতটি উপাদানের যে তালিকা আছে পুরোহিত তার অন্তর্ভুক্ত নয়। এ কথা ঠিক। কিন্তু এর ফলে বাস্তব অবস্থা বা প্রকৃত পরিস্থিতি সপ্তাঙ্গ মতবাদে প্রতিফলিত হয় নি, এমন কথা বলা যায় না। কারণ, 'অমাত্য' ধারণাটির মধ্যে শ্রেণী হিসাবে ব্রাহ্মণরা অন্তর্ভুক্ত আছে। আবার ক্ষত্রিয়রা 'দণ্ড' ধারণাটির অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপভাবে 'পুর' ও 'রাষ্ট্র' শব্দের মধ্যে বৈশ্য ও জনসাধারণের অন্যান্য অবশিষ্ট অংশ অন্তর্ভুক্ত আছে। তা ছাড়া কৌটিল্য বলেছেন যে

রাষ্ট্রের প্রশাসন যন্ত্র গঠিত হত উনিশটি পদের আধিকারিকদের নিয়ে। এই উনিশ পদাধিকারিকদের মধ্যে মন্ত্রী ও পুরোহিত উচ্চপদস্থ প্রশাসক হিসাবে পরিগণিত হতেন। সুতরাং প্রাচীন ভারতে রাষ্ট্রশাসনের ক্ষেত্রে পুরোহিতদের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাপূর্ণ। শাসনকার্য পরিচালনার প্রতিটি ক্ষেত্রে রাজাকে পুরোহিতদের কাছ থেকে ধর্মশাস্ত্রবিহিত উপদেশ ও পরামর্শ গ্রহণ করতে হত। পুরোহিতের পরামর্শ থেকে সমর ব্যাপারে কৌটিল্য রাজাকে উপদেশ দিয়েছেন। পুরোহিত রাজার অভিষেক ক্রিয়া সম্পাদন করতেন। অতঃপর রাজা বৈধ কর্তৃত্বের অধিকারী হতেন। এ বিষয়ে হপকিন্স (Hopkins) তাঁর *Mutual Relation of the Four Castes* শীর্ষক গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। 'কামন্দক নীতিসারে' রাষ্ট্রের সাতটি উপাদান সম্পর্কে স্বতন্ত্র একটি অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে।

রাষ্ট্রের উপাদান সম্পর্কিত আলোচনায় পুরোহিতের উল্লেখ আছে

এই আলোচনায় প্রধান পুরোহিত ও জ্যোতিষীর যোগ্যতা ও গুণাবলী সম্পর্কে উল্লেখ আছে এবং মন্ত্রীদের পরেই পুরোহিত ও জ্যোতিষীর কথা বলা হয়েছে। সুতরাং এঁরা মন্ত্রী ও অমাত্যদের মতই বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার অধিকারী ছিলেন। শান্তিপর্বেও মন্ত্রি, পুরোহিত ও আচার্যের কথা বলা হয়েছে। এবং তা বলা হয়েছে 'রাষ্ট্র', 'রাজা', 'কোষ', 'দণ্ড', 'দুর্গ' এবং মন্ত্রীদের সঙ্গে। সুতরাং পরবর্তীকালের শাস্ত্র-গ্রন্থাদিতে পুরোহিতদের মর্যাদাপূর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখ পরিলক্ষিত হয়।

(৭) মৌর্যোত্তর ও গুপ্ত আমলে সপ্তাঙ্গ মতবাদের ভাষ্যের পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রের উপাদান সাতটির আপেক্ষিক গুরুত্ব ও তাৎপর্য প্রসঙ্গে রাজনীতিক চিন্তাবিদদের বক্তব্যের মধ্যে লক্ষণীয় পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে সপ্তাঙ্গ মতবাদে রাষ্ট্রের সাতটি উপাদানের মধ্যে 'স্বামী' বা 'রাজার' উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এবং অন্যান্য উপাদানগুলিকে আনুপাতিক বিচারে গুরুত্বহীন প্রতিপন্ন করা হয়েছে। কিন্তু মনুর মতানুসারে গুণগত বিচারে রাষ্ট্রের সাতটি উপাদানের মধ্যে কোন একটি অন্যান্য উপাদানের থেকে অধিক উন্নত মানের বা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ এমন কথা দ্বিধাহীনভাবে বলা যাবে না। তবে এ কথা ঠিক যে, বিশেষ কোন সময় বিশেষ-একটি উপাদান অন্যান্য উপাদানের তুলনায় অধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিপন্ন হয় বা হয়েছে। কারণ সংশ্লিষ্ট উপাদানটি সমকালীন পরিস্থিতি-পরিমণ্ডলের প্রয়োজন পূরণের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক এবং সর্বাধিক সমর্থ বলে স্বীকৃতি পায়। শান্তিপর্বে মনুর এই অভিমতকে সমর্থন করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে এ কথাও বলা দরকার যে, এ বিষয়ে আগে মনু অন্য কথা বলেছেন। উপরিউক্ত বক্তব্যের আগে মনু বলেছেন যে, রাষ্ট্রের সাতটি উপাদানের মধ্যে অগ্রবর্তী উপাদানটি সব সময়েই অনুবর্তী উপাদানটির থেকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এদিক থেকে বিচার করলে এ বিষয়ে মনুর বক্তব্যের মধ্যে স্ববিরোধিতা বর্তমান। কামন্দক নীতিসারেও একইভাবে বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্রের সাতটি উপাদানই হল পরস্পরের পরিপূরক। অগ্নিপুরাণ এবং মৎস্যপুরাণেও একই কথা বলা হয়েছে। মৌর্যোত্তর যুগে ও গুপ্ত আমলে রাজনীতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তন সূচিত হয়। এই সময় সামন্ততন্ত্রমুখী আর্থনীতিক ও ব্যবস্থার সূত্রপাত ঘটে। এই সময় থেকেই সামন্ততান্ত্রিক ধারায় রাষ্ট্রের পরিকাঠামোর মৌলিক সংস্কার সাধন শুরু হয়ে যায়। এই প্রক্রিয়ার পরিণতিতে রাজকীয় ক্ষমতার অবক্ষয় শুরু হয়। এ বিষয়ে অধ্যাপক শর্মা (Ram Sharan Sharma) তাঁর *Indian Feudalism* শীর্ষক গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়েই বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। শান্তিপর্ব ও কামন্দক নীতিসারে দ্বিধাহীনভাবে বলা হয়েছে যে, রাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার অস্তিত্ব সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় ক্ষমতার প্রাধান্য অনেকাংশে অপসারিত হয়। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার বিকাশ রাজার ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের উপর প্রতিকূল প্রভাব-প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে।

রাষ্ট্রের উপাদানসমূহের আপেক্ষিক গুরুত্ব সম্পর্কে ধারণার পরিবর্তন

রাষ্ট্রের প্রশাসন যন্ত্র গঠিত হত উনিশটি পদের আধিকারিকদের নিয়ে। এই উনিশ পদাধিকারিকদের মধ্যে মন্ত্রী ও পুরোহিত উচ্চপদস্থ প্রশাসক হিসাবে পরিগণিত হতেন। প্রকৃত প্রস্তাবে প্রাচীন ভারতে রাষ্ট্রশাসনের ক্ষেত্রে পুরোহিতদের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদামণ্ডিত। শাসনকার্য পরিচালনার প্রতিটি ক্ষেত্রে রাজাকে পুরোহিতদের কাছ থেকে ধর্মশাস্ত্রবিহিত বিধান ও পরামর্শ গ্রহণ করতে হত। পুরোহিতের পরামর্শ মেনে চলার ব্যাপারে কৌটিল্য রাজাকে উপদেশ দিয়েছেন। পুরোহিত রাজার অভিষেক ক্রিয়া সম্পাদন করতেন। অতঃপর রাজা বৈধ কর্তৃত্বের অধিকারী হতেন। এ বিষয়ে হপকিন্স (Hopkins) তাঁর *Mutual Relation of the Four Castes* শীর্ষক গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। 'কামন্দক নীতিসারে' রাষ্ট্রের সাতটি উপাদান সম্পর্কে স্বতন্ত্র একটি অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে। এই আলোচনায় প্রধান পুরোহিত ও জ্যোতিষীর যোগ্যতা ও গুণাবলী সম্পর্কে উল্লেখ আছে। এবং মন্ত্রীদের পরেই পুরোহিত ও জ্যোতিষীর কথা বলা হয়েছে। সুতরাং এঁরা সচিব বা অমাত্যদের মতই বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার অধিকারী ছিলেন। শান্তিপর্বেও ঋত্বিক, পুরোহিত ও আচার্যের কথা বলা হয়েছে। এবং তা বলা হয়েছে 'রাষ্ট্র', 'রাজা', 'কোষ', 'দণ্ড', 'দুর্গ' এবং 'মন্ত্রী'দের সঙ্গে। সুতরাং পরবর্তীকালের শাস্ত্র-গ্রন্থাদিতে পুরোহিতদের মর্যাদাপূর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখ পরিলক্ষিত হয়।

রাষ্ট্রের উপাদান সম্পর্কিত আলোচনায় পুরোহিতের উল্লেখ আছে

(৭) মৌর্যোত্তর ও গুপ্ত আমলে সপ্তাঙ্গ মতবাদের ভাষ্যের পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রের উপাদান সাতটির আপেক্ষিক গুরুত্ব ও তাৎপর্য প্রসঙ্গে রাজনীতিক চিন্তাবিদ্‌দের বক্তব্যের মধ্যে লক্ষণীয় পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে সপ্তাঙ্গ মতবাদে রাষ্ট্রের সাতটি উপাদানের মধ্যে 'স্বামী' বা 'রাজার' উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এবং অন্যান্য উপাদানগুলিকে আনুপাতিক বিচারে গুরুত্বহীন প্রতিপন্ন করা হয়েছে। কিন্তু মনুর মতানুসারে গুণগত বিচারে রাষ্ট্রের সাতটি উপাদানের মধ্যে কোন একটি অন্যান্য উপাদানের থেকে অধিক উন্নত মানের বা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ এমন কথা দ্বিধাহীনভাবে বলা যাবে না । তবে এ কথা ঠিক যে, বিশেষ কোন সময় বিশেষ-একটি উপাদান অন্যান্য উপাদানের তুলনায় অধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিপন্ন হয় বা হয়েছে। কারণ সংশ্লিষ্ট উপাদানটি সমকালীন পরিস্থিতি-পরিমণ্ডলের প্রয়োজন পূরণের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক এবং সর্বাধিক সমর্থ বলে স্বীকৃতি পায়। শান্তিপর্বেও মনুর এই অভিমতকে সমর্থন করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে এ কথাও বলা দরকার যে, এ বিষয়ে আগে মনু অন্য কথা বলেছেন। উপরিউক্ত বক্তব্যের আগে মনু বলেছেন যে, রাষ্ট্রের সাতটি উপাদানের মধ্যে অগ্রবর্তী উপাদানটি সব সময়ই অনুবর্তী উপাদানটির থেকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এদিক থেকে বিচার করলে এ বিষয়ে মনুর বক্তব্যের মধ্যে স্ববিরোধিতা বর্তমান। কামন্দক নীতিসারেও একইভাবে বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্রের সাতটি উপাদানই হল পরস্পরের পরিপূরক। অগ্নিপুরাণ এবং মৎস্যপুরাণেও একই কথা বলা হয়েছে। মৌর্যোত্তর যুগে ও গুপ্ত আমলে রাজনীতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তন সূচীত হয়। এই সময় সামন্ততন্ত্রানুযায়ী আর্থনীতিক বিধি-ব্যবস্থার সূত্রপাত ঘটে। এই সময় থেকেই সামন্ততান্ত্রিক ধারায় রাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোর মৌলিক সংস্কার সাধন শুরু হয়ে যায়। এই প্রক্রিয়ার পরিণতিতে রাজকীয় ক্ষমতার অবক্ষয় শুরু হয়। এ বিষয়ে অধ্যাপক শর্মা (Ram Sharan Sharma) তাঁর *Indian Feudalism* শীর্ষক গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়েই বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। শান্তিপর্ব ও কামন্দক নীতিসারে দ্বিধাহীনভাবে বলা হয়েছে যে, রাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার অস্তিত্ব সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় ক্ষমতার প্রাধান্য অনেকাংশে অপসারিত হয়। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার বিকাশ রাজার ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের উপর প্রতিকূল প্রভাব-প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে।

রাষ্ট্রের উপাদানসমূহের আপেক্ষিক গুরুত্ব সম্পর্কে ধারণার পরিবর্তন

মৌর্যোত্তর যুগে জনজীবনে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার সৃষ্টি হয়। সমকালীন অস্থির পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে মনুস্মৃতিতে দমনমূলক ক্ষমতার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। মনুস্মৃতির ভাষ্য অনুসারে 'দণ্ড'ই হল আসল রাজা, নেতা বা শাসক। দণ্ডই জনসাধারণকে, শাসনকে সংরক্ষণ করে এবং ধর্মের তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে দায়িত্ব সম্পাদন করে। শান্তিপর্বের ভাষ্য অনুসারে দমনমূলক ক্ষমতা প্রয়োগ করাই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম; এটাই ক্ষত্রিয়ের পক্ষে মানানসই। অন্যথায় রাজা, রাজত্ব ও রাজ্যবাসীর সমৃদ্ধি সম্ভব হবে না। মনুস্মৃতিতে আরও বলা হয়েছে যে, রাজা যদি দমনমূলক ক্ষমতা প্রয়োগ না করেন, তা হলে বলবানরা বলহীনদের গিলে ফেলবে। প্রকৃত প্রস্তাবে মনুস্মৃতির অনুসরণে শান্তিপর্বে দণ্ডের ভূমিকার গুরুত্ব বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে দণ্ড বিধান বন্ধ হয়ে গেলে সমাজের অন্যান্য উপাদানসমূহ বিপন্ন হয়ে পড়বে। 'দণ্ড'ই রাষ্ট্রের উৎস ও অঙ্গসমূহের আকৃতি-প্রকৃতি নির্ধারণ করে। এবং এইভাবে রাষ্ট্রের সপ্তাঙ্গ গঠিত হয়। শান্তিপর্বের কোন কোন পাঠান্তরে রাষ্ট্রের অষ্টাঙ্গের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু রাষ্ট্রের এই অষ্টাঙ্গ তত্ত্বে অষ্টম অঙ্গটির কোন উল্লেখ দেখা যায় না। এই কারণে অষ্টাঙ্গ তত্ত্বের অর্থ অনুধাবন করা যায় না। তবে মনুস্মৃতি ও শান্তিপর্ব উভয় শাস্ত্রেই বলা হয়েছে যে রাজা আইনানুসারে দমনমূলক শক্তি প্রয়োগ করবেন। মনুস্মৃতির ভাষ্য অনুসারে শাস্ত্রসমূহের ধর্মানুশাসন এবং মন্ত্রীদের শলা-পরামর্শ অনুসারে রাজা তাঁর ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব (দণ্ড) কার্যকর করবেন। শান্তিপর্বের ভাষ্য অনুযায়ী বেদের বিধান ও ধর্মের ভিত্তিতে রাজার আচরণ নিয়ন্ত্রিত হবে। গুপ্তযুগের গোড়ার দিকে যাজ্ঞবল্ক্যও রাষ্ট্রের সাতটি উপাদানের উল্লেখের পরেই দণ্ডনীতির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। বলা হয়েছে যে প্রাচীনকালে ব্রহ্মা দণ্ডের মাধ্যমে ধর্মকে সৃষ্টি করেছেন। দণ্ড বা দমনমূলক ক্ষমতার উপযোগিতা সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে। উপরিউক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্টত প্রতিপন্ন হয় যে, মৌর্যোত্তর যুগে দণ্ড বা দমনমূলক ক্ষমতা এবং কর্তৃত্বের গুরুত্ব ও তাৎপর্য বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। সমকালীন পরিস্থিতি-পরিমণ্ডল পর্যালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিপন্ন হয় যে, এই সময় কেন্দ্রাতিগ শক্তিসমূহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠে এবং ক্ষমতার কেন্দ্র থেকে অপসরণশীল প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। আবার এই প্রবণতা সৃষ্টির কারণ হিসাবে বিভিন্ন বৈদেশিক আক্রমণ এবং আভ্যন্তরীণ অভ্যুত্থানের কথা বলা হয়।

মনুস্মৃতি ও শান্তিপর্বে দণ্ডের উপর গুরুত্ব আরোপ

(৮) রাষ্ট্র সম্পর্কিত সপ্তাঙ্গ মতবাদ ও মার্কসীয় ধারণা (Saptanga Theory and Marxist Conception of the State)

সপ্তাঙ্গ মতবাদ হল রাষ্ট্রের প্রকৃতি বিষয়ক এক বিশেষভাবে বাস্তববাদী মতবাদ। এই মতবাদের মাধ্যমে রাষ্ট্রের প্রায়োগিক দিকের এক প্রামাণ্য পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাচীন ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তায় রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কিত এ রকম বাস্তবানুগ বিচার-বিশ্লেষণের মধ্যে অনেকে মার্কসীয় রাষ্ট্রদর্শনের সঙ্গে সামঞ্জস্যসূচক উপাদানের উপস্থিতি অনুসন্ধানের পক্ষপাতী। অধ্যাপক শর্মা (R. S. Sharma)-এর অভিমত অনুসারে এঙ্গেলস রাষ্ট্রের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তার সঙ্গে রাষ্ট্র সম্পর্কিত প্রাচীন ভারতীয় সংজ্ঞার বিভিন্ন ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য প্রতিপন্ন হয়। তিনি তাঁর *Aspects of Political Ideas and Institutions in Ancient India* শীর্ষক গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন : "In so far as the practical and concrete nature of the state is concerned, its ancient Indian definition is strikingly similar in several respects to the definition of the state set forth by Engels, ..." অধ্যাপক শর্মা আরও বলেছেন যে অন্তত তিনটি ক্ষেত্রে রাষ্ট্র সম্পর্কিত কৌটিল্যীয় ও মার্কসীয় ধারণার মধ্যে লক্ষণীয় সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। কারণ উভয় মতবাদেই বিশ্বাস করা হয় যে তত্ত্বের মধ্যে বাস্তব প্রতিফলিত হওয়া প্রয়োজন। কৌটিল্য ও মার্কস উভয়েই রাজনীতিক জীবনের বাস্তব চিত্রকে চিত্রিত করতে অতিমাত্রায়

রাষ্ট্র সম্পর্কে কৌটিল্য ও মার্কসীয় ধারণার মধ্যে সাদৃশ্য

আন্তরিক। তাছাড়া এই দুই কালজয়ী বিশিষ্ট চিন্তাবিদের কেউই বিনা আয়াসে বিখ্যাত হওয়ার শূন্যগর্ভ কৌশলের জালে জড়িয়ে পড়েন নি।

কার্ল মার্কসের অভিন্ন হৃদয় বন্ধু, সহকর্মী এবং সহযোগী তাত্ত্বিক ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস-এর একটি বিখ্যাত গ্রন্থ হল *Origin of the Family, Property and State*। এই গ্রন্থে মনীষী এঙ্গেলস রাষ্ট্রের শ্রেণী-চরিত্রের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর অভিমত অনুসারে সরকারী আধিকারিকদের একটি অংশ সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন। এই সমস্ত আধিকারিক বিভিন্ন ব্যতিক্রমী আইনের মাধ্যমে জনসাধারণের কাছ থেকে বাধ্যতামূলক আনুগত্য আদায় করে। এবং এই আধিকারিকরাই রাষ্ট্রের একটি অঙ্গ হিসাবে বিবেচিত হয়। এই আধিকারিকদের সমাজের অঙ্গ হিসাবে প্রতিপন্ন করা হয়; কিন্তু এরা সমাজের উর্ধ্বে অবস্থান করে। অধ্যাপক শর্মা সপ্তাঙ্গ মতবাদের 'অমাত্য'দের সঙ্গে এই আধিকারিকদের তুলনা করেছেন। অমাত্যরা একটি অভিজাত শ্রেণী হিসাবে প্রতীয়মান হয়। সরকারের উচ্চপদস্থ অফিসারদের এদের ভিতর থেকেই নিযুক্ত করা হয়। ব্রাহ্মণ্য আইন গ্রন্থাদির আলোচনা থেকে স্পষ্টত প্রতিপন্ন হয় যে সাধারণ মানুষদের থেকে উচ্চপদের আমলাদের নিযুক্তির সুযোগ বা সম্ভাবনা ছিল না বললেই চলে।

'অমাত্য' ও উচ্চপদস্থ আমলা

পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি শীর্ষক রচনায় এঙ্গেলস রাষ্ট্রের আর একটি অঙ্গের কথা বলেছেন। রাষ্ট্রের এই অঙ্গটি হল সরকারী ক্ষমতা। সরকারী ক্ষমতা জনসাধারণ থেকে স্বতন্ত্র। এই ক্ষমতা গড়ে উঠে সামরিক বাহিনী, পুলিশবাহিনী, জেলখানা এবং দমনমূলক অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে নিয়ে। সাধারণ মানুষের অগোচরে সরকারী ক্ষমতা সংগঠিত ও কার্যকর হয়। অধ্যাপক শর্মা এই সরকারী ক্ষমতার সমার্থক হিসাবে সপ্তাঙ্গ মতবাদের দণ্ডের (danda) কথা বলেছেন। প্রাচীন ভারতীয় রাষ্ট্রদর্শনের ভাষ্য অনুসারে সাধারণভাবে ক্ষত্রিয়রাই হবে দণ্ডের অধিকারী। তবে কেবল কোন অস্বাভাবিক অবস্থায় অন্য বর্ণের ব্যক্তিবর্গও দণ্ডের অধিকারী হতে পারে। আবার কৌটিল্যও বলেছেন যে, জনসাধারণের হাতে অস্ত্রশস্ত্র থাকবে না। কারণ কৌটিল্যের অভিমত অনুসারে কোন ভূখণ্ডের অধিবাসীরা সশস্ত্র হলে তা গুরুতর ত্রুটি হিসাবে প্রতিপন্ন হয়। মেগাস্থিনীসের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, কেবল সামরিক শ্রেণীর হাতেই অস্ত্রশস্ত্র ছিল। সমকালীন ভারতের অধিবাসীদের সিংহভাগই ছিল কৃষক। এই কৃষক শ্রেণীর হাতে হাতিয়ার ছিল না।

'দণ্ড' ও সরকারী ক্ষমতা

এঙ্গেলস একই রচনায় আরও বলেছেন যে, সরকারী ক্ষমতার সংগঠনকে সংরক্ষণের স্বার্থে নাগরিকদের কাছ থেকে কর আদায় করা একান্তভাবে অপরিহার্য। নাগরিকদের কর প্রদান ব্যতিরেকে সরকারী ক্ষমতাকে সংগঠিত করা ও টিকিয়ে রাখা যায় না। অধ্যাপক শর্মা এক্ষেত্রে সপ্তাঙ্গ মতবাদের 'কোষ' (Kosa)-কে তুলনীয় হিসাবে প্রতিপন্ন করেছেন। অর্থশাস্ত্রের ভাষ্য অনুসারে 'কোষ' ব্যতিরেকে সৈন্যবাহিনীকে রক্ষা ও পরিচালনা করা যাবে না।

'কোষ' ও কর

(৯) সপ্তাঙ্গ মতবাদের শ্রেষ্ঠত্ব (Greatness of SaptangaTheory)

রাষ্ট্রের সপ্তাঙ্গ সম্পর্কিত আলোচনা প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন শাস্ত্র-গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায়। কিন্তু কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কিত সপ্তাঙ্গ মতবাদের সর্বাধিক সুসংবদ্ধ, বিষয়নুগ ও যুক্তিনিষ্ঠ আলোচনা পাওয়া যায়। সপ্তাঙ্গ মতবাদে রাষ্ট্রের উপাদান সাতটিকে গুরুত্ব অনুসারে ক্রমপর্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। রাষ্ট্রের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে সর্বপ্রথম 'স্বামী'র উল্লেখ আছে। গুরুত্বানুসারে তারপর আছে 'অমাত্য' ও অন্যান্য অঙ্গ বা উপাদানের আলোচনা। সপ্তাঙ্গ মতবাদে রাষ্ট্রের প্রত্যেক উপাদানের আদর্শ অবস্থার আলোচনা আছে। আলোচ্য মতবাদে রাষ্ট্রের প্রতিটি উপাদানের কতকগুলি অপরিহার্য গুণাবলীর কথা বলা হয়েছে। রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করার স্বার্থে এই সমস্ত গুণাবলী অপরিহার্য প্রতিপন্ন হয়। আবার অর্থশাস্ত্রের সপ্তাঙ্গ মতবাদে রাষ্ট্রের প্রতিটি উপাদানের দুর্বলতাজনিত বিপদ এবং দুর্বলতা দূরীকরণের উপায়-

পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এই সমস্ত কারণের জন্য কৌটিল্যের সপ্তাঙ্গ মতবাদ রাষ্ট্রের প্রকৃতি বিষয়ক প্রাচীন ভারতের একটি শ্রেষ্ঠ মতবাদ হিসাবে পরিগণিত হয়।

১০. পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনা